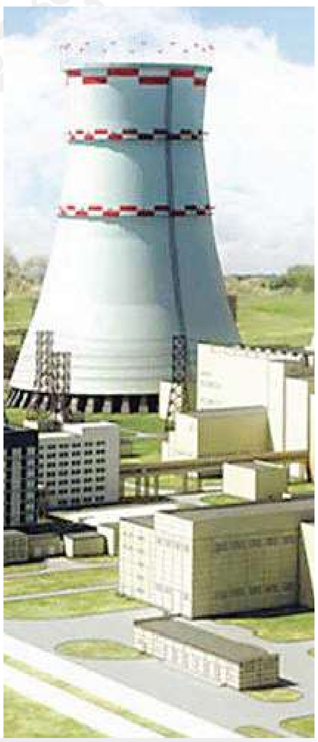

সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা

প্রকাশনায়:

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রধান পৃষ্ঠপোষক:

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

তত্ত্বাবধান:

জনাব মোঃ কামাল হোসেন, সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

সম্পাদনা পর্ষদ:

ড. শাহনাজ আরেফিন, এনডিসি, অতিরিক্ত সচিব (সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
জনাব মোঃ মামুনুর রশীদ ভূঞা, যুগ্মসচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
ড. মোহাম্মদ আজিজুল হক, উপসচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, উপসচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মিজ্ রওশন আরা লাবনী, সিনিয়র সহকারী সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
জনাব মোঃ ফাউজুল কবীর, সিনিয়র সহকারী সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
জনাব মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম, সিনিয়র সহকারী সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রচ্ছদ ও ডিজাইন

ইজেল মর্তুজা
জাকিয়া সুলতানা আনন্দী

প্রকাশকাল:

অগ্রহায়ণ ১৪২৭/ নভেম্বর ২০২০
সংস্কার অনুবিভাগ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রকাশনাটি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকীতে উৎসর্গকৃত

সূচিপত্র

১.বাণী

২.কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনার ধারণা ১

৩.মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যায়ে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ১৩

৩.১ বিদ্যুৎ বিভাগ ১৫

৩.২ কৃষি মন্ত্রণালয় ১৭

৩.৩ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ১৯

৩.৪ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ২১

৩.৫ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ২৩

৩.৬ তথ্য মন্ত্রণালয় ২৫

৩.৭ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ ২৭

৩.৮ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ২৯

৩.৯ অর্থ বিভাগ ৩১

৩.১০ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ৩৩

৩.১১ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ৩৫

৩.১২ সেতু বিভাগ ৩৭

৩.১৩ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৩৯

৩.১৪ স্থানীয় সরকার বিভাগ ৪১

৩.১৫ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ৪৩

৩.১৬ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ৪৫

৩.১৭ স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ৪৭

৩.১৮ পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ ৪৯

৩.১৯ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ৫১

৩.২০ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ৫৩

৩.২১ সুরক্ষা সেবা বিভাগ ৫৫

৩.২২ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৫৭

৩.২৩ শিল্প মন্ত্রণালয় ৫৯

৩.২৪ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ৬১

৩.২৫ খাদ্য মন্ত্রণালয় ৬৩

সূচিপত্র

৩.২৬ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৬৫
৩.২৭ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ৬৭
৩.২৮ বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ ৬৯
৩.২৯ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ ৭১
৩.৩০ কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ ৭৩
৩.৩১ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ৭৫
৩.৩২ লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ ৭৭
৩.৩৩ পরিকল্পনা বিভাগ ৭৮
৩.৩৪ জননিরাপত্তা বিভাগ ৮০
৩.৩৫ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৮২
৩.৩৬ রেলপথ মন্ত্রণালয় ৮৪
৩.৩৭ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ৮৬
৩.৩৮ স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ ৮৮
৩.৩৯ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ ৯০
৩.৪০ নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ৯২
৩.৪১ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ৯৪
৩.৪২ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ৯৬
৩.৪৩ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় ৯৮
৩.৪৪ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ১০০
৩.৪৫ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ১০২
৩.৪৬ আইন ও বিচার বিভাগ ১০৪
৩.৪৭ বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ১০৬
৩.৪৮ ভূমি মন্ত্রণালয় ১০৮
৩.৪৯ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ১১০
৩.৫০ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ১১২
৩.৫১ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ১১৪
৪. মাঠ পর্যায়ে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ১১৬
৫. মুজিববর্ষ এবং বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ১২১
৬. ছবিতে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ১২৮

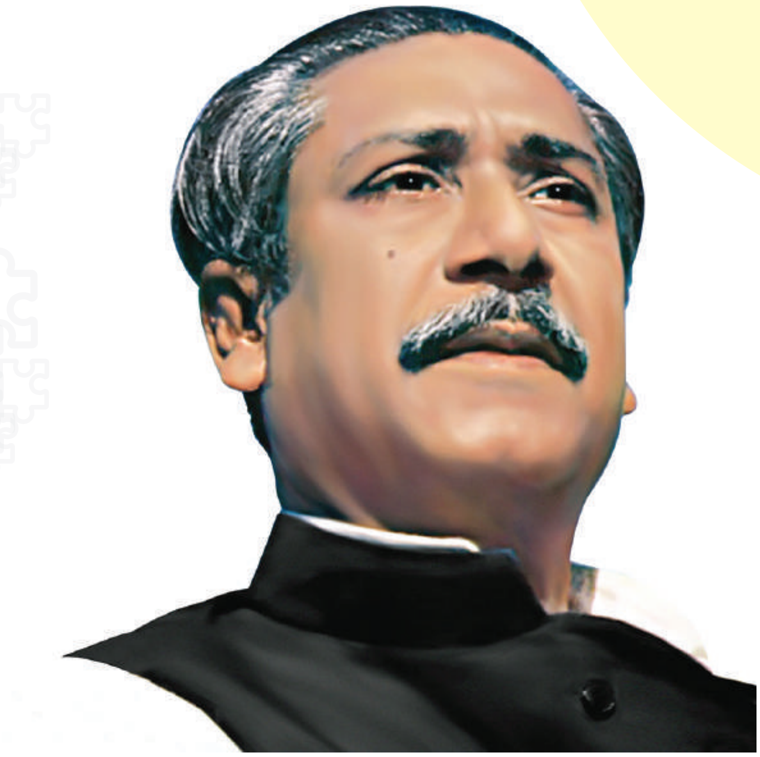

“ সরকারি কর্মচারী
ভাইয়েরা আপনাদের
জনগণের সেবায় নিজেদের
উৎসর্গ করতে হবে এবং জাতীয়
স্বার্থকে সব কিছুর ঊর্ধ্বে
স্থান দিতে হবে। ”

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৯ কার্তিক ১৪২৭
২৫ অক্টোবর ২০২০

বাণী

আমি জেনে অত্যন্ত আনন্দিত যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত একটি প্রকাশনা বের করতে যাচ্ছে। এই প্রকাশনাটি বাংলাদেশে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল তথ্যের একটি ভাণ্ডার হিসাবে কাজ করবে। এই প্রকাশনার উদ্যোগ গ্রহণের জন্য আমি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে শুরু করে বাংলাদেশের সকল সরকারি দপ্তরের কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে এই প্রকাশনাটি সহায়ক হবে বলে আমার বিশ্বাস।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ক্ষুধা, দারিদ্র্য, শোষণমুক্ত একটি সুখী, সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা ইতোমধ্যে রূপকল্প-২০২১ এ নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা 'মধ্যম আয়ের দেশ'-এর মর্যাদা অর্জন করেছি। এ ধারা অব্যাহত রেখে আমরা ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশ হিসাবে বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠিত করতে বদ্ধপরিকর। এই লক্ষ্যে সরকার নানামুখী কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। আমরা বিশ্বাস করি এ সকল কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণেও সফল হব।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর শুধু একটি আনুষ্ঠানিকতা নয়। সরকারি কর্মকাণ্ডে দক্ষতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, গতিশীলতা আনয়ন এবং সুশাসন সুসংহত করার লক্ষ্যে আমরা ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি চালু করেছিলাম। এটি একটি সরকারি দপ্তরের এক বছরের কর্ম-পরিকল্পনা। এই কর্মপরিকল্পনায় সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০-সহ সরকারের বিভিন্ন অগ্রাধিকার প্রকল্প সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ যথাযথভাবে প্রতিফলিত হতে হবে। পাশাপাশি সকল সরকারি দপ্তরকে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কার্যকর বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিবিড় পরিবীক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

আমরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে 'মুজিববর্ষ' উদযাপন করছি। আসুন, ঐতিহাসিক এই ক্ষণে কর্মসম্পাদন চুক্তি যথাযথভাবে প্রণয়ন এবং এর কার্যকর বাস্তবায়নের মাধ্যমে সবাই মিলে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণের অঙ্গীকার করি। এই লক্ষ্যে একাত্ম হয়ে কর্মে মনোনিবেশ করার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

ফরহাদ হোসেন এমপি
প্রতিমন্ত্রী
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত একটি প্রকাশনা বের করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এই প্রকাশনাটি বাংলাদেশে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ভান্ডার এবং অনন্য দলিল হিসাবে কাজ করবে।

জনপ্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ এবং দক্ষতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বা এপিএ প্রবর্তন করে। বর্তমানে মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে শুরু করে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত প্রায় সকল সরকারি অফিস এপিএ বাস্তবায়ন করছে। কিন্তু বর্তমান প্রতিষ্ঠানভিত্তিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা 'এপিএ'র সঙ্গে সরকারি কর্মচারীগণের ব্যক্তিগত কর্মসম্পাদনের সংযোগ তেমন নিবিড় নয়। এই দুইয়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে বিদ্যমান এসিআর পদ্ধতির পরিবর্তে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বার্ষিক কর্মমূল্যায়ন পদ্ধতি বা এপিএআর চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে যা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৮ এ একটি দক্ষ, সেবামুখী এবং জবাবদিহিমূলক জনপ্রশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকার রূপকল্প-২০৪১ ঘোষণা করেছে। এই রূপকল্প বাস্তবায়নে যথাযথভাবে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন সরকারের উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহের অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ ইতিমধ্যে বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এখন আমাদের সামনে শুধুই উন্নত বাংলাদেশের হাতছানি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীর এই মাহেন্দ্রক্ষণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গতিশীল নেতৃত্বে যথাযথভাবে এপিএ বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণ করব-এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

আমি এই সময়োপযোগী প্রকাশনার উদ্যোগ গ্রহণের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ফরহাদ হোসেন, এমপি

মন্ত্রিপরিষদ সচিব
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সরকারি কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধি এবং ফলাফলধর্মী কাজে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যায়ে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনার আওতায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বা এপিএ প্রবর্তন করা হয়। বর্তমানে এপিএ মন্ত্রণালয়/বিভাগের গণ্ডি পেরিয়ে উপজেলা পর্যায়ের অফিসসমূহে বিস্তৃতি লাভ করেছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে এপিএ বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং এ কার্যক্রমের সঙ্গে প্রায় সকল সরকারি অফিসকে সংযুক্ত করা হয়েছে। দেশে সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির প্রবর্তন একটি অনন্য মাইলফলক হিসাবে স্বীকৃত। এপিএ প্রণয়নে ফলাফলধর্মী কর্মকাণ্ডকে গুরুত্ব প্রদান করার ফলে সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনার কার্যকর বাস্তবায়নে অবদান রেখে চলেছে।

এপিএ'র ছয় বছরের পথচলায় অনেক অর্জন রয়েছে। এসকল অর্জনসমূহের ইতিবৃত্ত একসঙ্গে গেঁথে রাখতে আলোচ্য প্রকাশনাটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের একটি প্রয়াস। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা নিয়ে সময় সময় বিভিন্ন পরিপত্র, নির্দেশিকা এবং প্রতিবেদন প্রকাশ করলেও এবারই প্রথম এ বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রকাশনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আমি এই গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনাটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, সরকারের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্তকরণ এবং তার কার্যকর বাস্তবায়নে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ আরও আন্তরিক ও যত্নবান হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা তথা উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে আগামী দিনে এপিএ কার্যকর ভূমিকা রাখবে-এই প্রত্যাশা করছি।

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (এপিএ) প্রবর্তন সরকারি খাতে একটি জনকল্যাণমুখী প্রশাসনিক সংস্কার। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মাধ্যমে মূলত মন্ত্রণালয়/বিভাগ, দপ্তর/সংস্থা এবং মাঠপর্যায়ের অফিসসমূহ অর্থবছরের শুরুতেই এক বছরের সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকে। এ পদ্ধতিতে প্রতিশ্রুত প্রতিটি কাজ সম্পাদনের নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও সময় নির্ধারিত থাকায় সরকারি কর্মচারীগণ বছরের শুরু হতেই স্ব-স্ব দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থাকেন এবং কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা তৈরি হয়। বার্ষিক কর্মসম্পাদন পদ্ধতি প্রবর্তনের ফলে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ এখন পদ্ধতির চেয়ে ফলাফলভিত্তিক কর্মসম্পাদনে অধিকতর মনোযোগী হয়েছে এবং উচ্চতর দক্ষতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে একটি সুস্থ প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে মাঠ পর্যায় পর্যন্ত ১৭০০০-এর বেশী অফিসে এপিএ সম্প্রসারিত হওয়ায় সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রমের বাস্তবায়ন সমন্বয় করা যেমন সহজ হয়েছে, তেমনি সম্পাদিত সকল কার্যক্রমের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করাও সম্ভব হচ্ছে।

অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ বিশ্বে উন্নয়নের এক রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃত। উন্নয়নের এই অগ্রযাত্রাকে আরও বেগবান করে জাতির পিতার স্বপ্নের ‘সোনার বাংলা’ বিনির্মাণে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার, রূপকল্প ২০৪১, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ১০টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাসহ অন্যান্য পরিকল্পনা দলিলে বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের একটি অন্যতম মাধ্যম হিসেবে কাজ করতে পারে। এ লক্ষ্যে বিদ্যমান পদ্ধতিতে কিছু পরিবর্তন/পরিবর্ধনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

সরকারি খাতে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনার সার্বিক বিষয়গুলোকে নিয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ একটি প্রকাশনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্রকাশনাটিতে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি, এর গুরুত্ব, মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কর্মকৃতি এবং সরকারি দপ্তরে এপিএ বাস্তবায়নের ফলে অর্জিত ফলাফল সন্নিবেশ করা হবে। সরকারি কর্মচারীদের পাশাপাশি সেবা-গ্রহীতাগণের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রামাণ্য দলিল হিসাবে কাজ করবে বলে আমি বিশ্বাস করি। আমি প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের সার্বিক মঙ্গল কামনা করছি।

ড. আহমদ কায়কাউস

সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

সরকারি প্রতিষ্ঠানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা এবং কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশক্রমে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বা এপিএ চালু করা হয়। প্রথম পর্যায়ে ৪৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ এ চুক্তি স্বাক্ষর করে। পরবর্তীতে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থায়; ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বিভাগ এবং জেলা পর্যায়ে এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে উপজেলা পর্যায়ে এপিএ চালু করা হয়। বর্তমানে মোট ৫১টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ, প্রায় ৩৪৪টি দপ্তর/সংস্থা এবং ১৬৫০০-এর অধিক মাঠ পর্যায়ের সরকারি দপ্তর এপিএ স্বাক্ষর করছে। এপিএ মূলত একটি সরকারি দপ্তরের এক বছরের কর্মপরিকল্পনার দলিল। এতে বিবেচ্য বছরের কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রার পাশাপাশি পূর্বের দুই বছরের অর্জন এবং পরের দুই বছরের সম্ভাব্য অর্জনসহ মোট পাঁচ বছরের একটি সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যায়।

এপিএ-তে সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮, রূপকল্প ২০৪১, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এসকল লক্ষ্য যথাসময়ে অর্জিত হচ্ছে কি না তা কার্যকরভাবে পরিবীক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে। এপিএ বাস্তবায়নের ফলে সরকারি কর্মসম্পাদনে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও গতিশীলতা বেড়েছে এবং সরকারি কর্মসম্পাদন সংস্কৃতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। সরকারি দপ্তরসমূহের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় উন্নয়ন হয়েছে এবং সর্বোপরি কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রে সরকারি দপ্তরসমূহের মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতা তৈরি হয়েছে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সংস্কার অনুবিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত 'সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক প্রকাশনাটিতে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনার পটভূমি থেকে শুরু করে এর আওতায় প্রণীত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কাঠামো, এর প্রণয়ন প্রক্রিয়া, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, চুক্তির আওতায় উল্লেখযোগ্য অর্জন এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনাসহ সামগ্রিক বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকীতে মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে এপিএ-তে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক অন্তর্ভুক্ত বিশেষ লক্ষ্যমাত্রাসমূহ এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই প্রকাশনাটি বাংলাদেশে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে একটি অন্যতম রেফারেন্স দলিল হিসাবে কাজ করবে বলে আমি মনে করি। আমি এই প্রকাশনার সার্বিক সাফল্য কামনা করি এবং এই প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিবাদন ও ধন্যবাদ জানাই।

এপিএ'র প্রবর্তন ও বাস্তবায়নের বিষয়ে দূরদর্শী সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সানুগ্রহ দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। পাশাপাশি এপিএ বাস্তবায়নের সামগ্রিক বিষয়ে মূল্যবান দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য মন্ত্রিপরিষদ সচিব ও কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সভাপতি মহোদয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের সিনিয়র সচিব/সচিবসহ এপিএ টিমের সম্মানিত সদস্যগণ ও মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে শুরু করে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত এপিএ বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা তথা উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের স্বপ্ন পূরণে সবার কার্যকর অংশগ্রহণে আগামী দিনে এপিএ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

মোঃ কামাল হোসেন

“সরকারি কর্মকাণ্ডে দক্ষতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, গতিশীলতা আনয়ন, সেবার মানোন্নয়ন এবং প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যেই আমরা ফলভিত্তিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা চালু করেছি”

-মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনার ধারণা

কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনার ধারণা

কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনার প্রেক্ষাপট

কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনার (Performance Management) ধারণাটি বেসরকারি খাত থেকে উদ্ভূত হলেও ১৯৮০-এর দশকের শুরুতে 'New Public Management' ধারণার আবির্ভাবের মাধ্যমে সরকারি খাতে এর যাত্রা শুরু হয়। এই ব্যবস্থাপনার মূলে রয়েছে সরকারি দপ্তরসমূহের দক্ষতা, কার্যকারিতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি এবং সরকারি সম্পদের যথোপযুক্ত ব্যবহার। বিশ্বায়নের ফলে বিশ্বের উন্নত-অনুন্নত প্রতিটি দেশকেই প্রতিনিয়ত বিভিন্ন প্রতিযোগিতা এবং চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়। এই প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য রাষ্ট্রসমূহের শুধু অধিক সম্পদ কিংবা ভাল ধারণা (good ideas) থাকাই যথেষ্ট নয়। যে সব দেশ তাদের সম্পদ কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে পারে এবং ভাল ধারণা ও নীতিসমূহের যথাযথ প্রয়োগ করতে পারে তারাই এ প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকে। পাশাপাশি বিশ্বজুড়ে সরকারসমূহের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রতিশ্রুতি এবং জনমুখী বিভিন্ন উদ্যোগের ফলে সরকারের কাছে নাগরিকদের প্রত্যাশা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। অধিকন্তু জনপ্রশাসনের পরিচালন ব্যয় হ্রাস এবং অপচয় রোধ করে সরকারি সংস্থাসমূহকে অধিকতর দক্ষ, গতিশীল ও নাগরিকবান্ধব করার জন্য বিশ্বজুড়ে সরকারসমূহের উপর চাপ রয়েছে। উদ্ভূত এই চ্যালেঞ্জসমূহের মোকাবেলায় গত প্রায় দুই দশক ধরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Performance Management System) চালু করেছে।

কর্মসম্পাদন (Performance) কী?

একটি সংস্থা একটি নির্দিষ্ট সময়ে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রার যতটুকু অর্জন করতে পারে তাই তার কর্মসম্পাদন। অন্যভাবে বলা যায়, একটি সময় নির্দিষ্ট (time specific) কার্যক্রমের দক্ষ এবং কার্যকর সম্পাদনই হলো কর্মসম্পাদন বা পারফরমেন্স। কর্মসম্পাদন ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানভিত্তিক হতে পারে।

সাধারণভাবে চারটি বিষয়: (ক) মিতব্যয়িতা অর্থাৎ ন্যূনতম খরচে গুণগত সেবা, (খ) দক্ষতা অর্থাৎ সম্পদ ও সক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহার, (গ)কার্যকারিতা অর্থাৎ সরকারি সংস্থার কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য কতটুকু পূরণ করা সম্ভব হয়েছে এবং (ঘ) সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ন্যায় ও নিরপেক্ষতা ইত্যাদি কর্মসম্পাদনের মূল উপজীব্য বিষয়।

কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা (Performance Management) কী?

কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা হলো একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একটি প্রতিষ্ঠান তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে, কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য কর্মচারীদের সক্ষম করে তোলে, বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করে এবং মূল্যায়নের ভিত্তিতে কর্মচারীদের প্রণোদনা প্রদান করে। কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনার আওতায় একটি প্রতিষ্ঠান তার সম্পদ, কর্মচারী এবং কার্যপদ্ধতিকে কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং বিভিন্ন অগ্রাধিকারের সঙ্গে কার্যকরভাবে যুক্ত করে থাকে।

সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সরকারের সাধারণ অর্জন পরিমাপ ও মূল্যায়নের কোনো গতানুগতিক কার্যপদ্ধতি নয় বরং কার্যক্রমের ধারাবাহিক সংস্কার ও উন্নয়ন সাধন এবং তা পরিমাপের একটি গতিশীল পদ্ধতি। সরকারি দপ্তরের কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা মূলতঃ শুরু হয় কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন থেকে। যদি মূল্যায়ন বস্তুনিষ্ঠ না হয় এবং যদি উক্ত মূল্যায়নের কোনো গুরুত্ব না থাকে তাহলে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা যথাযথভাবে কাজ করে না। সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনার মূল উদ্দেশ্য হলো কর্মসম্পাদনের উন্নতি সাধন।

বিশেষজ্ঞগণের মতে একটি প্রতিষ্ঠানের কর্মসম্পাদনের উন্নয়নের জন্য নিম্নের চারটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে;

ক) কর্মসম্পাদন তথ্য ব্যবস্থাপনা; খ) কর্মসম্পাদন পরিবীক্ষণ ব্যবস্থাপনা;

গ) কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন ব্যবস্থাপনা; এবং ঘ) কর্মসম্পাদন প্রণোদনা ব্যবস্থাপনা।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মসম্পাদন চুক্তি

সরকারি দপ্তরকে অধিকতর দক্ষ, গতিশীল ও কার্যকর করার মাধ্যমে কর্মসম্পাদনের উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে কর্মসম্পাদন চুক্তি চালু করে। যেমন নিউজিল্যান্ডে ১৯৮৯ সালের পর থেকে CEO পারফরমেন্স এগ্রিমেন্ট চালু হয়। যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৯৩ সালের পর থেকে ‘পারফরমেন্স এগ্রিমেন্ট’ নামে প্রেসিডেন্ট এবং সংশ্লিষ্ট সেক্রেটারিগণের মধ্যে এই চুক্তি স্বাক্ষর শুরু হয়। মালয়েশিয়ায় এই ধরণের চুক্তি শুরু হয় ১৯৯০-এর দশকের শেষের দিকে যেখানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, ট্রেজারির বাজেট ডিভিশনের সঙ্গে চুক্তি করে থাকে। কেনিয়াতে ২০০৪ সালে শুরু হওয়া এই ধরণের চুক্তি ‘পারফরমেন্স কনট্রাক্ট’ নামে পরিচিত যা সরকারের সঙ্গে পারমানেন্ট সেক্রেটারিগণ স্বাক্ষর করে থাকেন।অস্ট্রেলিয়ায় ফেডারেল লেভেলে মন্ত্রী এবং পারমানেন্ট সেক্রেটারিগণের মধ্যে ‘পারফরমেন্স এগ্রিমেন্ট’ স্বাক্ষরিত হয়। ভুটানে ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে প্রধানমন্ত্রী এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীগণের মধ্যে পারফরমেন্স এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষর শুরু হয়। ইন্দোনেশিয়াতে এ চুক্তি হয় রাষ্ট্রপতি এবং মন্ত্রীগণের মধ্যে। অনুরূপভাবে দক্ষিণ আফ্রিকায় রাষ্ট্রপতি এবং মন্ত্রীগণের মধ্যে পারফরমেন্স এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষর হয়ে থাকে। এছাড়াও যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, ব্রাজিল, দক্ষিণ কোরিয়া, ফিজিসহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এ ধরণের চুক্তির প্রচলন রয়েছে।

বাংলাদেশে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশে স্বাধীনতার পর পরই উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন বা এসিআর পদ্ধতির মাধ্যমে সরকারি প্রতিষ্ঠানে সরকারি কর্মচারীকেন্দ্রিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা শুরু হয়। এসিআর-এর মাধ্যমে মূলতঃ একজন সরকারি কর্মচারীর এক বছরের কর্মসম্পাদন কতগুলো নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের বিপরীতে মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। কিন্তু প্রতিষ্ঠানভিত্তিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা তথা কর্মসম্পাদন মূল্যায়নের বিষয়টি পরোক্ষভাবে শুরু হয় সরকারি দপ্তরের জন্য বরাদ্দকৃত বাজেট এবং ক্ষেত্রবিশেষে এডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ের সক্ষমতার উপর ভিত্তি করে। পরবর্তীতে ২০০৪ সালে অর্থ বিভাগের মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোর আওতায় কয়েকটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ কর্মসম্পাদন সূচক (KPI) নির্ধারণ করা হয় যা ক্রমান্বয়ে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগে চালু করা হয়। এটি মূলতঃ মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক হওয়ায় সকল সরকারি দপ্তরের জন্য ব্যবহার উপযোগী একটি সমন্বিত কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়।

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনের একটি দক্ষ এবং সেবামুখী জনপ্রশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা (Performance Management) পদ্ধতি চালুর লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করা হয়। পরবর্তীতে ২০১২ সালে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল-এ সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মসম্পাদন ভিত্তিক (Performance based) নিরীক্ষা পদ্ধতি চালুর ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

এছাড়াও ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০১১-২০১৫) সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মসম্পাদনের (performance) উন্নয়নের লক্ষ্যে জবাবদিহি প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। পাশাপাশি ২০০৪ সাল থেকে শুরু হওয়া অর্থ বিভাগের মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোর আওতাভুক্ত KPI-এর অভিজ্ঞতা সরকারি দপ্তরসমূহে ফলভিত্তিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রচলনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

এছাড়া বাংলাদেশে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তনের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ২০১৪ সালের ২১ জুন একটি এবং ১২-১৫ নভেম্বর দুইটিসহ মোট তিনটি কর্মশালার আয়োজন করে। এতে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব এবং অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণ বাংলাদেশে একটি কার্যকর কর্মসম্পাদন ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ করেন। এছাড়া ২০১৪ সালের জুন মাসে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সঙ্গে এর আওতাধীন সংস্থাসমূহ performance contracting-এর আওতায় KPI ভিত্তিক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে যা পরবর্তীতে সকল সরকারি দপ্তরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রবর্তনের পথকে সুগম করে।

বর্ণিত প্রেক্ষাপটে সরকার ২০১৪-১৫ অর্থবছরে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement) বা এপিএ চালু করে। প্রথম পর্যায়ে ০৯ মার্চ ২০১৫ সালে মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ৪৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ এপিএ স্বাক্ষর করে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি কী?

একটি সরকারি দপ্তর নির্দিষ্ট অর্থবছরে একটি সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য অর্জন করতে চায় তার লিখিত বিবরণ সম্বলিত সমঝোতা দলিলই হলো বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি।

এই চুক্তিতে সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরের রূপকল্প (vision), অভিলক্ষ্য (mission), কৌশলগত উদ্দেশ্য (strategic objectives), কৌশলগত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিক করণীয় বিষয়সমূহ (activities) এবং কার্যক্রমের ফলাফল পরিমাপের জন্য কর্মসম্পাদন সূচক (performance indicators) ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ (targets) উল্লেখ থাকে।

সংশ্লিষ্ট অর্থবছর সমাপ্ত হওয়ার পর ঐ বছরের চুক্তিতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রাসমূহের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরের প্রকৃত অর্জন পরিমাপ করা হয়।

মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যায়ে সিনিয়র সচিব/সচিবগণ, মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে চুক্তি স্বাক্ষর করেন এবং মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এছাড়া অন্যান্য অধস্তন অফিসসমূহের প্রধানগণ তাঁদের ঊর্ধ্বতন অফিস প্রধানগণের সঙ্গে এপিএ স্বাক্ষর করে থাকে। সকল ক্ষেত্রে চুক্তির মেয়াদ ০১ (এক) বছর।

এপিএ'র ধারাবাহিক সম্প্রসারণ

২০১৪-১৫ অর্থবছর	মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রবর্তন
২০১৫-১৬ অর্থবছর	দপ্তর/সংস্থার অন্তর্ভুক্তি
২০১৬-১৭ অর্থবছর	বিভাগ ও জেলা এবং সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বিস্তৃতি
২০১৭-১৮ অর্থবছর	উপজেলা পর্যায়ে সম্প্রসারণ

এপিএ বাস্তবায়নকারী অফিসের সংখ্যা

৫১	মন্ত্রণালয়/বিভাগ
৩৪৪	দপ্তর/সংস্থা
৪৬	সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়
১৬,৬৩৫	মাঠ পর্যায়ের অফিস

"একটি সংস্থার সাফল্য কিংবা ব্যর্থতা সে সংস্থাটি কতটুকু আইন-কানুন কিংবা বিধি-বিধান মেনে চলে তার উপর ভিত্তি করে পরিমাপ না করে ঐ সংস্থাটির কর্মসম্পাদন এবং প্রদানকৃত সেবার ওপর ভিত্তি করে নিরূপণ করা সমীচীন হবে"

-জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন প্রতিবেদন, ২০০০

কর্মসম্পাদন চুক্তির উদ্দেশ্য

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল উদ্দেশ্যসমূহ:

- সরকারি কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি;
- সরকারি দপ্তরসমূহের দক্ষতার উন্নয়ন ও কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন;
- সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন রূপকল্প, নীতি ও কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়ন;
- সরকারি কর্মসম্পাদনকে পদ্ধতি নির্ভর হতে ফলাফল নির্ভর করা;
- সরকারি সম্পদের যথাযথ ব্যবহার;
- দাপ্তরিক কর্মকাণ্ডের নিবিড় পরিবীক্ষণ ও নৈর্ব্যক্তিক মূল্যায়ন ; এবং
- কর্মসম্পাদন (Performance) মূল্যায়নের মাধ্যমে সরকারি দপ্তরসমূহের ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক উন্নয়ন।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (এপিএ) আইনগত ভিত্তি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে ২১ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে জারিকৃত পরিপত্রের ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহে এপিএ প্রণয়ন কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে তা ক্রমান্বয়ে মাঠ পর্যায় পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। পাশাপাশি সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ধারা ২০-এ সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা, জবাবদিহি, কার্যকারিতা ও গতিশীলতা নিশ্চিতকল্পে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ এবং তার আলোকে দপ্তর বা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি বিধৃত হয়েছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) প্রণয়ন

এপিএ-সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমসমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো যথাযথভাবে এপিএ প্রণয়ন। কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে বিবেচনায় রেখে এবং একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামো অনুসরণ করে এপিএ প্রণয়ন করা হয়।

এপিএ প্রণয়নে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

এপিএ প্রণয়নের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্যতালিকা (Allocation of business), দপ্তর/সংস্থা এবং মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহের ক্ষেত্রে তাদের অধিক্ষেত্রভুক্ত কার্যক্রম, সরকারের সার্বিক উন্নয়ন অগ্রাধিকার, বিভিন্ন রূপকল্প, প্রেক্ষিত ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, মধ্য মেয়াদী বাজেট কাঠামো, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এবং সর্বোপরি সরকারি দপ্তরের বাজেট বরাদ্দকে বিবেচনায় নেওয়া হয়। অর্থবছরের ভিত্তিতে এপিএ প্রণয়ন করা হয়।

এপিএ'র কাঠামো

নিম্নোক্ত কাঠামো অনুযায়ী মন্ত্রণালয়/বিভাগ, দপ্তর/সংস্থা এবং মাঠ পর্যায়ের এপিএ প্রণয়ন করা হয়। কাঠামোতে কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র ও প্রস্তাবনা, বিষয়ভিত্তিক তিনটি সেকশন এবং তিনটি সংযোজনী রয়েছে। নিচে এপিএ কাঠামো এবং কাঠামোর আওতাভুক্ত বিভিন্ন বিষয়সমূহ ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হলো:

সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র প্রস্তাবনা	
সেকশন- ১	রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং কার্যাবলি
সেকশন-২	বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব
সেকশন-৩	কৌশলগত উদ্দেশ্য, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রা
সংযোজনী - ১	শব্দসংক্ষেপ
সংযোজনী -২	কর্মসম্পাদন সূচকের পরিমাপ পদ্ধতি
সংযোজনী -৩	কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যান্য কার্যালয়সমূহের উপর নির্ভরশীলতা

কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

সরকারি অফিসের কর্মসম্পাদনের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরার লক্ষ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে 'কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র' অংশটি সংযোজন করা হয়েছে। এতে সংশ্লিষ্ট অফিসের বিগত ৩ (তিন) বছরের প্রধান অর্জনসমূহ, কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রে সমস্যা বা চ্যালেঞ্জ, এসকল চ্যালেঞ্জ/সমস্যা উত্তরণে ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা এবং উক্ত কর্মপরিকল্পনার আলোকে বিবেচ্য অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়।

প্রস্তাবনা

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির শুরুতে একটি প্রস্তাবনা থাকে, যেখানে এই চুক্তির উদ্দেশ্য, পক্ষসমূহ এবং চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফলসমূহ অর্জনের বিষয়ে পক্ষগণের সম্মত হওয়া সম্পর্কে উল্লেখ থাকে।

সেকশন-১: রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives) এবং কার্যাবলি (Functions)

রূপকল্প (Vision)

রূপকল্প একটি সরকারি দপ্তরের ভবিষ্যৎ আদর্শ অবস্থা (idealized state) নির্দেশ করে। রূপকল্প সাধারণত ৫-১০ বছর মেয়াদী হয়। একটি দপ্তরের কাঠামোগত পরিবর্তন বা কাজের ধরনে ব্যাপক পরিবর্তন ব্যতীত রূপকল্প বছর বছর পরিবর্তিত হয় না। এর বক্তব্য সংক্ষিপ্ত এবং জোরালো হয়ে থাকে, যা সরকারি প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যত গন্তব্য নির্দেশ করে।

অভিলক্ষ্য (Mission)

একটি সরকারি দপ্তর তার নির্দিষ্ট রূপকল্পটি কী ভাবে অর্জন করবে অভিলক্ষ্য মূলতঃ তাই নির্দেশ করে। একটি দপ্তর একটি নির্দিষ্ট সময়ে (ক) কী অর্জন করতে চায়; (খ) কীভাবে অর্জন করতে চায় এবং (গ) এর সম্ভাব্য উপকারভোগী কারা- এই বিষয়সমূহ বিবেচনায় রেখে অভিলক্ষ্য নির্ধারণ করতে হয়। অভিলক্ষ্যকে অবশ্যই রূপকল্পের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হয়।

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)

নির্দিষ্ট সময়ে (স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে) একটি সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি দপ্তর তার অধিক্ষেত্রে যে সকল উন্নয়ন লক্ষ্য (development goals) অর্জন করতে চায় সেগুলিই কৌশলগত উদ্দেশ্য হিসাবে পরিচিত। কৌশলগত উদ্দেশ্য দুই প্রকার হয়ে থাকে। যথা: (ক)সরকারি দপ্তরের নিজস্ব কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং (খ)মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য। আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের জন্য একই এবং সবার জন্য বাধ্যতামূলক।

কার্যাবলি (Functions)

সরকারি দপ্তর তার নিজস্ব কৌশলগত উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে অগ্রাধিকারভিত্তিক যে সকল করণীয় নির্ধারণ করে তাই তার কার্যাবলি। কার্যবিধিমালা (Rules of Business)-এর তফসিল-১ (Allocation of Business)-এ বর্ণিত কার্যাবলির ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহকে তাদের করণীয় নির্ধারণ করতে হয়। দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ পর্যায়ের অফিসের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইন/বিধি ও সরকারি আদেশ দ্বারা নির্ধারিত কার্যাবলি উল্লেখ করতে হয়।

সেকশন-২: কার্যক্রমসমূহের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/ Impact)

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ (Performance)	একক (Unit)	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা ২০২০-২১	প্রক্ষেপণ		লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে যৌথভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত	উপাত্তসূত্র (Source of Data)
			২০১৮-১৯	২০১৯-২০		২০২১-২২	২০২২-২৩		

সরকারি দপ্তরসমূহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে যে সকল চূড়ান্ত ফলাফল (end result or outcome) অর্জন করতে চায় সেগুলি সেকশন-২ এ ছক অনুযায়ী উল্লেখ করা হয়।

সেকশন-৩: কৌশলগত উদ্দেশ্য, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রা

সরকারি দপ্তরের একটি নির্দিষ্ট অর্থবছরের সার্বিক কর্মপরিকল্পনা সেকশন-৩ এ উল্লেখ করা হয়। পাশের টেবিলে এই সেকশনের মোট ১৫টি কলাম দেখানো রয়েছে। নিচে কলামসমূহের বর্ণনা দেওয়া হলো:

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা/ নির্ণায়ক ২০২০-২১					প্রক্ষেপণ ২০২১-২২	প্রক্ষেপণ ২০২২-২৩
						২০১৮-১৯	২০১৯-২০	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫

কলাম-১: কৌশলগত উদ্দেশ্য

সেকশন-১ এ বর্ণিত সরকারি দপ্তরের নিজস্ব কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ সেকশন-৩ এর কলাম-১ এ উল্লেখ করতে হয়। কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ গুরুত্ব ও তাৎপর্যের ক্রমানুসারে উল্লেখ করতে হয়। কর্মসম্পাদন সর্বমোট ১০০ নম্বরের (weight) ভিত্তিতে পরিমাপ করা হয়। এই ১০০ নম্বরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসের নিজস্ব কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের জন্য ৭৫ নম্বর এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যের জন্য ২৫ নম্বর বরাদ্দ থাকে।

কলাম-২: কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান

অধিকতর গুরুত্বসম্পন্ন কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান বেশি হয়ে থাকে এবং কম গুরুত্বসম্পন্ন উদ্দেশ্যের মান কম হয়। তবে কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে মানবণ্টনের ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা করা সমীচীন।

কলাম-৩: কার্যক্রম

প্রতিটি কৌশলগত উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট অফিস প্রয়োজনীয় কার্যক্রম নির্ধারণ করে। কখনো কখনো একটি কৌশলগত উদ্দেশ্যের বিপরীতে এক বা একাধিক কার্যক্রমও থাকতে পারে।

কলাম-৪: কর্মসম্পাদন সূচক

কলাম-৩ এ বর্ণিত প্রতিটি কার্যক্রমের জন্য এক বা একাধিক কর্মসম্পাদন সূচক নির্ধারণ করা হয়, যা দ্বারা বছর শেষে উক্ত কার্যক্রমের বিপরীতে প্রকৃত অর্জন পরিমাপ করা যায়।

কলাম ৫: একক

কর্মসম্পাদন সূচকের লক্ষ্যমাত্রা পরিমাপের একক (unit) এই কলামে উল্লেখ করা হয়।

কলাম ৬: কর্মসম্পাদন সূচকের মান

একটি কৌশলগত উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে এক বা একাধিক কার্যক্রম নির্ধারণ করা হয়। আবার প্রতিটি কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিমাপের জন্য নির্দিষ্ট মান সম্পন্ন এক বা একাধিক কর্মসম্পাদন সূচক থাকে। বিভিন্ন কর্মসম্পাদন সূচকের মান এমনভাবে নির্ধারণ করা হয় যাতে সবগুলি কর্মসম্পাদন সূচকের মোট মান সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্যের বিপরীতে বরাদ্দকৃত মানের সমান হয়।

কলাম-৭ ও ৮: প্রকৃত অর্জন

এই কলামদ্বয়ে যথাক্রমে বিবেচ্য বছরের অব্যবহিত পূর্বের দুটি অর্থবছরে একই কর্মসম্পাদন সূচকের প্রকৃত অর্জন উল্লেখ করতে হয়।

কলাম-৯-১৩: বিবেচ্য অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ

লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে কর্মসম্পাদন (performance) উন্নয়নের চালিকাশক্তি। লক্ষ্যমাত্রাসমূহকে ৫ দফা স্কেলে বিন্যস্ত করা হয়:

অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে
১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%

লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সাধারণত অব্যবহিত পূর্বের অর্থবছরে নির্দিষ্ট সূচকের বিপরীতে প্রকৃত অর্জনকে বিবেচ্য অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির 'চলতি মান' কলামে উল্লেখ করা হয়। লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী দুই বছরের প্রকৃত অর্জন ও অর্জনের প্রবৃদ্ধি, বিবেচ্য অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সক্ষমতা এবং বিরাজমান বাস্তবতা ইত্যাদি বিবেচনায় নেয়া হয়।

কলাম-১৪ ও ১৫: প্রক্ষেপণ

বিবেচ্য অর্থবছরের অব্যবহিত পূর্বের দুটি অর্থবছরের প্রকৃত অর্জন এবং বিবেচ্য অর্থবছরের জন্য ধার্যকৃত লক্ষ্যমাত্রার ভিত্তিতে তার অব্যবহিত পরের দুটি অর্থবছরের প্রক্ষেপিত লক্ষ্যমাত্রা এই দুটি কলামে প্রদর্শন করা হয়।

সংযোজনী-১: শব্দসংক্ষেপ

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দসংক্ষেপের পূর্ণরূপ সংযোজনী-১ এ সন্নিবেশিত থাকে। শব্দসংক্ষেপ বর্ণমালার ক্রমানুসারে লেখা হয়।

সংযোজনী-২: কর্মসম্পাদন সূচকের পরিমাপ পদ্ধতি

সংযোজনী-২ ৬টি কলাম দ্বারা সন্নিবেশিত। এর কলাম-১ ও ২ এর কার্যক্রম ও সূচকসমূহ সেকশন-৩ এর অনুরূপ হয়ে থাকে। কলাম-৩ এ কার্যক্রমের বিবরণ উল্লেখ করা হয়। কলাম-৪ এ উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শাখা, অধিশাখা, অনুবিভাগের নাম উল্লেখ করা হয়। কলাম-৫ এ প্রতিটি সূচকের অর্জনের স্বপক্ষে কী প্রমাণক প্রদান করা হবে এবং কলাম-৬ এ উক্ত প্রমাণকের উপাত্ত সূত্র উল্লেখ করা হয়।

ক্রমিক নম্বর	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	কার্যক্রমের বিবরণ	বাস্তবায়নকারী অনুবিভাগ, অধিশাখা, শাখা	প্রদত্ত প্রমাণক	প্রমাণকের উপাত্ত সূত্র
	১	২	৩	৪	৫	৬

সংযোজনী-৩: অন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের নিকট সুনির্দিষ্ট কর্মসম্পাদন চাহিদাসমূহ

প্রতিষ্ঠানের নাম	সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট চাহিদা/ প্রত্যাশা	চাহিদা/প্রত্যাশার যৌক্তিকতা	প্রত্যাশা পূরণ না হলে সম্ভাব্য প্রভাব

কোনো কোনো সময় একটি সরকারি অফিসের কর্মসম্পাদনের সফলতা সরকারের অন্য এক বা একাধিক অফিসের কর্মসম্পাদনের ওপর নির্ভর করে। এসকল ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে নিজ নিজ মন্ত্রণালয়/বিভাগের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে থাকে। অন্য সরকারি অফিসের নিকট প্রত্যাশিত সহায়তার বিষয়টি সংযোজনী-৩ এ উল্লেখ করা হয়। সংযোজনী-৩ এ মোট ০৬টি কলাম রয়েছে।

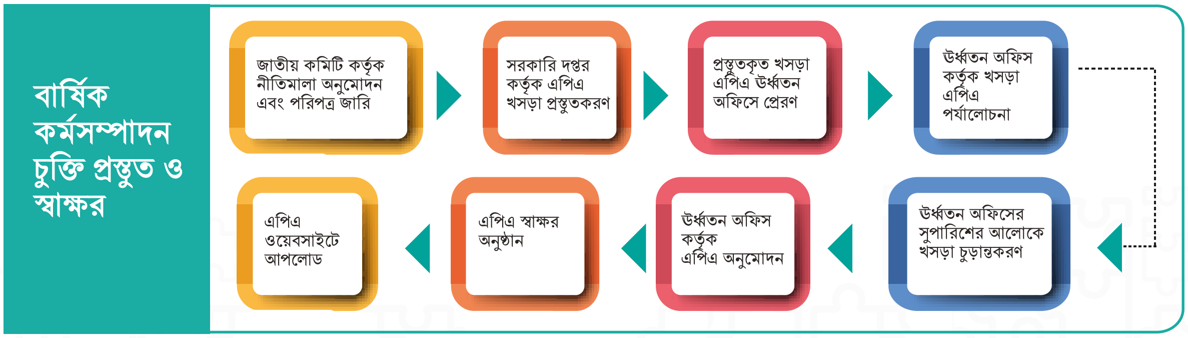

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুমোদন

বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বিভিন্ন পর্যায়ে অনুমোদিত হয়ে থাকে। যেমন: মন্ত্রণালয়/বিভাগের চুক্তিসমূহ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি অনুমোদন করে থাকে। দপ্তর/সংস্থার চুক্তি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ অনুমোদন করে। বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ের চুক্তিও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ অনুমোদন করে। অন্যদিকে মাঠ পর্যায়ের অধস্তন অফিসসমূহের চুক্তি তাদের পরবর্তী উর্ধ্বতন অফিস কর্তৃক অনুমোদিত হয়ে থাকে।

কর্মসম্পাদন চুক্তি সংশোধন

কোনো সরকারি অফিস একটি নির্দিষ্ট অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরের পর চুক্তিতে উল্লেখিত তার নিজস্ব কৌশলগত উদ্দেশ্যের আওতায় কোন কর্মসম্পাদন সূচক এবং তদসংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বা লক্ষ্যমাত্রা সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এপিএ স্বাক্ষরকারী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট যৌক্তিকতাসহ প্রস্তাব প্রেরণ করতে পারে। এক্ষেত্রে উর্ধ্বতন অফিস যৌক্তিক বিবেচনা করলে অত্যন্ত সীমিত পরিসরে এ ধরণের সংশোধন প্রস্তাব অনুমোদন করতে পারে।

কর্মসম্পাদন চুক্তি পরিবীক্ষণ

প্রতিটি সরকারি অফিসের এপিএ টিম কর্মসম্পাদন চুক্তি পরিবীক্ষণ কর্মকান্ড সমন্বয় করে থাকে। এ লক্ষ্যে এপিএ টিম প্রতি মাসে কমপক্ষে একবার সভায় মিলিত হয়ে বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করে। এপিএ টিমের সদস্য ও অন্যান্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ এপিএ-তে উল্লেখিত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণের জন্য প্রয়োজনে তা সরেজমিনে পরিদর্শন করে। এ ছাড়া সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরের মাসিক সমন্বয় সভায় ধারাবাহিকভাবে এপিএ'র বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়।

কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত অর্জন ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট অফিসের এপিএ টিম ও বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক পরিবীক্ষণ করা হয়। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন নিশ্চিত করতে উক্ত কমিটিসমূহ প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করে থাকে। প্রতি ত্রৈমাসিকের অগ্রগতি প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট অফিসের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। এছাড়া, প্রতিটি অফিস অর্থবছরের ছয় মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ছয় মাসে অর্জিত অগ্রগতি/ফলাফলের একটি অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রমাণকসহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করে। প্রেরিত প্রতিবেদনের ওপর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ফলাবর্তক (feedback) প্রদান করে থাকে।

কর্মসম্পাদন চুক্তি মূল্যায়ন

এপিএ'র মূল্যায়ন ষান্মাসিক ও বার্ষিক এই দুই পর্যায়ে হয়ে থাকে। প্রতিটি মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর তার অর্জন পর্যালোচনাপূর্বক একটি স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করে এপিএ স্বাক্ষরকারী উর্ধ্বতন অফিসে প্রেরণ করে। এক্ষেত্রে মূল্যায়নাধীন অফিসকে তার দাবীকৃত অর্জনের সপক্ষে যথাযথ প্রমাণক দাখিল করতে হয়। অধস্তন অফিসের স্ব-মূল্যায়িত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর উর্ধ্বতন অফিস তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করে সামগ্রিক স্কোর নির্ধারণ করে। প্রয়োজনে উর্ধ্বতন অফিস কোনো অর্জনের সঠিকতা নিশ্চিত হওয়ার জন্য সরেজমিনে সম্পাদিত কার্যক্রম পরিদর্শন করে থাকে।

উল্লেখ্য মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি কর্তৃক যাচাই ও পর্যালোচনান্তে চূড়ান্ত করা হয়। এভাবে চূড়ান্তকৃত মূল্যায়ন প্রতিবেদন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় অবগতি ও অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন সাপেক্ষে সেরা ১০টি মন্ত্রণালয় বিভাগকে আনুষ্ঠানিকভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সম্মাননা প্রদান করা হয়। একইভাবে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ তার আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা এবং মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহের কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন করে সেরা দপ্তরসমূহকে সম্মাননা/পুরস্কার প্রদান করে থাকে।

এপিএ বাস্তবায়নে এপিএএমএস সফটওয়্যার

কার্যকর পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার। এ বিষয়টি সামনে রেখে এপিএ কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্ত ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে ডিজিটাল মাধ্যমে এপিএ প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য এপিএএমএস সফটওয়্যার প্রবর্তন করা হয়। এই সিস্টেমটির url হলো www.apams.cabinet.gov.bd.

সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের এপিএ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যাবলি এই সফটওয়্যারে সংরক্ষণ করা হয়েছে। এ যাবৎ মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক জারিকৃত এপিএ সম্পর্কিত পরিপত্র, আদেশ ও প্রজ্ঞাপনসমূহ সফটওয়্যারের হেল্পডেস্ক অংশে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এছাড়া ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পর্যালোচনার জন্য এপিএ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সম্বলিত একটি ড্যাশবোর্ড রয়েছে। সার্বিকভাবে এই সফটওয়্যারটি এপিএ সংক্রান্ত সকল তথ্যের আধার হিসাবে কাজ করছে এবং এপিএ প্রণয়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রমকে দক্ষ,কার্যকর ও গতিশীল করেছে।

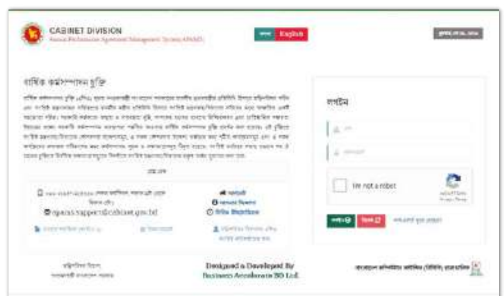

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

মন্ত্রণালয় থেকে শুরু করে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত সারাদেশে সকল সরকারি দপ্তরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সুসমন্বিতভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে পাঁচটি কমিটি রয়েছে।

কমিটি	মূল কার্যক্রম
মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বে ‘সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি।’	সকল সরকারি দপ্তরে এপিএ’র সুসমন্বিত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও দিক নির্দেশনা প্রদান।
সচিব সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নেতৃত্বে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কারিগরি কমিটি।	এপিএ সংক্রান্ত সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণে জাতীয় কমিটিকে সহায়তা প্রদান।
বিভাগীয় কমিশনারের নেতৃত্বে এপিএ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিভাগীয় কমিটি।	এপিএ বাস্তবায়নে বিভাগীয় পর্যায়ের বিভিন্ন অফিসের কর্মকাণ্ডে প্রয়োজনে সমন্বয় সাধন।
জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে এপিএ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত জেলা কমিটি।	জেলা পর্যায়ে দপ্তরেসমূহের এপিএ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন।
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে এপিএ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত উপজেলা কমিটি।	উপজেলা পর্যায়ে দপ্তরেসমূহের এপিএ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন।

সরকারি দপ্তরের এপিএ টিম

প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং দপ্তর/সংস্থায় এবং মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহে ৫-৭ সদস্যের এপিএ টিম রয়েছে। এই টিম প্রতি মাসে অন্তত একবার সভায় মিলিত হয় এবং এপিএ প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত সার্বিক কার্যক্রম সমন্বয় করে থাকে।

মন্ত্রণালয়/বিভাগে বিশেষজ্ঞ পুল

মন্ত্রণালয়/বিভাগ, আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ পর্যায়ের অফিসের এপিএ যথাযথভাবে প্রণয়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগে অবসরপ্রাপ্ত সচিব/অতিরিক্ত সচিব/সংস্থা প্রধানদের সমন্বয়ে সর্বোচ্চ তিন সদস্যের এপিএ বিশেষজ্ঞ পুল রয়েছে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের টিম

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে ও সমন্বয়ে মন্ত্রণালয় থেকে শুরু করে মাঠ পর্যায় পর্যন্ত সরকারি দপ্তরসমূহে এপিএ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এপিএ সংশ্লিষ্ট সার্বিক কার্যক্রম মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সমন্বয় ও সংস্কার ইউনিটের আওতাভুক্ত সংস্কার অনুবিভাগ হতে পরিচালিত হয়ে থাকে।

দেশের সকল সরকারি দপ্তরে এপিএ বাস্তবায়ন কার্যক্রমের সার্বিক সমন্বয় এবং এ সংক্রান্ত নীতি ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত একটি জাতীয় কমিটি রয়েছে। জাতীয় কমিটিকে সার্বিক কার্যক্রমে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নেতৃত্বে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কারিগরি কমিটি রয়েছে। পাশাপাশি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সংস্কার অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে দুটি অধিশাখা এবং চারটি শাখার সমন্বয়ে একটি টিম রয়েছে। এই টিম 'এপিএএমএস' সফটওয়্যার-এর ব্যবস্থাপনা এবং দেশের সকল সরকারি দপ্তরের এপিএ প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে প্রশিক্ষণসহ সার্বিক সহায়তা প্রদান করে থাকে।

এই টিম এপিএ'র বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রমে কারিগরি কমিটি ও জাতীয় কমিটিকে সহায়তা দিয়ে থাকে। এছাড়াও এই টিম এপিএ সংক্রান্ত সকল নির্দেশনা প্রণয়নে সহায়তা প্রদান করে। উল্লেখ্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান ও কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রে সেরা মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহকে সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত হয়ে থাকে।

এপিএ'র মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন রূপকল্প, পরিকল্পনা ও নীতি বাস্তবায়ন

সরকারি দপ্তরসমূহ তাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের ভিত্তিতে এপিএ প্রণয়ন করে থাকে। এই দায়িত্বসংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের পাশাপাশি সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন রূপকল্প, জনগণকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী বিভিন্ন পরিকল্পনা ও নীতি থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন কার্যক্রম এপিএতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় । এ সকল গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম এপিএ-তে অন্তর্ভুক্ত থাকার ফলে যথাযথ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে এ সকল কার্যক্রমের বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করা সম্ভব হয় ।

এপিএ'র মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-২০৩০ বাস্তবায়ন

জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ (এসডিজি) অর্জনে বাংলাদেশ সরকার বদ্ধপরিকর। এসডিজির বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে প্রত্যেকটি সরকারি দপ্তরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এসডিজি লক্ষ্যমাত্রাসমূহ এপিএ-তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ফলে কার্যকরভাবে লক্ষ্যমাত্রাসমূহের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ সম্ভব হচ্ছে এবং যথাসময়ে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহের অর্জনে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

সুশাসন সংহতকরণে এপিএ'র ভূমিকা

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি শুধু একটি সরকারি দপ্তরের কর্মকৃতির উন্নয়ন সাধনেই কাজ করছে না বরং সুশাসন নিশ্চিতের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। প্রত্যেকটি সরকারি দপ্তর অর্থবছরের শুরুতেই স্বাক্ষরিত চুক্তিটি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করছে। ফলে উক্ত দপ্তর আগামী এক বছর কী কী কাজ করবে তা সকলের পক্ষে জানা সম্ভব হচ্ছে, যা সরকারি দপ্তরের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করে। এপিএ'র মাধ্যমে সরকারি দপ্তর মূলতঃ তার এক বছরের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে থাকে, যা বছর শেষে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মূল্যায়ন করা হয়। ফলে এটি সরকারি দপ্তরের কাজের জবাবদিহি নিশ্চিতের জন্য একটি অন্যতম হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে।

অন্য দিকে এপিএ'র মোট ১০০ নম্বরের মধ্যে ২৫ নম্বর সুশাসন সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত থাকে। এ সকল কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো; সরকারি প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধাচার চর্চা, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা কার্যকরকরণ, তথ্য বাতায়নে বিস্তারিত তথ্য প্রদানের মাধ্যমে তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণ, সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণ দ্রুততর করার লক্ষ্যে ই-নথি ব্যবহার, সেবা গ্রহীতাগণের ভোগান্তি লাঘবের লক্ষ্যে ডিজিটাল সেবা তৈরি ও সেবা সহজিকরণ ইত্যাদি। পাশাপাশি জনস্বার্থে সরকারি সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন, ক্রয় পরিকল্পনা এবং অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির মত কার্যক্রমসমূহে যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

এপিএ বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জসমূহ

এপিএ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বেশকিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: যথাযথভাবে এপিএ প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সরকারি দপ্তরসমূহের সক্ষমতার অভাব, সরকারি দপ্তরসমূহ কর্তৃক সহজ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের প্রবণতা, এপিএ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে দুর্বলতা, এপিএ'র আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রমের গুণগত মান নিশ্চিত করা, সরকারি কর্মচারীগণের ব্যক্তিগত কর্মসম্পাদনের সঙ্গে এপিএ'র সংযোগ স্থাপন এবং যথাযথ প্রণোদনার অভাব।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিকে অধিকতর কার্যকর ও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বেশ কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। উল্লেখযোগ্য পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে-কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতি/কৌশল প্রণয়ন, এপিএ-এর বিদ্যমান কাঠামো পর্যালোচনা করে এর উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ; সরকারি দপ্তরের এপিএ সংশ্লিষ্ট জনবলের সক্ষমতা বৃদ্ধি; কার্যকর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (এপিএএমএস) সংক্রান্ত সফটওয়্যারটিকে যুগোপযোগী করা, এপিএ-র সঙ্গে কর্মচারীগণের ব্যক্তিগত কর্মসম্পাদনের সংযোগ স্থাপন; এপিএ'র আওতায় সম্পাদিত কাজের গুণগত মান নির্ধারণের লক্ষ্যে কৌশল নির্ধারণ; বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে এপিএ বাস্তবায়নের ফলাফল/প্রভাব বিশ্লেষণ এবং এপিএ বাস্তবায়নের জন্য প্রণোদনা প্রদানের লক্ষ্যে একটি নীতিমালা প্রণয়ন।

শেষ কথা

উন্নয়নের মহাসড়কে অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল হিসাবে স্বীকৃত। উন্নয়নের এই অগ্রযাত্রাকে আরও বেগবান করার জন্য প্রয়োজন যথাযথভাবে এপিএ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা তথা উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে আগামী দিনে এপিএ কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যায়ে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

(অর্জন: অর্থবছর ২০১৪-১৫ হতে ২০১৯-২০)

(মন্ত্রণালয়/ বিভাগের ক্রম: ২০১৮-১৯ অর্থবছরের এপিএ'র ফলাফল অনুসারে)

সেরা ১০

এপিএ মূল্যায়নে অর্থবছরভিত্তিক সেরা দশটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ

২০১৮-১৯

১ বিদ্যুৎ বিভাগ
২ কৃষি মন্ত্রণালয়
৩ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
৪ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
৫ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
৬ তথ্য মন্ত্রণালয়
৭ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
৮ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
৯ অর্থ বিভাগ
১০ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

২০১৭-১৮

১ বিদ্যুৎ বিভাগ
২ বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
৩ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
৪ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
৫ তথ্য মন্ত্রণালয়
৬ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৭ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
৮ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৯ সুরক্ষা সেবা বিভাগ
১০ কৃষি মন্ত্রণালয়

২০১৬-১৭

১ বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
২ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৩ কৃষি মন্ত্রণালয়
৪ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
৫ অর্থ বিভাগ
৬ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
৭ সুরক্ষা সেবা বিভাগ
৮ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
৯ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
১০ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

২০১৫-১৬

১ স্থানীয় সরকার বিভাগ
২ বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
৩ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
৪ পরিকল্পনা বিভাগ
৫ ডাক ও টেলি যোগাযোগ বিভাগ
৬ রেলপথ মন্ত্রণালয়
৭ তথ্য মন্ত্রণালয়
৮ অর্থ বিভাগ
৯ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
১০ সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ

২০১৪-১৫

১ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
২ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
৩ স্থানীয় সরকার বিভাগ
৪ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
৫ বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
৬ সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ
৭ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
৮ বিদ্যুৎ বিভাগ
৯ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
১০ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

এপিএ'র আওতায় গুরুত্বপূর্ণ অর্জন

৯০০০+
অফিসে ই-নথি চালু

২৯২টি
ই-সেবা

৪৩০টি
ক্ষুদ্র উন্নয়ন উদ্যোগ

৪৬০টি
ইনোভেশন

১৫০টি
সেবা সহজিকরণ

৪৯,৮৮৮টি
প্রশিক্ষণ

৩,৫৪,৮৮১ জন
প্রশিক্ষিত কর্মচারী

বিদ্যুৎ বিভাগ

বিদ্যুৎ,জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

রূপকল্প

যৌক্তিক ও সহনীয় মূল্যে সকল জনগণের জন্য নির্ভরযোগ্য ও মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহ।

অভিলক্ষ্য

বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ খাতের সমন্বিত উন্নয়নের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে সকলের জন্য নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ নিশ্চিত করা।

কৌশলগত উদ্দেশ্য

- বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতের উন্নয়ন;
- বিদ্যুৎ সঞ্চালন খাতের উন্নয়ন;
- বিদ্যুৎ বিতরণ খাতের উন্নয়ন;
- টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতের উন্নয়ন; এবং
- বিদ্যুৎ খাতের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি।

বিগত তিন বছরে এপিএ-তে অর্জিত নম্বর

অর্থবছর	অর্জিত নম্বর
২০১৮-২০১৯	৯৬.৪৬ (১ম স্থান)
২০১৭-২০১৮	৯৮.১৫ (১ম স্থান)
২০১৬-২০১৭	৯২.০০

এপিএ বাস্তবায়নের ফলে প্রধান অর্জন

- বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা গত ৬ বছরে ১১,২৬৫ মেগাওয়াট হতে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ২২,৭৮৭ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে;
- বিদ্যুৎ সুবিধা প্রাপ্ত জনগোষ্ঠী ৬৮% হতে ২৯% বৃদ্ধির মাধ্যমে ৯৭% এ উন্নীত হয়েছে;
- বিতরণ সিস্টেম লস ১১.৯৬% হতে ৪.৬% হ্রাসের মাধ্যমে ৭.৩৬% এ নামিয়ে আনা হয়েছে;
- মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ৩৪৮ কিলোওয়াট-ঘণ্টা হতে ১৬৪ কিলোওয়াট-ঘন্টা বৃদ্ধি পেয়ে ৫১২ কিলোওয়াট- ঘণ্টাতে উন্নীত হয়েছে;
- ভারত থেকে ১,১৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;
- ৬৬০ মেগাওয়াট এর একটি বৃহৎ কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে;
- ৫,৫০,০০০ কিলোমিটার বিতরণ লাইন ও ২,৭৩৮ সার্কিট কিলোমিটার সঞ্চালন লাইন নির্মাণ করা হয়েছে;
- ১৭,৫০০ এমভি এর বিতরণ সাব-স্টেশন ও ২২,০০০ এমভিএ এর গ্রিড সাব স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে;
- দেশে প্রথম ৪০০ কেভিতে বিবিয়ানা হতে কালিয়াকৈর পর্যন্ত ১৭০ কিলোমিটার, আশুগঞ্জ হতে ভূলতা পর্যন্ত ৭০ কিলোমিটার এবং পায়রা হতে গোপালগঞ্জ পর্যন্ত ১৬৪ কিলোমিটার সঞ্চালন লাইন নির্মাণ করা হয়েছে;
- ১৮,৫৯৬ টি বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র চালুর অনুমোদন দেয়া হয়েছে;
- ছয়টি বিতরণ কোম্পানির ২৮লক্ষ সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে;
- বিদ্যুৎ গ্রাহকদের মধ্যে ৩২লক্ষ স্মার্ট প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে;
- ৩৪.৬১ মেগাওয়াট ক্ষমতার ১,১৮৮টি সোলার ইরিগেশন পাম্প স্থাপন করা হয়েছে;
- ৩৮.৪ মেগাওয়াট ক্ষমতার সোলার পার্ক স্থাপন করা হয়েছে;
- ১ মেগাওয়াট ক্ষমতার বায়ুভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে;
- অনলাইনে আবেদনের মাধ্যমে নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ ও অর্থ পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে; এবং
- ভূগর্ভস্থ/সাবমেরিন কেবলের মাধ্যমে বিদ্যুৎ লাইন স্থাপনপূর্বক দেশের মূল ভূখন্ড থেকে বিচ্ছিন্ন সন্দ্বীপ দ্বীপকে গ্রিড বিদ্যুতের আওতায় আনা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য ই-সার্ভিস, সেবা সহজিকরণ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন

ক) ই-সেবার বিবরণ:

- অন-লাইন প্রকল্প পরিবীক্ষণ ব্যবস্থাপনা;
- ইউনিফাইড পিএমআইএস সফটওয়্যার চালুকরণ; এবং
- অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার।

খ) ইনোভেশনের বিবরণ:

- বিদ্যুৎ বিভাগের সমন্বয় সভার তথ্য সংগ্রহ ও প্রক্রিয়া সহজিকরণ;
- কেন্দ্রীয় কমপ্লেইন ও ফিডব্যাক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম;
- "কুশলী" ই-লারনিং সিস্টেম; এবং
- অনলাইন বৈদেশিক ভ্রমণ ইনফরমেশন সিস্টেম।

গ) এস আই পি'র বিবরণ:

- অনলাইন স্টোর ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম; এবং
- কেইস ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার প্রস্তুত ও ব্যবহার।

ঘ) এস পি এস'র বিবরণ:

- বিদ্যুৎ বিভাগের ২য় শ্রেনীর কর্মকর্তাগণের বহিঃবাংলাদেশ ছুটির অনুমোদন ক্ষমতা অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)-কে প্রদান করা হয়েছে; এবং
- বৈদেশিক ভ্রমণ/প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের মনোনয়ন সহজিকরণ করা হয়েছে।

চ্যালেঞ্জ

- অনেক ক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে উন্নয়ন সহযোগীদের সম্মতি পেতে বিলম্ব হওয়ায় সময়মত চুক্তি স্বাক্ষর, অর্থছাড়ে অনাকাঙ্ক্ষিত বিলম্ব ঘটে। ফলে নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না বিধায় অনেক সময় অপ্রত্যাশিত ফলাফল (Unexpected Result) চলে আসে। এ ছাড়া দক্ষ জনবল, দেশীয় ঠিকাদারদের সক্ষমতার অভাব, বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের তারতম্য Cost of Capital-এর বৃদ্ধি বিদ্যুৎ বিভাগের APA বাস্তবায়নের অন্যতম চ্যালেঞ্জ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- প্রত্যেক বিভাগ, দফতর, সংস্থা, কোম্পানি, মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহে APA বাস্তবায়ন মনিটর করার জন্য নতুন শাখা খোলা এবং পূর্ণকালীন (Full time) কর্মকর্তা নিয়োগ;
- ২০২১ সালের মধ্যে শতভাগ জনগণকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনা; এবং
- ২০৪১ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ৬০,০০০ মেগাওয়াটে উন্নীতকরণ।

কৃষি মন্ত্রণালয়

রূপকল্প

টেকসই, নিরাপদ ও লাভজনক কৃষি।

অভিলক্ষ্য

ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, শস্য বহুমূখীকরণ, পুষ্টিসমৃদ্ধ নিরাপদ ফসল উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থা আধুনিকায়নের মাধ্যমে কৃষিকে লাভজনক করা এবং জনসাধারণের পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

কৌশলগত উদ্দেশ্য

- ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি;
- কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা ও সরবরাহ বৃদ্ধি;
- কৃষি ভূ-সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও সংরক্ষণ;
- কৃষি পণ্যের সরবরাহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিপণন ও রপ্তানীতে সহায়তা; এবং
- কর্ম ব্যবস্থাপনায় পেশাদারীত্বের উন্নয়ন।

বিগত তিন বছরে এপিএ-তে অর্জিত নম্বর

অর্থবছর	অর্জিত নম্বর
২০১৮-২০১৯	৯৫.০২
২০১৭-২০১৮	৯২.৫৫
২০১৬-২০১৭	৯৭.৭৭

এপিএ বাস্তবায়নের ফলে প্রধান অর্জন

- ১৪৩টি ফসলের জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে;
- ২৭২টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে;
- ৩৭.৭০ লক্ষ কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- ১৩.২৩ লক্ষ প্লটে প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে;
- ২১১১টি সভা/সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়েছে;
- ৫.৪৭ লক্ষ মে. টন বীজ উৎপাদন করা হয়েছে;
- ১৭৫৮.০৭ লক্ষ মে. টন চাল উৎপাদন করা হয়েছে;
- ৬৪.০৬ লক্ষ মে. টন গম উৎপাদন করা হয়েছে;
- ১৬৩.৫৬ লক্ষ মে. টন ভূট্টা উৎপাদন করা হয়েছে;
- ৪৮৬.৮৪ লক্ষ মে. টন আলু উৎপাদন করা হয়েছে;
- ৭৭৯.৫৬ লক্ষ মে. টন সবজি উৎপাদন করা হয়েছে;
- ৫৭৮.৩৪ লক্ষ মে. টন ফল উৎপাদন করা হয়েছে;
- ৪০২.৪৬ লক্ষ বেল পাট উৎপাদন করা হয়েছে;
- উন্নয়ন সহায়তায় ৩০৮১৯টি সেচ যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে;
- ২.৪৯ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ এলাকা সম্প্রসারণ করা হয়েছে;
- ৩৭.৫০ লক্ষ টি কম্পোস্ট স্থাপন করা হয়েছে;
- ৭৯৫৪৮টি মাঠ দিবস আয়োজন করা হয়েছে; এবং
- ওয়েবসাইটে ৮৪১১৬টি বাজার মূল্য প্রকাশ করা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য ই-সার্ভিস, সেবা সহজিকরণ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন

ক) ই-সেবার সংখ্যা ও বিবরণ: ডিজিটাল সার্ভিসের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন ই-সেবা/ডিজিটাল সেবা সমূহ:

- কৃষি সম্পর্কিত বিভিন্ন লাইসেন্স প্রদান নবায়ন, ক্লিয়ারেন্স, সার্টিফিকেট অনলাইনে প্রদান;
- কৃষি সম্পর্কিত বিভিন্ন গবেষণার তথ্য আদান প্রদান সংরক্ষণ এনালাইসিস;
- অনলাইনে প্রণোদনা ম্যানেজমেন্ট;
- অনলাইনে বিপণন ও ব্যবসায়িক ব্যবস্থাপনা;
- Market Infrastructure & Warehouse Management System;
- National Virtual Crop pest Museum; এবং
- Irrigation Scheme Management System.

খ) ইনোভেশনের বিবরণ:

- শুদ্ধাচার বিষয়ক পুরস্কার প্রাপ্তগণের নামের তালিকা শুদ্ধাচার পুরস্কার বোর্ডে লিপিবদ্ধ করে মন্ত্রণালয়ের করিডোরে স্থাপন করা হয়েছে যার মাধ্যমে সবাই অনুপ্রাণিত হবেন; এবং
- অনলাইন পদ্ধতিতে পরিবহন রিকুইজিশন জমা ও সংগ্রহের কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন আছে।

শুদ্ধাচার পুরস্কার বোর্ড

গ) এস আই পি'র বিবরণ:

- ডিজিটাল ইন্টারএকটিভ হোয়াইট বোর্ড; এবং
- ডিসপ্লে মেশিন: ডিজিটাল ডিসপ্লে মেশিনের মাধ্যমে বিভিন্ন খবর, সভার তথ্য, কৃষি তথ্য সহজেই প্রচার করা যাচ্ছে।

হোয়াইট বোর্ড

ডিজিটাল ডিসপ্লে মেশিন

ঘ) এস পি এস'র বিবরণ:

- নন ইউরিয়া সারের বরাদ্দ প্রক্রিয়া সহজীকরণ; এবং
- বিভিন্ন প্রকার অগ্রিম মঞ্জুর সহজীকরণ।

চ্যালেঞ্জ

- মাঠ পর্যায়ে এপিএ বিষয়ে প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা বিস্তারের অভাব; এবং
- মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার কাজের ধরন পৃথক হওয়ায় একই ধরনের কার্যক্রম সকল দপ্তর/সংস্থা/আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহে বাস্তবায়ন করা কঠিন।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- এপিএ সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রণালয় এবং অধীন প্রত্যেক দপ্তর/সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে একটি এপিএ সেল গঠন এবং মাঠ পর্যায়ে আলাদাভাবে একটি শাখাকে দায়িত্ব প্রদান, মানব সম্পদ উন্নয়ন করা প্রয়োজন। এপিএ টিমে কর্মরত সদস্যদের সম্মানী প্রদান এবং দেশ-বিদেশে প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
বিদ্যুৎ,জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

রূপকল্প

সকলের জন্য সাশ্রয়ীমূল্যে প্রাথমিক জ্বালানি।

অভিলক্ষ্য

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ এর বিভিন্ন উৎস অনুসন্ধান, উত্তোলন, আহরণ, আমদানি, বিতরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা অর্জন।

কৌশলগত উদ্দেশ্য

- জ্বালানির উৎপাদন ও আহরণ বৃদ্ধিকরণ;
- জ্বালানি তেলের পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;
- জ্বালানি ও খনিজ সম্পদের সার্ভে, অনুসন্ধান, আহরণ ও বিপণন কাজ জোরদারকরণ;
- জ্বালানির সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ; এবং
- জ্বালানি খাতে দক্ষ ও আধুনিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা।

বিগত তিন বছরে এপিএ-তে অর্জিত নম্বর

অর্থবছর	অর্জিত নম্বর
২০১৮-২০১৯	৯৪.৭৬
২০১৭-২০১৮	৯৭.২৮
২০১৬-২০১৭	৯৬.১৬

এপিএ বাস্তবায়নের ফলে প্রধান অর্জন

- নতুন গ্যাস ক্ষেত্র অনুসন্ধানের লক্ষ্যে ২-ডি সাইসমিক জরিপ সম্পাদন হয়েছে ১৯৪০৭ লাইন কিলোমিটার এবং ৩-ডি সাইসমিক জরিপ সম্পাদন হয়েছে ৩৭০৩ বর্গ কি.মি; নতুন গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কারের লক্ষ্যে অনুসন্ধান কূপ খনন হয়েছে ১২টি; এ সময়ে আবিষ্কৃত গ্যাস ক্ষেত্রের সংখ্যা ০২টি (ভোলা নর্থ-১ ও রূপগঞ্জ);
- এ সময়ে দেশে উত্তোলিত গ্যাসের পরিমাণ ৫৩৮৬.৩৮৫ বিলিয়ন কিউবিক ফিট; দেশীয় গ্যাস উত্তোলন বৃদ্ধির জন্য উন্নয়ন ও ওয়ার্কওভার কূপ খনন করা হয়েছে ৪১টি;
- গ্যাস ক্ষেত্র থেকে তরল উপজাত হিসেবে তরল জ্বালানি (কনডেনসেট) উৎপাদিত হয়েছে ৪২৩৪.০৬ মিলিয়ন লিটার; তরল জ্বালানির ক্ষেত্রে দেশের নিজস্ব সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ৪০০০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন ১টি কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে;
- গ্যাস সঞ্চালনের জন্য পাইপলাইন সম্প্রসারণ করা হয়েছে ৬৫১.৫৬ কি.মি;
- বিদ্যুৎ কেন্দ্রে সরবরাহের জন্য ৫.৩৭ মিলিয়ন মেট্রিক টন কয়লা উৎপাদন করা হয়েছে;
- আবাসিক খাতে গ্যাসের অপচয় রোধ ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ২,৬০,৩৩৯টি প্রি-পেইড/ইভিসি মিটার স্থাপন করা হয়েছে;
- প্রতিটি দৈনিক ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতার ২টি FSRU (Floating Storage Regasification Unit) স্থাপন করা হয়েছে;
- ০৬টি প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে ১,৮১,০০০ মেট্রিক টন;
- নতুন খনিজ সম্পদ আবিষ্কারের লক্ষ্যে ২১৬০ বর্গ কি.মি. এলাকার ভূতাত্ত্বিক ও ভূপ্রাকৃতিক মানচিত্রায়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে;
- জ্বালানি সেক্টরের জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট (বিপিআই) কর্তৃক ৪,০৯৬ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে বিস্ফোরক, পেট্রোলিয়াম, গ্যাস সিলিন্ডার, গ্যাসাধার আমদানি, পরিবহন ও মজুদ সংক্রান্ত ১০,৪৬৮টি লাইসেন্স মঞ্জুর করা হয়েছে; এবং
- জ্বালানি খাতে দক্ষ ব্যবস্থাপনা বৃদ্ধির জন্য বেসরকারি খাতে এলএনজি আমদানি নীতিমালা, ২০১৯ সহ বেশ কয়েকটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য ই-সার্ভিস, সেবা সহজিকরণ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন

- রিহ্যাবিলিটেশন এন্ড এক্সপানশন অব এক্সিস্টিং সুপারভাইজারি কন্ট্রোল এন্ড ডাটা একুইজিশন (SKADA) সিস্টেম অব ন্যাশনাল গ্রিড আন্ডার জিটিসিএল এর বিদ্যমান গ্যাস ট্রান্সমিসন সিস্টেম কেন্দ্রীয়ভাবে মনিটরিং ও লোড ব্যালান্সিং করা হচ্ছে;
- ডোমেইন নিবন্ধন: জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের জন্য ইএমআরডি বাংলা এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ বাংলা নামে দুইটি ডোমেইন নিবন্ধন করা হয়েছে;
- চাকরির আবেদন অনলাইনে গ্রহণ: এ বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় অনলাইনে চাকরির আবেদন গ্রহণ করা হচ্ছে;
- অনলাইনে গ্যাস বিল পরিশোধ: জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীন সংশ্লিষ্ট গ্যাস বিতরণ/বিক্রয় কোম্পানি সমূহের বিল অনলাইনে গ্রহণের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে; এবং

- সিএনজি অটোবিলিং সিস্টেম চালু: এ বিভাগের অধীন গ্যাস বিতরণ/বিক্রয় কোম্পানিসমূহে সিএনজি অটোবিলিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে।

চ্যালেঞ্জ

- মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টি করা;
- আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়ের মাধ্যমে কোন টার্গেট বাস্তবায়ন করা;
- মন্ত্রণালয়/বিভাগে শুধু বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য পৃথক শাখা না থাকা; এবং
- এপিএ কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের যথাসময়ে অনুমোদন প্রাপ্তি।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দেশে বিদেশে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ক্ষেত্র সৃষ্টি করা;

Moheshkhali CTMS Cox's Bazar of GTCL

Ship to Ship LNG transfer activities under RPGCL

- এপিএ টার্গেট অর্জনের জন্য আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সেল গঠন করা, যাতে করে উক্ত সেল এপিএ টার্গেট বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন করতে পারে; এবং
- এপিএ কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমূহ অগ্রাধিকারভিত্তিতে অনুমোদন প্রদান।

পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়

রূপকল্প

জীবনমান উন্নয়নে পানিসম্পদের টেকসই নিরাপত্তা।

অভিলক্ষ্য

ক্রমাগত জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পানিসম্পদের সুষম ও সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জনগণের পানির চাহিদা পূরণ এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ।

কৌশলগত উদ্দেশ্য

- বন্যানিয়ন্ত্রণ ও নদীভাঙ্গন প্রতিরোধ জোরদারকরণ;
- সেচ ব্যবস্থার সুষম, সমন্বিত ও টেকসই উন্নয়ন;
- নদীর বেসিন ব্যবস্থাপনার টেকসই উন্নয়ন; এবং
- হাওর, জলাভূমি ও উপকূলীয় অঞ্চলের উন্নয়ন।

বিগত তিন বছরে এপিএ-তে অর্জিত নম্বর

অর্থবছর	অর্জিত নম্বর
২০১৮-২০১৯	৯৪.৬৮
২০১৭-২০১৮	৯১.২৬
২০১৬-২০১৭	৯৩.৪৫

এপিএ বাস্তবায়নের ফলে প্রধান অর্জন

- বিগত ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ৮৯টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পন্ন করেছে; এপিএ স্বাক্ষর ও বাস্তবায়নের ফলে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত হওয়ায় এবং একই সাথে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টির ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে গতির সঞ্চার হয়েছে;
- বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ৩৮৪.৩৮২ কিঃমিঃ নদীতীর সংরক্ষণ করা হয়েছে। বিভিন্ন নদীর প্রায় ১০৫২.০৯ কিঃমিঃ নদী খনন করা হয়েছে;
- ৯৬২.৫৫ কিঃমিঃ সেচ খাল এবং ২৭৪৭.৬০৫ কিঃমিঃ নিষ্কাশন খাল খনন/পুনঃখনন সম্পন্ন হয়েছে;
- ৩৮৪.৩৮২ কিঃমিঃ বাঁধ (বন্যা নিয়ন্ত্রণ, উপকূলীয় ও ডুবন্ত) নির্মাণ করা হয়েছে।
- ৫০১.০৯৫ কিঃমিঃ বাঁধ পুনঃনির্মাণ/মেরামত করা হয়েছে;
- ৭৮২টি পানি কাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে;
- ১৭.২১ বর্গ কিঃমিঃ ভূমি পুনরূদ্ধার করা হয়েছে;
- অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রমের ফলে ০.৫২ লক্ষ হেক্টর এলাকায় সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ ঘটেছে;
- ২.৯৬ লক্ষ হেক্টর এলাকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন সুবিধার সম্প্রসারণ ঘটেছে;
- নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ৯ টি জেলা শহরকে নদী তীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা সম্ভব হয়েছে;
- নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট, ফরিদপুরে ২০১৪-১৫ অর্থ বছর হতে ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত ৫(পাঁচ) টি গবেষণা কর্মসূচি সম্পন্ন হয়েছে এবং ৪(চার) টি গবেষণা কর্মসূচি চলমান রয়েছে;
- দেশের হাওর ও জলাভূমির বিভিন্ন তথ্য সম্বলিত একটি তথ্য ভান্ডার প্রস্তুত করা হয়েছে;
- একটি সমীক্ষা প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের সকল জলাভূমির শ্রেনি বিন্যাস করা হয়েছে;
- হাওর অঞ্চলে বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণের ফলে স্থানীয় পরিবেশের ওপর এদের প্রভাব নির্ণয় বিষয়ক একটি সমীক্ষা প্রকল্প সম্পন্ন করা হয়েছে;
- হাওর অঞ্চলের ভূ-উপরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানির আধাঁর নিরুপণের জন্য সমীক্ষামূলক প্রকল্প সম্পন্ন করা হয়েছে; এবং
- দেশের হাওর ও নদীর আন্ত:সংযোগ ইকোসিস্টেম, জলাভূমির তালিকা তৈরি এবং ব্যবস্থাপনা রুপরেখার এর ওপর সমীক্ষা প্রকল্প সম্পন্ন করা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য ই-সার্ভিস, সেবা সহজিকরণ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন

- মোবাইল এসএমএস এর মাধ্যমে বিভিন্ন সভা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি সম্পর্কে কর্মকর্তাদেরকে অবহিতকরণ;
- Online Recruitment Management System for BWDB;
- ওয়েব বেজড মোবাইল অ্যাপস্ "বাপাউবো যশোর বাতায়ন";
- নদ-নদীর পানির হ্রাস বৃদ্ধি, বৃষ্টিপাত ইত্যাদির তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ ও অনলাইনে প্রকাশ;
- অনলাইনে পানিবিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট তথ্য উপাত্ত সরবরাহ;
- Development of Smart Project Monitoring and Management Information System (SPMMIS); এবং
- Geographic Information System (GIS) Based Digital Land Information System on BWDB Acquired Land in Dhaka City and its surrounding.

চ্যালেঞ্জ

বর্ষা মৌসুমে পানির আধিক্য এবং শুষ্ক মৌসুমে পানির দুষ্প্রাপ্যতা বাংলাদেশের প্রকৃত বাস্তবতা। বর্ষা মৌসুমে উজান থেকে অতিরিক্ত পানি প্রবাহের কারণে নদী তীরে ভাঙ্গন এবং তীরবর্তী এলাকায় বন্যা দেখা দেয়। পানি সম্পদ সেক্টরে অক্টোবর মাসে বন্যার পানি কমার পর হতে শুরু করে নভেম্বর-এপ্রিল অর্থাৎ অর্থ-বছরের মাত্র ৬ (ছয়) মাস সর্বোচ্চ পাওয়া যায় কাজ সম্পাদনের জন্য। এই অতি সীমিত সময়কালের মধ্যে প্রাকৃতিক দূর্যোগ, পাহাড়ী ঢল বা স্থানীয় অনাকাঙ্ক্ষিত সামাজিক সমস্যা প্রশাসনিকভাবে উত্তরণ করে সর্বোৎকৃষ্ট গুণগতমান সম্পন্ন টেকসই ভৌতকাজ বাস্তবায়নে প্রধান চ্যালেঞ্জ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- "বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০" নামক মহাপরিকল্পনার বাস্তবায়ন;
- ৬৪টি জেলার প্রত্যেক উপজেলায় এবং সকল সিটি কর্পোরেশন ছোটনদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখনন প্রকল্প বাস্তবায়ন;

- ব্রহ্মপুত্র-যমুনা, পদ্মা, মেঘনা, কর্ণফুলী ও সাঙ্গু-মাতামুহুরী-এই ৫টি নদী সিস্টেমের বেসিন ভিত্তিক সমীক্ষা সম্পাদন;
- বৈশ্বিক উষ্ণতাবৃদ্ধিতে জলবায়ুর প্রভাব মোকাবেলায় উপকূলীয় পোল্ডারসমূহ পর্যায়ক্রমে পুনর্বাসন ও শক্তিশালীকরণ; এবং
- বাঁধ ও খালের নিকটবর্তী জায়গায় বনায়ন কার্যক্রম।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

রূপকল্প

সোনার বাংলা বিনির্মাণে জনবান্ধব তথ্যপ্রযুক্তি।

অভিলক্ষ্য

তৃণমূল পর্যায়ে নির্ভরযোগ্য ডিজিটাল অভিগমন, তথ্যপ্রযুক্তি সমৃদ্ধ মানবসম্পদ উন্নয়ন, আইটিশিল্পের রপ্তানীমুখী বিকাশ এবং জনবান্ধব তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা।

কৌশলগত উদ্দেশ্য

- তথ্য প্রযুক্তির অবকাঠামোগত উন্নয়ন;
- ই-গর্ভনেন্স কাঠামো শক্তিশালীকরণ;
- তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক মানবসম্পদ উন্নয়ন ও জনসচেতনতা বৃদ্ধি; এবং
- আইসিটি শিল্পের উন্নয়ন।

বিগত তিন বছরে এপিএ-তে অর্জিত নম্বর

অর্থবছর	অর্জিত নম্বর
২০১৮-২০১৯	৯৪.৩৫
২০১৭-২০১৮	৮০.৩৮
২০১৬-২০১৭	৮৯.৬৩

এপিএ বাস্তবায়নের ফলে প্রধান অর্জন

- ১৮৪৩৪টি সরকারি দপ্তরে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলের মাধ্যমে দ্রুতগতির ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে;
- সারাদেশে ৮৯৩টি ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে;
- ৬৪টি জেলা এবং ৪০০টি উপজেলার মধ্যে ডিডব্লিউডিএন নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে;

এপিএ বাস্তবায়নের ফলে প্রধান অর্জন

- ২৬০০ ইউনিয়নে অপটিক্যাল ফাইবারের মাধ্যমে ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি স্থাপন করা হয়েছে;
- ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে; জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে;
- সফটওয়্যার এর গুণগত ও আন্তর্জাতিক মান নির্ধারণ করার নিমিত্ত Software Quality Testing and Certification সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার (BNDA) প্রস্তুত করা হয়েছে;
- জাতীয় ডেটা সেন্টার (Tier-III) থেকে এ পর্যন্ত ৬০৭টি ডোমইনে সর্বমোট ৮৩,১৭০ (তিরাশি হাজার এক'শ সত্তর) টি ইমেইল একাউন্ট খোলা হয়েছে এবং ডেটা সংরক্ষণ ক্ষমতা ১২ পেটাবাইটে বৃদ্ধি করা হয়েছে;
- গাজীপুরের কালিয়াকৈর-এ বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটিতে বিশ্বের ৭ম বৃহত্তম জাতীয় ডেটা সেন্টার (Tier-IV) স্থাপন ও চালু করা হয়েছে;
- ৪,১৮৪টি (সৌদি আরবে ১৫টি সহ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে;
- ডিজিটাল নিরাপত্তায় স্কুল পর্যায়ে প্রায় ৫৪,৫০৭ জন ছাত্রীকে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- ২০১৫ সাল হতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য চাকরিমেলা আয়োজন করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ১৪০০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং চার শতাধিক ব্যক্তির চাকরির ব্যবস্থা করা হয়েছে;
- "প্রযুক্তির সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়ন" প্রকল্পের মাধ্যমে মোট ১০,৫০০ জন নারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- ২০১৬,২০১৮ ও ২০১৯ সালে বিপিও (Business Process Outsourcing) সামিট বাংলাদেশ আয়োজন করা হয়েছে;
- ২০১৬, ২০১৭, ২০১৮ ও ২০১৯ সালে জাতীয় শিশু-কিশোর প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা আয়োজন এবং এর মাধ্যমে লক্ষাধিক ছাত্র-ছাত্রীকে প্রোগ্রামিংবিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটিতে ৩৯টি আইটি/আইটিইএস কোম্পানিকে জমি/স্পেস বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে; শেখ হাসিনা সফট্ওয়্যার টেকনোলজি পার্কে ৪৮টি আইটি/আইটিইএস কোম্পানীকে স্পেস বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে; এবং
- বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৫টি বিশেষায়িত ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য ই-সার্ভিস, সেবা সহজিকরণ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন

- BNDA Framework তৈরি;
- e-Recruitment System তৈরি;
- প্রাথমিক শিক্ষকদেরজন্যই-পেনশন সিস্টেম তৈরি;
- BOESL এরজন্য android অ্যাপ প্রস্তুত;
- e-pass System চালু;
- Online Training Management System চালু;
- Inventory Management System চালু;
- রক্ত দাতাদের জন্য লাইভ ব্লাড ব্যাংক অ্যাপ চালু;
- হাই-টেক পার্কে আবেদনকারীদের জন্য One Stop Online সার্ভিস চালু;
- Vehicle Tracking System চালু;
- Meeting Management System চালু;
- ই-লার্নিং প্ল্যাটফরম (মুক্তপাঠ) চালু;
- ৩৩৩-সরকারি তথ্য সেবা চালু;
- এক-শপ, ই-কমার্স প্ল্যাটফরম চালু;
- ফেলোশীপ এবং ইনোভেশন ফান্ড প্রদানে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ;
- আইসিটি টাওয়ারে ডে-কেয়ার ব্যবস্থা চালু;
- নিরাপদ তথ্য আদান-প্রদান ও সংরক্ষণের জন্য Pen Drive এর পরিবর্তে Cloud Storage চালু;
- ইর্মাজেন্সি এক্সিট ম্যাপ স্থাপন; এবং
- সভাকক্ষ ব্যবস্থাপনায় KIOSK চালু।

চ্যালেঞ্জ

- প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত ফাইবার অপটিক কানেক্টিভিটি প্রদানসহ সচল রাখা;
- বেইজ লাইন সার্ভে না থাকায় অনেক ক্ষেত্রে অনুমান নির্ভর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় যা পরবর্তীতে বাস্তবায়ন করা দুরূহ হয়ে পড়ে ;
- মন্ত্রণালয়/বিভাগে এপিএ সংক্রান্ত আলাদা কোনো সেল না থাকায় শুধুমাত্র কমিটির পক্ষে মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার এপিএ বাস্তবায়নের যথাযথ মনিটরিং; এবং
- ক্রয় প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রিতার কারণে, বিশেষতঃ সেবা ক্রয় ইজিপিতে করা সম্ভব না হওয়ায়, এপিএ-তে অন্তর্ভূক্ত অনেক কার্যক্রম বাস্তবায়ন (যেমন: এডিপি বাস্তবায়ন) করা দুরূহ হয়ে পড়ে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- সারাদেশে উচ্চগতির ইন্টারনেট সেবা পৌঁছে দেয়া;
- শহরের সকল আইসিটি সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা গ্রামে পৌঁছে দেয়া;
- জাতীয় ডাটা সেন্টারে রক্ষিত সরকারের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ভান্ডারের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;
- দেশীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উন্নয়নকৃত সফটওয়্যারসমূহের গুণগতমান নিশ্চিতকরণ; এবং
- তথ্যপ্রযুক্তি খাতে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে প্রবৃদ্ধি অর্জনে অবদান রাখা।

তথ্য মন্ত্রণালয়

রূপকল্প

গতিশীল, অংশগ্রহণমূলক ও স্বচ্ছ তথ্যপ্রবাহ।

অভিলক্ষ্য

সরকারি ও বেসরকারি গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে অবাধ ও অংশগ্রহণমূল তথ্যের প্রবাহধারায় জনগণকে সম্পৃক্ত, অবহিত, সচেতন ও উদ্বুদ্ধকরণ এবং জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণ।

কৌশলগত উদ্দেশ্য

- জনসচেতনতা তৈরি এবং তথ্য অধিকার সমুন্নত রাখা;
- আধুনিক, কার্যকর ও গণমুখী গণমাধ্যম শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়ন;
- জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির লালন, বিকাশ এবং সংরক্ষণ; এবং
- প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি।

বিগত তিন বছরে এপিএ-তে অর্জিত নম্বর

অর্থবছর	অর্জিত নম্বর
২০১৮-২০১৯	৯৪.৩১
২০১৭-২০১৮	৯৩.৬৪
২০১৬-২০১৭	৯৩.৮৩

এপিএ বাস্তবায়নের ফলে প্রধান অর্জন

- ৯৯৩৭টি উদ্বুদ্ধকরণ সঙ্গীতানুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে;
- ১৫৭৬টি ফিচার/নিবন্ধ প্রকাশ করা হয়েছে;
- ৬.২৮ লক্ষ টি 'সচিত্র বাংলাদেশ' প্রকাশ করা হয়েছে;
- ৬.৬৮ লক্ষ টি 'নবারুন' প্রকাশ করা হয়েছে;
- ৬৪,১৫৩টি সড়ক প্রচার করা হয়েছে;
- কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য বিষয়ক ২৯৬৭.২৯ ঘণ্টা অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়েছে;
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক ২৪১৪ ঘণ্টা অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়েছে;
- ১৩,৬৭৬টি উন্মুক্ত বৈঠক এবং ক্ষুদ্র ও খন্ড সমাবেশ আয়োজন করা হয়েছে;
- ৬.২২৪ লক্ষ টি সংবাদ সংগ্রহ ও প্রকাশ করা হয়েছে;
- ৩৩টি কমিউনিটি বেতার লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে;
- ২৯টি এফ এম বেতার লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে;
- ৬১৪৭টি এ্যাক্রিডিটেশন কার্ড ইস্যু ও নবায়ন করা হয়েছে;
- ১৫৬২ টি চলচ্চিত্র সংরক্ষণ করা হয়েছে;
- ১৭৯ টি চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে;
- ৬৬ হাজার বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে;
- ৯১২৭ টি ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়েছে; এবং
- ৭৭ টি অনুদানপ্রাপ্ত পূর্ণদৈর্ঘ্য, স্বল্পদৈর্ঘ্য ও শিশুতোষ চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য ই-সার্ভিস, সেবা সহজিকরণ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন

ক) ই-সেবার বিবরণ:

- পাঁচ মাধ্যমে (বিটিভি ওয়ার্ল্ড, ফেসবুক, ইউটিউব ও টুইটার) বিটিভির অনুষ্ঠান প্রচার;
- বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ-এ অনলাইন ফটো গ্যালারি ও পেমেন্ট সিস্টেম;
- বাসস-এর প্রচলিত প্রিন্টার সার্ভিসের সংবাদ সরবরাহ সেবার পরিবর্তে অনলাইন সংবাদ সরবরাহ সেবা চালু;
- প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ কর্তৃক অনলাইনে সাংবাদিকদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা;

- বাংলাদেশ বেতার কর্তৃক অনলাইন লাইভ রেডিও স্ট্রিমিং;
- জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটে Online Course চালুকরণ;
- জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট কর্তৃক Training Management System Software (TMS) চালু;
- বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন কর্তৃক বিএফডিসি অ্যাপস প্রবর্তন; এবং
- চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক নবারুণ মোবাইল অ্যাপস চালু।

খ) ইনোভেশনের বিবরণ:

- সাংবাদিকদের এক্রিডিটেশন কার্ড প্রাপ্তির আবেদন ফরম অনলাইনে পূরণ;
- বাংলাদেশ টেলিভিশনে অনলাইনে শিল্পী সম্মানী প্রদান;
- বাংলাদেশ টেলিভিশনে স্টোর ম্যানেজমেন্ট ডাটাবেজ সফটওয়্যার চালু;
- বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভে অনলাইন গেটপাশ সিস্টেম;
- বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডে অনলাইন আবেদন ব্যবস্থায় চলচ্চিত্রের প্রচার সামগ্রী অনুমোদন অন্তর্ভূক্তকরণ;
- বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থায় প্রেস রিলিজ সাবমিশন সিস্টেম চালু এবং জেলা সংবাদদাতাদের সংবাদ ও মাসিক ডায়েরি সাবমিশন সিস্টেম চালু;
- বাংলাদেশ বেতারের জন্য একটি সমন্বিত “বেতার অটোমেশন সফটওয়্যার” তৈরি; এবং
- বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন কর্তৃক সিনেমা ই-এন্ট্রি সিস্টেম প্রবর্তন।

গ) এস আই পি'র বিবরণ:

- বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভে সকল প্রয়োজনীয় নথি ডাটাবেজের আওতায় আনা;
- বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা;
- বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভে ফিল্ম ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার;
- জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটে ই-লাইব্রেরি System চালুর উদ্যোগ গ্রহণ;
- জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের প্রশিক্ষণ কোর্সে নির্মিত সকল অডিও/ভিডিও অনুষ্ঠান ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড এবং ওয়েবসাইটে লিংক প্রদান;
- জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের প্রশিক্ষণার্থীদের অনলাইনে নিবন্ধন ও তথ্য ভান্ডার প্রস্তুত; এবং
- জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট কর্তৃক সনদপত্রে QR কোড স্থাপন।

ঘ) এস পি এস'র বিবরণ:

- বাংলাদেশ টেলিভিশনের দৈনন্দিন চিত্রগ্রহণে ই-সিডিউল প্রবর্তন;
- বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভে সকল ছুটির আবেদন ই-নথির মাধ্যমে সম্পাদন; এবং
- বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন কর্তৃক সিনেমা এন্ট্রি ফর্ম সংগৃহ সহজিকরণ।

চ্যালেঞ্জ

গণমাধ্যম শিল্পে বেসরকারি উদ্যোগের ব্যাপক উন্নয়ন হওয়ায় ফলস্বরুপ সৃষ্ট প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরিবেশকে আরো সমৃদ্ধ, নৈতিক ও সুশৃংঙ্খল করার পাশাপাশি সম্প্রচার ও গণমাধ্যম ক্ষেত্রে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের নেতৃস্থানীয় ভূমিকা সমুন্নত রাখা এবং তথ্য অধিকার সূচারুভাবে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়াই এ মন্ত্রণালয়ের প্রধান চ্যালেঞ্জ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

তথ্য অধিকার জনগণের দোর গোড়ায় পৌঁছাতে প্রত্যেক জেলায় তথ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হবে এবং কেন্দ্রীয়ভাবে একটি তথ্য ভান্ডার স্থাপন করা হবে। গণমাধ্যম শিল্পকে সমৃদ্ধ করতে বঙ্গবন্ধু ফিল্ম সিটি স্থাপন করা হচ্ছে। বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে বিদ্যমান ৮টির অতিরিক্ত ২টি নতুন প্রেস উইং খোলা চূড়ান্তসহ আরো ৪টি নতুন প্রেস উইং খোলা হবে। তথ্য কমিশন ভবন নির্মাণ এবং বিএফডিসি কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হবে।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

রূপকল্প

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা বিনির্মাণ।

অভিলক্ষ্য

পল্লী উন্নয়নে সমবায়ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা এবং অব্যাহত গবেষণার মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলে সুসমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

কৌশলগত উদ্দেশ্য

- পল্লীর দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আয়বর্ধক কর্মকান্ড বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবিকায়ন নিশ্চিতকরণ;
- পল্লী উন্নয়নে যুগোপযোগী কৌশল উদ্ভাবন ও বিস্তৃতকরণ; এবং
- প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও দক্ষ মানব সম্পদ তৈরির মাধ্যমে নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।

বিগত তিন বছরে এপিএ-তে অর্জিত নম্বর

অর্থবছর	অর্জিত নম্বর
২০১৮-২০১৯	৯৪.০৯
২০১৭-২০১৮	৮৯.৬৭
২০১৬-২০১৭	৯০.০৫

এপিএ বাস্তবায়নের ফলে প্রধান অর্জন

সমবায় অধিদপ্তর

- নিবন্ধনকৃত সমবায় সমিতি সংখ্যা- ৩৫০১৯টি;
- আইজিএ প্রশিক্ষণ (পুরুষ)- ১৮২৪৭জন;
- আইজিএ প্রশিক্ষণ (মহিলা)- ১৩২২১ জন;
- ঋণ বিতরণের পরিমাণ- ১৬৪.৮৫ কোটি টাকা;
- সমবায়ের মাধ্যমে স্ব-কর্মসংস্থান- ৩৭২১৫১ জন; এবং
- জাতীয় সমবায় পুরস্কার প্রদান- ৫০ টি প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড:

- জমাকৃত সঞ্চয় ১৫৪.৬ কোটি টাকা;
- ঋণ গ্রহীতা সদস্য ২২.৭৬ লক্ষ জন; এবং
- বিতরণকৃত ঋণ ৫৭৩১.৪ কোটি টাকা।

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া:

- মোট ২,৭২,০২৪ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান, ১০৩টি গবেষণা সম্পন্ন, ৪৬টি প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা ও ১১৭টি পরামর্শ সেবা প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড):

- ৩১৯১০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান; এবং
- ৪০টি পল্লী উন্নয়নে গবেষণা পরিচালনা।

বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড):

- ৯৮২৪ জনকে আয়বর্ধনমুলক প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ১৫৩৭ জনকে উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণ প্রদান; এবং
- ০৯টি প্রায়োগিক গবেষণা সম্পাদন।

ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন:

- গঠিত আনুষ্ঠানিক সমিতি— ৩৯৭৬টি; এবং
- বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ— ৭৩১.৫১।

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ):

- বিগত ০৩ বছরে ৪.১০ লক্ষ উপকারভোগী সদস্যকে ৩৫১৬ কোটি টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য ই-সার্ভিস, সেবা সহজিকরণ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন

ইনোভেশনের বিবরণ :

- প্রধান কার্যালয়ের সাথে জেলা কার্যালয়সমূহের ভিডিও কনফারেন্স চালুকরণ;
- মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক অনলাইন ডাটাবেজ অ্যাললিকেশন (HRIS) চালুকরণ;
- "অনলাইন বিদেশ প্রশিক্ষণের আবেদন"; এবং
- পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অনলাইন আইসিটি সাপোর্ট সিস্টেম।

এস আই পি'র বিবরণ :

- কোরিডোরে ওয়াটার পিউরিফায়ার স্থাপন;
- অত্যাধুনিক ডিজিটাল হাজিরা মেশিন চালুকরণ; এবং
- সভাকক্ষে ৮৫ ইঞ্চি অল ইন ওয়ান পিসি স্থাপন।

চ্যালেঞ্জ

- প্রথাগত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতায় সুফলভোগীরা ক্ষুধামুক্ত হলেও সুদের উচ্চ হার, কিস্তি পরিশোধের কঠিন শর্ত ও বাধ্যবাধকতার কারণে কাঙ্ক্ষিতমাত্রায় সাফল্য পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এর বিপরীতে ক্ষুদ্র সঞ্চয় ধারণার সম্প্রসারণ ও এর টেকসইকরণ একটি বড় চ্যালেঞ্জ। সুফলভোগীদের উদ্বুদ্ধকরণ, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ পরবর্তী সঠিক জীবিকায়নে নিয়োজিত করা একটি দুরূহ কাজ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্যভুক্ত করে দারিদ্র্যশূন্য বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে পশ্চাৎপদ এলাকায় কর্মসংস্থান সৃজন, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি করা হবে। এছাড়া ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম দেশব্যাপী সম্প্রসারণ এবং ক্ষুদ্র ঋণের সুদের হার হ্রাসের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক সমস্যা চিহ্নিতকরণ, সমাধান ও ফলাফল সম্প্রসারণ করা হবে। এছাড়া, দুগ্ধ সমবায় সমিতির কার্যক্রম বিস্তৃতকরণের মাধ্যমে দেশকে দুগ্ধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে গড়ে তোলা হবে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

রূপকল্প

সকলের জন্য নিরাপদ, পর্যাপ্ত ও মানসম্মত প্রাণিজ আমিষ নিশ্চিতকরণ।

অভিলক্ষ্য

মৎস্য ও প্রাণিজ পণ্যের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে প্রাণিজ আমিষের চাহিদাপূরণ।

কৌশলগত উদ্দেশ্য

- টেকসই সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মৎস্য সম্পদের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি;
- নিরাপদ মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য এবং প্রাণী ও প্রাণিজাত পণ্য অভ্যন্তরীণ বাজারে বিপণন ও রপ্তানিতে সহায়তা;
- গবাদিপশু-পাখির উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি; এবং
- মানবসম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।

বিগত তিন বছরে এপিএ-তে অর্জিত নম্বর

অর্থবছর	অর্জিত নম্বর
২০১৮-২০১৯	৯২.৩৩
২০১৭-২০১৮	৯২.১০
২০১৬-২০১৭	৯৬.৭২

এপিএ বাস্তবায়নের ফলে প্রধান অর্জন

- প্রাণিজ আমিষের প্রধান উৎস মাছের উৎপাদন বিগত পাঁচ বছরে ৫৫.৬১% বৃদ্ধি পেয়েছে;
- রোগমুক্ত চিংড়ি উৎপাদনের লক্ষ্যে ৩টি স্পেসিফিক প্যাথোজেন ফ্রি (এসপিএফ) হ্যাচারির অনুমতি প্রদান করা হয়েছে এবং চলতি বছরে ১৫ কোটি এসপিএফ পিএল (পোস্ট লার্ভি) উৎপাদন হয়েছে;
- মা ইলিশ রক্ষা, জাটকা সংরক্ষণ, সমুদ্র এলাকায় ৬৫দিন মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকরণ, ক্ষতিকর জাল ধ্বংসে পরিচালিত কম্বিং অপারেশন পরিচালনা ইত্যাদি কার্যক্রম জোরদার করার ফলে ইলিশসহ মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে;
- কৃত্রিম উপায়ে হ্যাচারিতে কাঁকড়া ও কুচিয়ার পোনা উৎপাদন ও চাষ পদ্ধতি উদ্ভাবনের ফলে পোনা সহজলভ্য হয়েছে;
- সুনামগঞ্জ ও মোহনগঞ্জ এ ২টি মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র নির্মিত হয়েছে। চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরে মাল্টি-চ্যানেল স্লিপওয়ে ডকইয়ার্ড নিমার্ণ করা হয়েছে;
- বিপন্ন প্রজাতির ৫টি মাছের (টেংরা, কুচিয়া, খলিশা, বালাচটা ও বৈরালী) পোনা উৎপাদন ও জীনপুল সংরক্ষণ করা হয়েছে;
- কৈ মাছের ভেকসিন তৈরি করা হয়েছে যা দেশ-বিদেশে এটাই প্রথম। মিঠাপানির ঝিনুকে ইমেজ মুক্তা তৈরির কৌশল উদ্ভাবন করা হয়েছে;
- সী-উইডের বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন ১৮টি প্রজাতি চিহ্নিতকরণ এবং ৩টি প্রজাতির চাষ পদ্ধতি উদ্ভাবন ও হস্তান্তর করা হয়েছে;
- প্রাণিজ আমিষের প্রধান উৎস দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন বিগত পাঁচ বছরে যথাক্রমে ৪২.৩৭%, ২৮.২৩% ও ৫৫.৬১% বৃদ্ধি পেয়েছে;
- বর্তমানে বাংলাদেশ গবাদিপশু উৎপাদনে স্বয়ং সম্পূর্ণ। বিগত কয়েক বছর ধরে দেশীয় গবাদিপশু দ্বারা কোরবানির চাহিদা পূরণ হচ্ছে;
- প্রাণিস্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির ১৭টি রোগের প্রায় ২৮.৫০কোটি ডোজ টিকা উৎপাদন হচ্ছে; এবং
- বিএলআরআই কর্তৃক ছাগল ও ভেড়ার পিপিআর রোগ দমনে বিএলআরআই মডেল, বিএলআরআই ফিড মাস্টার মোবাইল এপ্লিকেশন ও ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণ মডেলসহ গুরুত্বপূর্ণ ১০টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য ই-সার্ভিস, সেবা সহজিকরণ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন

ক) ই-সেবার বিবরণ

- মৎস্য পরামর্শ সেবা;
- অনলাইন খাদ্য লাইসেন্সিং;
- ই-রিক্রুটমেন্ট;
- ই-প্রশিক্ষণ; এবং
- SMS সার্ভিস।

খ) ইনোভেশনের বিবরণ

- মোবাইল অ্যাপ ফিস এডভাইস জাতীয় পর্যায়ে রেপ্লিকেশন হয়েছে।

গ) এস আই পি'র বিবরণ:

- আইসিটি বিষয়ক সমস্যা সমাধানে ICT Section Department of Fisheries ফেসবুক গ্রুপ খোলা এবং যাবতীয় সমস্যার সমাধান;
- খামারপাড়া ও পরশুরাম মাছ বাজারকে ফরমালিনমুক্ত মাছ বাজার ঘোষণা;
- "বেতাগী মডেল মাছ বাজার" উন্নয়ন প্রকল্প; এবং
- পুকুরে ভাসমান ট্রেতে সুষম সম্পূরক খাদ্য প্রদান।

ঘ) এস পি এস এর বিবরণ

- অনলাইনে মৎস্য খাদ্য লাইসেন্সিং;
- মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের অলনাইেন আবেদন চালুকরণ;
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বহিঃ বাংলাদেশ অর্জিত ছুটি মঞ্জুর;
- সাধারণ ভবিষ্যত তহবিলে গচ্ছিত টাকা চূড়ান্ত উত্তোলণ; এবং
- মৃত কর্মচারীর পরিবাররা আহত কর্মচারীর কল্যাণ তহবিল হতে সাহায্য পাওয়ার আবেদন।

চ্যালেঞ্জ

গুণগত মানসম্পন্ন মৎস্য/চিংড়ির পোনা প্রাপ্তি, মৎস্য আবাসস্থল ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, সামুদ্রিক সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা, রোগের প্রাদুর্ভাব, উন্নত চিকিৎসা সেবার স্বল্পতা, উন্নত জাতের সিমেন এবং মানসম্পন্ন মৎস্য ও পশু খাদ্যের অপ্রতুলতা, খাদ্যের উচ্চমূল্য, ব্যবসাবান্ধব বিপণন ব্যবস্থার অভাব, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ইত্যাদি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে প্রধান প্রধান প্রতিবন্ধক।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

গুণগত মানসম্পন্ন মৎস্য/চিংড়ির পোনা উৎপাদন, সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের মজুদ নিরুপণের মাধ্যমে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, মৎস্য ও গবাদিপশু-পাখির রোগ নিয়ন্ত্রণ, রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার স্থাপনে উদ্যোগ গ্রহণ এবং ডিজিজ সার্ভিলেন্স কার্যক্রম গ্রহণ। কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে গরু-মহিষের জাত উন্নয়ন ও অধিক মাংস উৎপাদনকারী ব্রাহমা জাত সংযোজন, টিএমআর প্রযুক্তির প্রচলন ও পশুখাদ্যের এবং প্রাণিজাত খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার স্থাপন। মৎস্য ও প্রাণিজাত পণ্যের বাজার ব্যবস্থার সংযোগ জোরদারকরণ, পণ্যের বহুমুখীকরণ, ফুড সেফটি নিশ্চিতকরণ এবং ক্যাটেল ইনসুরেন্স ব্যবস্থা প্রবর্তন।

অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

রূপকল্প

দূরদর্শী ও টেকসই সরকারি আর্থ-ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন।

অভিলক্ষ্য

বিচক্ষণ আর্থিক নীতি প্রণয়ন ও সুষ্ঠু আর্থ-ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা ও সরকারের আর্থিক শৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণ।

কৌশলগত উদ্দেশ্য

- সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা;
- স্থিতিশীল আর্থ-ব্যবস্থাপনা ও সম্পদ বণ্টনে দক্ষতার উন্নয়ন;
- টেকসই ঋণ ব্যবস্থাপনা;
- সরকারি আর্থ-ব্যবস্থাপনার সংস্কার কার্যক্রম জোরদারকরণ; এবং
- পেনশন ব্যবস্থার সংস্কার।

বিগত তিন বছরে এপিএ-তে অর্জিত নম্বর

অর্থবছর	অর্জিত নম্বর
২০১৮-২০১৯	৯১.৮৮
২০১৭-২০১৮	৯২.২০
২০১৬-২০১৭	৯৬.৯৭

এপিএ বাস্তবায়নের ফলে প্রধান অর্জন

- মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোর আওতায় অর্থনীতির ৪টি প্রধান খাত তথা প্রকৃত, রাজস্ব, আর্থিক ও মুদ্রাখাত এবং বহিঃখাতের চলকসমূহের প্রাক্কলন ও মধ্যমেয়াদি প্রক্ষেপণ করার মাধ্যমে আর্থিক খাতের সার্বিক শৃঙ্খলা ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রয়েছে;
- বাজেট ঘাটতি ৫.০ শতাংশের মধ্যে সীমিত রেখে সরকারি ঋণ ধারণক্ষমতা সহনীয় পর্যায়ে রয়েছে;
- টেকসই ঋণ ধারণ ক্ষমতার বিশ্লেষণ (DSA), মধ্যমেয়াদি ঋণ কৌশল (MTDS) ও নগদ পূর্বাভাস মডেল হালনাগাদ রয়েছে;
- সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ কর্মসূচির আওতায় ইলেক্ট্রনিক বেতন ও পেনশন নির্ধারণ, পেনশন ডাটাবেজ প্রণয়ন, অনলাইনে বেতন বিল দাখিলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার, সমন্বিত বাজেট ও হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি আইবাস++ এবং বাজেট ও হিসাবরক্ষণ শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতি (BACS) এর উন্নয়ন সাধন হয়েছে;
- সরকারি চাকুরিজীবিদের জন্য স্বল্প সুদে গৃহনির্মাণ ঋণ প্রদান প্রবর্তন করা হয়েছে;
- সারাদেশে সঞ্চয়পত্রের ব্যবস্থাপনা অটোমেশনের আওতায় আনা হয়েছে;
- এপিএ বাস্তবায়নের ফলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পিআরএল ও ছুটি নগদায়ন পত্র জারি এবং বিভাগীয় মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি হচ্ছে; বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন, বার্ষিক ক্রয়পরিকল্পনা বাস্তবায়নে গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে; এবং
- এপিএ বাস্তবায়নের ফলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তি হচ্ছে, সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে, এর মাধ্যমে অর্থ বিভাগের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য ই-সার্ভিস, সেবা সহজিকরণ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন

- ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার পদ্ধতির মাধ্যমে সকল পেনশনারের ব্যাংক হিসাবে পেনশনের অর্থ প্রদান;
- সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনির নগদ হস্তান্তর (G2P);
- ই-সঞ্চয়পত্র চালুকরণ;
- ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার এর মাধ্যমে ১১-২০তম গ্রেডভুক্ত কর্মচারীদের বেতন-ভাতা প্রদান;
- অনলাইনে বিল দাখিলের সিস্টেম উন্নয়ন;
- এলপিসি, জিপিএফ হিসাব বিবরণী ও উৎসে কর্তিত আয়কর সনদ প্রদানের সিস্টেম উন্নয়ন;
- চালান ভেরিফিকেশন; এবং
- এলপিআর গমনকারীদের জন্য মাঠ পর্যায়ের অফিসে ফ্রি পেনশন ব্রিফিং চালুকরণ।

চ্যালেঞ্জ

- সামষ্টিক অর্থনৈতিক চলকসমূহের প্রক্ষেপণ প্রক্রিয়ার উন্নতি সাধন;
- নগদ ব্যবস্থাপনাসহ সার্বিক ঋণ ব্যবস্থাপনার দক্ষতা উন্নয়ন;
- আর্থ-ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও ব্যয় নিয়ন্ত্রণ; এবং
- আর্থ-ব্যবস্থাপনায় কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- দক্ষ আর্থিক নীতি প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনা;
- সরকারি বাজেট ও হিসাবের নতুন শ্রেণিবিন্যাস কাঠামোর ফলপ্রসূ বাস্তবায়ন;
- iBAS++ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ;
- সকল গ্রেডের কর্মচারীদের অনলাইনে বেতন-ভাতা, পেনশন প্রদান;
- ভবিষ্যত তহবিল সম্পর্কিত হিসাব সংরক্ষণ পদ্ধতি ও সেবার মান উন্নয়ন; এবং
- আর্থ-ব্যবস্থাপনায় কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান।

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়

রূপকল্প

সুষম ও টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।

অভিলক্ষ্য

বৈদেশিক সহায়তার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে সম্পর্ক জোরদারকরণের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন কৌশল বাস্তবায়নে সহায়তা।

কৌশলগত উদ্দেশ্য

- বৈদেশিক সম্পদ আহরণের মাধ্যমে সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান;
- বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ ধারণ ক্ষমতার মধ্যে সীমিত রেখে সামষ্টিক অর্থনীতি স্থিতিশীল রাখায় অবদান;
- উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদারকরণ;
- অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৈদেশিক সহায়তার কার্যকারিতা বৃদ্ধি; এবং
- বৈদেশিক সহায়তা আহরণ ও ব্যবহারের সক্ষমতা বৃদ্ধি ।

বিগত তিন বছরে এপিএ-তে অর্জিত নম্বর

অর্থবছর	অর্জিত নম্বর
২০১৮-২০১৯	৯১.৭৭
২০১৭-২০১৮	৯৪.৩৮
২০১৬-২০১৭	৯৪.৯১

এপিএ বাস্তবায়নের ফলে প্রধান অর্জন

- উন্নয়ন কৌশল বাস্তবায়নে বিনিয়োগ চাহিদা পূরণের জন্য বাংলাদেশ সরকার ২০১৪-১৫ হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট ৫৫.১৫ (গড়ে ১১.০৩) বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বৈদেশিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি অর্জনে সক্ষম হয়েছে; আলোচ্য মেয়াদে অর্জিত প্রতিশ্রুতি পূর্ববর্তী ৫(পাঁচ) অর্থবছরের (২০০৯-১০ হতে ২০১৩-১৪) তুলনায় প্রায় ২১৭% বেশি;
- ২০১৪-১৫ হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বৈদেশিক সহায়তা ছাড়র মোট পরিমাণ ২৩.৫৪ (গ ৪.৭১) বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী ৫(পাঁচ) অর্থ-বছরের (২০০৯-১০ হতে ২০১৩-১৪) অপেক্ষা ১৯৫% বেশি;
- বৈদেশিক ঋণ, ধারণ ক্ষমতার মধ্যে সীমিত রাখার বিচক্ষণ নীতি অব্যাহতভাবে অনুসরণ করার ফলে আন্তর্জাতিকভাবে অনুসৃত debt sustainability-এর সূচক অনুযায়ী বৈদেশিক ঋণমান সন্তোষজনক পর্যায়ে রয়েছে;
- উন্নয়ন সহযোগিতা বৃদ্ধি ও কার্যকর করার লক্ষ্যে সর্বশেষ জানুয়ারি ২০২০-এ বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরাম (বিডিএফ) আয়োজন করা হয়েছে;
- বৈদেশিক সহায়তা ব্যবস্থাপনায় গুণগত পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে 'উন্নয়ন সহায়তা সংক্রান্ত জাতীয় নীতিমালা' এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে;
- প্রকল্প বাস্তবায়ন দ্রুততর করার লক্ষ্যে 'প্রকল্পের প্রস্তুতিমূলক কাজের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা' এবং 'প্রকল্পের প্রস্তুতিমূলক কাজের চেকলিস্ট' প্রণয়ন করা হয়েছে;
- Aid transparency ও mutual accountability বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নয়ন সহযোগী কর্তৃক অনলাইনে তথ্য সরবরাহের জন্য Aid Information Management System (AIMS) চালু করা হয়েছে;
- বৈদেশিক সহায়তার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য Foreign Aid Management System (FAMS) নামক একটি ওয়েব-বেইজড সফ্ট্ ওয়্যার চালু করা হয়েছে;
- 'Flow of External Resources into Bangladesh' পুস্তিকা আকারে ১৯৭২-৭৩ সাল থেকে প্রতিবছর হালনাগাদ তথ্য সহকারে প্রকাশনার ব্যবস্থা অব্যাহত রয়েছে;

- Knowledge sharing-এর মাধ্যমে ইআরডি'র কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে Information repository-এর ই-প্লাটফর্ম ERDPEDIA তৈরি করা হয়েছে;
- ই-নথিতে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ বড় ক্যাটাগরির মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের মধ্যে গত ৩২ মাসে ২৭ বার শীর্ষ অবস্থান ধরে রেখেছে; এবং
- ২০১৯-২০ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-তে মোট ৩০৬টি (কারিগরি ১১৬ ও বিনিয়োগ ১৯০) বৈদেশিক সহায়তা প্রকল্পের অনুকূলে প্রকল্প সাহায্য বাবদ মোট ৭১,৮০০কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য ই-সার্ভিস, সেবা সহজিকরণ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন

ক) ই-সেবার বিবরণ:

- Debt Management and Financial Analysis System (DMFAS)-Debt Management Software;
- Aid Information Management System(AIMS)-Aid Information related database; এবং
- Foreign Aid Management System (FAMS)-Project database.

খ) ইনোভেশনের বিবরণ:

- Bangladesh-Sweden Trust Fund (BSTF)-Travel Grant Management Software;
- Online Project Submission for GCF Funding;
- Proposal submission by NRBs through Non-resident Bangladeshis (NRB) Portal;
- Online recruitment system: erd.teletalk.gov.bd; এবং
- ERDPEDIA-Information Repository.

গ) এসআইপি'র বিবরণ:

- দর্শনার্থীদের জন্য অপেক্ষাগার স্থাপন;
- প্রতিটি সেলফে নথিসমূহ সন্নিবেশন ও পৃথকভাবে ট্যাগ লাগানো/নামকরণ করা; এবং
- Disabled- ব্যক্তিগনের চলাচলের সুবিধার্থে ব্লকে র‌্যাম্প স্থাপন করা।

ঘ) এসপিএস'র বিবরণ:

- বৈদেশিক সাহায্য সংগ্রহের জন্য মন্ত্রণালয়/সংস্থা হতে প্রকল্প প্রস্তাব যাতে অনলাইনের মাধ্যমে দাখিল করা যায় সে বিষয়ে উদ্যোগ বিবেচনাধীন।

চ্যালেঞ্জ

- এপিএ বাস্তবায়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাগণের নির্দিষ্ট প্রণোদনার ব্যবস্থা না থাকা;
- বৈদেশিক সহায়তার পাইপলাইন সঞ্চিত অর্থ কাঙ্খিত মাত্রায় ব্যয়ন না হওয়া;
- বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়ন দীর্ঘসূত্রতা;
- প্রকল্প দলিল অনুমোদনে বিলম্ব;
- এসডিজি-উত্তরণ প্রক্রিয়াকালীন চ্যালেঞ্জ; এবং
- সহজ শর্তের বৈদেশিক ঋণ ও উৎসের সংকোচন ও তার কার্যকর ব্যবহারের সক্ষমতার ঘাটতি।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- এপিএ-কে মন্ত্রণালয়/বিভাগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হিসেবে বিবেচনা ও তা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় জনবলের সংস্থান;
- এপিএ বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের প্রণোদনার ব্যবস্থা;
- উন্নয়ন সহযোগিতা বৃদ্ধি ও তার কার্যকর ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরাম (বিডিএফ) আয়োজন;
- ইআরডি'র জন্য দক্ষ মানবসম্পদ পুল গঠন;
- বৈদেশিক সহায়তা সংগ্রহের বহুমুখীকরণ প্রচেষ্টা জোরদার করা এবং এ লক্ষ্যে পিপিপি এবং এনআরবি-কে প্রাধান্য দেওয়া;
- বৈদেশিক ঋণ ধারণ ক্ষমতার মধ্যে সীমিত রাখার বিচক্ষণ নীতি অব্যাহতভাবে অনুসরণ করা; এবং
- জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় অর্থায়নের লক্ষ্যে Green Climate Fund সহ অন্যান্য তহবিল থেকে অর্থায়ন/ সংস্থানের জন্য প্রচেষ্টা জোরদার করা।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

রূপকল্প

মানসম্মত প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, একীভূত ও জীবনব্যাপী শিক্ষা প্রদান।

অভিলক্ষ্য

প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ ও গুণগত মানোন্নয়নের মাধ্যমে সবার জন্য প্রাথমিক, একীভূত ও জীবনব্যাপী শিক্ষা নিশ্চিতকরণ।

কৌশলগত উদ্দেশ্য

- সার্বজনীন, একীভূত ও বৈষম্যহীন প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণ;
- মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ;
- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সম্প্রসারণ ও নিশ্চিতকরণ; এবং
- প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ।

বিগত তিন বছরে এপিএ-তে অর্জিত নম্বর

অর্থবছর	অর্জিত নম্বর
২০১৮-২০১৯	৯১.২৯
২০১৭-২০১৮	৮৮.০১
২০১৬-২০১৭	৮২.৮৯

এপিএ বাস্তবায়নের ফলে প্রধান অর্জন

- বিদ্যালয়বিহীন গ্রামে ১৪৯৫টি নতুন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে;
- শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩৮,০৩২টি অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে;
- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থী-শিক্ষকের অনুপাত হ্রাস করতে ১,০৯,৯১৪ জন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে;
- শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আরো জোরদারকরণের নিমিত্ত নতুন ১৩টি পিটিআই স্থাপন করা হয়েছে;
- সকল (৬৫,৬২০) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হয়েছে;
- শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সচেতন করে গড়ে তুলতে ২৮,১৮৪টি ওয়াশব্লক নির্মাণ করা হয়েছে;
- শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের সুপেয় পানি নিশ্চিত করতে ৩৫,০০৭টি টিউবওয়েল স্থাপন করা হয়েছে;
- শিশুদের পুষ্টিহীনতা ও স্বাস্থ্যঝুঁকি হ্রাস এবং শ্রেণিকক্ষে মনোযোগী করতে ১০৪টি উপজেলার ১৫,০৮০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২৯,৪২,৮৭৪ জন শিক্ষার্থীকে ৭৫ গ্রাম ওজনের প্যাকেট বিস্কুট সরবরাহ করা হচ্ছে;
- এ অর্থবছরে ১ কোটি ৪০ লক্ষ শিক্ষার্থীর মায়েদের মোবাইলে শিওর ক্যাশ এ্যাকাউন্টের মাধ্যমে উপবৃত্তির অর্থ প্রদান করা হয়েছে;
- ১ জানুয়ারি ২০২০ সালে প্রাথমিকের বিভিন্ন স্তরে ১০,২০,৪৪,৪৮৬টি পাঠ্যপুস্তক ও ৩৩,৬৬,৩৭৩টি অনুশীলন খাতা বিতরণ করা হয়েছে;
- পরিবীক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করতে ৫০৯টি উপজেলায় ই-মনিটরিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে;
- প্রতিবছর প্রায় ২২.২৫ লক্ষ শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট এবং বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়;

- জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০ এর আলোকে প্রাথমিক শিক্ষাকে ৮ম শ্রেণি পর্যায়ে উন্নীত করতে ৭৮৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে ৮ম শ্রেণিতে উন্নীত করা হয়েছে;
- প্রাথমিক শিক্ষায় আইসিটির ব্যবহার নিশ্চিত করতে ৫০,৪১৬টি বিদ্যালয়ে ৫৮,৯১৫টি ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ও সাউন্ড সিস্টেম প্রদান করে মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ চালু করা হয়েছে;
- শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৩,৭২, ৮৬৯জন শিক্ষককে বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে; এবং
- নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য দেশের ১৩৪টি উপজেলায় ২৩,৫৯,৪৪১জন শিক্ষার্থীকে সাক্ষরতা জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য ই-সার্ভিস, সেবা সহজিকরণ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন

- ই-প্রাইমারি স্কুল সিস্টেম;
- আইডিয়া বক্স;
- কেইস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম;
- DPE Online PMIS;
- বিভাগীয় মামলা ব্যবস্থাপনা;
- পেনশন সেবা সহজিকরণ;
- শিক্ষকদের সার্ভিস বুক ডিজিটাল ভার্সনে রুপান্তর;
- ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড;
- ডিজিটাল হাজিরা;
- One Day One Word; এবং
- Lost & Found Box.

চ্যালেঞ্জ

- শিক্ষক কর্তৃক শ্রেণিকক্ষে গতানুগতিক পাঠদানের প্রবণতা পরিহার করে উদ্ভাবনী পন্থা অনুসরণে তাদের উৎসাহিত করা;
- দরিদ্র অভিভাবকগণকে শিশুশ্রমে নিরুৎসাহিত করা;
- শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি, একীভূত ও জীবনব্যাপী শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা; এবং
- এ মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব কোন প্রকৌশল বিভাগ না থাকায় উক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ বাস্তবায়ন এবং বাস্তবায়িত কাজের মান নিশ্চিত করা দূরুহ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় একটি প্রকৌশল বিভাগ গঠন করা;
- শিশুদের দৈহিক ও মানসিক বিকাশের জন্য ২৫৮৩জন শারীরিক শিক্ষক ও ২৫৮৩জন সংগীত শিক্ষক নিয়োগ; এবং
- সকল শিক্ষার্থীর ছবিসহ আইডিকার্ড ও ডাটাবেজ প্রণয়ন।

সেতু বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

রূপকল্প

দেশব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন পরিবহন (ট্রান্সপোর্টেশন) নেটওয়ার্ক।

অভিলক্ষ্য

১৫০০ মিটার ও তদূর্ধ্ব সেতু, টোল রোড, টানেল, ফ্লাইওভার, এক্সপ্রেসওয়ে, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, কজওয়ে, রিং রোড ইত্যাদি নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ ও এর দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

কৌশলগত উদ্দেশ্য

- সমন্বিত ও নিরবচ্ছিন্ন পরিবহন (ট্রান্সপোর্টেশন) ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে সহায়তা করা;
- পরিবহন ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি করা;
- বড় বড় শহরের যানজট হ্রাসকরণে সহায়তা করা; এবং
- দাপ্তরিক কার্যক্রমের মানোন্নয়ন নিশ্চিত করা।

বিগত তিন বছরে এপিএ-তে অর্জিত নম্বর

অর্থবছর	অর্জিত নম্বর
২০১৮-২০১৯	৯১.২৪
২০১৭-২০১৮	৯০.৩৯
২০১৬-২০১৭	৮৮.৬৪

এপিএ বাস্তবায়নের ফলে প্রধান অর্জন

- পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের মূল সেতু নির্মাণ কাজ ৮৯% সম্পন্ন হয়েছে;
- পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের নদীশাসন কাজ ৭০% সম্পন্ন হয়েছে এবং সেতুর উভয় পাশের সংযোগ সড়ক ও সার্ভিস এরিয়া নির্মাণ কাজ ১০০% সম্পন্ন হয়েছে;
- পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের পুনর্বাসন কার্যক্রমের আওতায় ২,৯০৬টি পরিবারকে প্লট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, পুনর্বাসন খাতে ফেব্রুয়ারি, ২০২০ পর্যন্ত ৬৭৩.৭৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত নগদ সহায়তা বাবদ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে;
- পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের বনায়ন কার্যক্রমের আওতায় ইতোমধ্যে ১,৬৯,৯৫৭ টি বৃক্ষরোপন করা হয়েছে;
- কর্ণফুলী নদীর তলদেশে প্রায় ৩.৩১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ টানেল নির্মাণ কাজের ৫৬% ভৌত অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে;
- ঢাকা শহরের যানজট নিরসনে র‍্যাম্পসহ ৪৬.৭৩ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ কাজের প্রথম ট্রাঞ্চের নির্মাণ কাজ ৫৬% সম্পন্ন হয়েছে এবং সার্বিক অগ্রগতি ১৯% সম্পন্ন হয়েছে;
- সাপোর্ট টু ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের পুনর্বাসন ভিলেজ নির্মাণ কাজ ৫৪% সম্পন্ন হয়েছে;
- Greater Dhaka Sustainable Urban Transport Corridor (BRT Gazipur-Airport) প্রকল্পের ফেব্রুয়ারি, ২০২০ পর্যন্ত ২৬.৮৭% অগ্রগতি সম্পন্ন হয়েছে;
- ঢাকা শহরে সাবওয়ে নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনার কার্যক্রম ৪৭% সম্পন্ন হয়েছে;
- ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ প্রকল্পের ডিটেইল ডিজাইন কাজ চলমান রয়েছে; এবং
- দেশের দক্ষিণ-পূর্বাংশে ৫টি সেতু নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য ই-সার্ভিস, সেবা সহজিকরণ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন

- বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষে 'ই-রিক্রুটমেন্ট সিস্টেম' চালু করা হয়েছে;
- বিভিন্ন মেগা প্রকল্পের চলমান কার্যক্রমের ভিডিওচিত্র প্রচারের জন্য সেতু ভবনের মূল প্রবেশপথে স্থাপিত ডিজিটাল স্ক্রিন স্থাপন করা হয়েছে;
- অনলাইন প্রবেশ পাশ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে;
- সেতু ভবন সহ সংশ্লিষ্ট সকল অফিসে Electronic Access Control System স্থাপন করা হয়েছে;
- পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্তদের অতিরিক্ত নগদ সহায়তা প্রদান কার্যক্রম সহজিকরণের উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ সফটওয়্যার বা সিস্টেম ডেভেলপ করা হয়েছে; এবং
- কাগজের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে সেতু বিভাগে 'ইউজ্‌ড পেপার রিসাইক্লিং বক্স' প্রবর্তন করা হয়েছে।

চ্যালেঞ্জ

- পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প এলাকায় নদী ভাঙ্গন;
- বঙ্গবন্ধু সেতু এলাকায় গাইড বাঁধ ও হার্ড পয়েন্ট এলাকায় নদী ভাঙ্গন;
- ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্পে ভূমি অধিগ্রহণ ও স্থাপনা অপসারণ; এবং
- ঢাকা-আশুলিয়া এবং বিআরটি প্রকল্পের নির্মাণ কাজ চলাকালে যানবাহন ব্যবস্থাপনা অন্যতম চ্যালেঞ্জ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পে নদী ভাঙ্গন রোধকল্পে প্রতিরক্ষা বাঁধ নির্মাণ, খননকৃত মাটি অপসারণ করে রাখার জন্য অতিরিক্ত ভূমি অধিগ্রহণ করা হচ্ছে;
- ঢাকা ইস্ট ওয়েস্ট এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ, ভুলতা-আড়াইহাজার-বাঞ্চারামপুর-নবীনগর সড়কে মেঘনা নদীর উপর সেতু নির্মাণ, বরিশাল-ভোলা সড়কে তেতুলিয়া ও কালাবদর নদীর উপর সেতু নির্মাণ এবং বঙ্গবন্ধু সেতুর উভয় প্রান্তের সংযোগ সড়ক-৪ লেনে উন্নীতকরণ; এবং
- যমুনা নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণে সম্ভাব্যতা এবং মুক্তারপুর সেতুর এপ্রোচ রোড চার লেনে উন্নীতকরণের পরিকল্পনা রয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

রূপকল্প

মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনাকে সমুন্নত রেখে মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক কল্যাণ সাধন।

অভিলক্ষ্য

মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও স্মৃতি সংরক্ষণের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক কল্যাণ সাধন এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনাকে রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

কৌশলগত উদ্দেশ্য

- বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক কল্যাণ;
- মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও স্মৃতি সংরক্ষণ;
- বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণ এবং দেশাত্ববোধ শক্তিশালীকরণ; এবং
- প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।

বিগত তিন বছরে এপিএ-তে অর্জিত নম্বর

অর্থবছর	অর্জিত নম্বর
২০১৮-২০১৯	৯০.৮৮
২০১৭-২০১৮	৯৩.৩৬
২০১৬-২০১৭	৯৫.৩৯

এপিএ বাস্তবায়নের ফলে প্রধান অর্জন

- ৯.২৩ লক্ষ জন মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের উত্তরাধিকারীকে সম্মানী ভাতা প্রদান;
- যুদ্ধাহত, খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের ৩৮১৭৩ জনকে রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা প্রদান;
- যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের ১২৪৭১৩ জন সদস্যকে রেশন সুবিধা প্রদান;
- মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান-সন্ততিদের ৯৮৬৭ জন কে বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃত্তি প্রদান;
- ১৭৭২ জন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাকে চিকিৎসা সুবিধা প্রদান;
- ২৯৬২ জন ভূমিহীন ও অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধার জন্য বাসস্থান নির্মাণ;
- ১০৯০১ জন মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের সন্তান-সন্ততিকে জন্য ক্ষুদ্রঋণ প্রদান;
- ডিজিটাল পদ্ধতিতে (জি-টু-পি পদ্ধতিতে) সকল মুক্তিযোদ্ধার সম্মানী ভাতাসহ সকল প্রকার ভাতা প্রদান;
- ৩৭৮ টি উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ ;
- ৬৩ টি জেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ ;
- ৪৮৩ টি মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি স্থাপনা সংরক্ষণ ও পুনঃনির্মাণ;
- মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক ৫২টি স্থান সংরক্ষণ ও স্মৃতি যাদুঘর নির্মাণ;
- যুদ্ধাহত ও খেতাবপ্রাপ্ত ১০২৮ জন মুক্তিযোদ্ধাকে স্মার্ট আইডি কার্ড প্রদান;
- লাল মুক্তিবার্তাভুক্ত ও গেজেটে প্রকাশিত মুক্তিযোদ্ধাদের নামের তালিকা ডিজিটাইজেশন করণ (Digitization) [লাল মুক্তিবার্তাভুক্ত, গেজেটভুক্ত, ভারতীয় তালিকা]; এবং
- ৬২২৫ টি প্রতিষ্ঠান/লাইব্রেরিতে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক বই-পুস্তক অনুদান হিসেবে বিতরণ।

উল্লেখযোগ্য ই-সার্ভিস, সেবা সহজিকরণ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন

- মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক পোর্টাল www.ff.molwa.gov.bd থেকে ট্র্যাকিং নম্বর দিয়ে অনুসন্ধানের মাধ্যমে বীর মুক্তিযোদ্ধার সকল তথ্য প্রিন্ট ও ডাউনলোড করা যায়;

- E- Forward diary বাস্তবায়ন;
- মুক্তিযোদ্ধাদের সমন্বিত তালিকা প্রণয়ন;
- মুক্তিযোদ্ধাদের সমন্বিত তালিকা Validation Tool প্রস্তুত করা;
- মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তরসমূহের অফিসে প্রতিষ্ঠানের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান। মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর সমূহের অফিসে বিভিন্ন দিক নির্দেশনামূলক/ নীতি-নৈতিকতা বিষয়ক স্টিকার, লিফলেট লাগানো যেমন টয়লেটের ব্যবহার, বিদ্যুৎ সাশ্রয়, অফিসে সহকর্মীদের সাথে আচরণ ইত্যাদি; এবং
- মন্ত্রণালয় এর হালনাগাদ কার্যক্রম মন্ত্রণালয়ে অবস্থিত ডিসপ্লে বোর্ড এর মাধ্যমে প্রদর্শন।

চ্যালেঞ্জ

- মুক্তিযোদ্ধাদের গেজেট, সনদ ও প্রত্যয়নের আবেদন সীমিত জনবল নিয়ে দ্রুততার সাথে নিস্পত্তিকরণ;
- বিভিন্ন কারণে উদ্ভূত রিট ও অন্যান্য মামলাসমূহ যথাসময়ে নিস্পত্তিকরণ;
- অনুমোদিত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ যথাসময়ে বাস্তবায়ন; এবং
- ভবিষ্যত প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা প্রধান চ্যালেঞ্জ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- লালমুক্তিবার্তা ও ভারতীয় তালিকায় অন্তর্ভুক্ত অবশিষ্ট ও জামুকার সুপারিশকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের নাম পর্যায়ক্রমে গেজেটে প্রকাশ, পর্যায়ক্রমে সকল মুক্তিযোদ্ধাকে চিকিৎসা সুবিধা প্রদানসহ অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের আবাসনের নিমিত্ত সারাদেশে ৮ (আট) হাজার বাসস্থান নির্মাণ;

- নতুন প্রজন্মের মাঝে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাগ্রতকরণ,সারাদেশের সকল সম্মানী ভাতাভোগী মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী-ভাতা ম্যানুয়াল পদ্ধতির পরিবর্তে ডিজিটাল পদ্ধতিতে (জি-টু-পি পদ্ধতিতে) দ্রুততম সময়ে তাঁদের নিজ নিজ ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে পরিশোধের ব্যবস্থা করাসহ অনুমোদিত সকল উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন; এবং
- মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলি সম্বলিত যথাক্রমে ঢাকায় ও মেহেরপুরে ২টি প্যানোরোমা স্থাপন।

স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

রূপকল্প

জনঅংশগ্রহণে কার্যকর স্থানীয় সরকার।

অভিলক্ষ্য

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ এবং গ্রাম ও শহরে টেকসই, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও পরিবেশবান্ধব অবকাঠামো উন্নয়ন এবং আর্থ-সামাজিক খাতে কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।

কৌশলগত উদ্দেশ্য

- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে সুশাসন সংহতকরণ;
- গ্রাম ও শহরের অবকাঠামো উন্নয়ন;
- প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- নাগরিক সুবিধার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ; এবং
- নিরাপদ পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন।

বিগত তিন বছরে এপিএ-তে অর্জিত নম্বর

অর্থবছর	অর্জিত নম্বর
২০১৮-২০১৯	৯০.৮০
২০১৭-২০১৮	৮০.৩৩
২০১৬-২০১৭	৯৪.২৩

এপিএ বাস্তবায়নের ফলে প্রধান অর্জন

- জনপ্রতিনিধি, কর্মকর্তা ও সহায়ক জনবলের দেশে প্রশিক্ষণ: ৩,৮৮,৫৫৬জন;
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধি/কর্মকর্তাদের জন্য বিদেশে শিক্ষাসফর: ১,২৮৯জন;
- পল্লী এলাকায় কাঁচা সড়ক পাকাকরণ: ৩০,২৬৯ কি.মি. ;
- পল্লী এলাকায় সড়কে ব্রিজ, কালভার্ট নির্মাণ: ১,৬১,৪৬০ কি.মি.;
- হাট-বাজার ও গ্রোথ সেন্টার উন্নয়ন: ১০১০টি;
- বহুমুখী সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ: ৪৭৩টি;
- উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ: ২৭৭টি;
- ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ: ৮০৮টি ;
- পল্লী এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি: ৪,২৪০লক্ষ জনদিবস;
- পাকা সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ: ৬২,১৮০ কি.মি.;
- পাকা সড়কে ব্রিজ, কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ: ১৮,৪১০ মিটার;
- পৌর/নগর এলাকায় ফুটপাত নির্মাণ: ১,২৯১ কি.মি.;
- পৌর/নগর এলাকায় ফুটপাত মেরামত: ৬০৪ কি.মি.;
- পৌর/নগর এলাকায় সড়ক নির্মাণ: ১,২৯১ কি.মি.;
- পৌর/নগর এলাকায় সড়ক মেরামত: ২,১৪৫ কি.মি.;
- পৌর/নগর এলাকায় সড়ক বাতি স্থাপন: ৩,৬৭০ কি.মি.;
- পৌর/নগর এলাকায় সড়ক বাতি মেরামত: ৮,৭৫০ কি.মি.;
- নগর এলাকায় ড্রেন নির্মাণ: ৩,১৪৩ কি.মি.;
- বৃক্ষরোপন: ৫,৩০,৩০০টি;
- গ্রামীণ/পৌর এলাকায় নলকূপ স্থাপন: ১,৯১,৫৩১টি;
- স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন: ২,৫৬,২৮৫টি;
- জন্ম নিবন্ধন: ৪,৩৭,৯৩,৩৬২ জন;
- মৃত্যু নিবন্ধন: ১৩,৩৪,৯৩১ জন;
- সেচ খাল খনন ও পুনঃখনন: ৩,৪৭৭ কি.মি.;
- বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ/সংস্কার: ১,৪৩২ কি.মি.; এবং
- বন্যা ব্যবস্থাপনা উদ্দেশ্যে রেগুলেটর নির্মাণ/সংস্কার: ৯৯৬টি।

উল্লেখযোগ্য ই-সার্ভিস, সেবা সহজিকরণ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন

ক) ই-সেবার বিবরণ :

- ই-লাইব্রেরি;
- Citizen's Charter (Digital Version);
- সেবা গ্রহীতার মতামত পরিবীক্ষণ;
- যানবাহন ডাটাবেস (সিটি কর্পোরেশন);
- স্টোর এন্ড রিকুইজিশন (এল জি ডি); এবং
- বিদেশ ভ্রমণের প্রতিবেদন দাখিল।

সিটিজেন চার্টার (ডিজিটাল ভার্সন)

ই -লাইব্রেরি

খ) ইনোভেশনের বিবরণ:

- এলজিইডির উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সম্পর্কে তথ্য প্রদান এবং উক্ত কার্যক্রম সম্পর্কিত মতামত প্রদান;
- ই-ওয়াটার এটিএম: এর মাধ্যমে নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠিদের পানি প্রদান; এবং
- পানির উৎস বা টিউবওয়েলের বরাদ্দ প্রাপ্তির তথ্য প্রদানের ই-সেবা।

ই-ওয়াটার এটিএম বুথ

গ) এস আই পির বিবরণ:

- LAN ব্যবহার করে IP Telephony সুবিধা চালুকরণ;
- 'নামাজের জন্য স্থান সংরক্ষণ'; এবং
- মহিলা কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের জন্য আধুনিক টয়লেট স্থাপন।

ঘ) এস পি এস-এর বিবরণ:

- ওয়েবসাইটে পত্র আপলোড; এবং
- ICT Support.

চ্যালেঞ্জ

- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নিজস্ব আয়/সম্পদ বৃদ্ধি;
- গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণে প্রয়োজনীয় অর্থায়ন;
- আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সকল পর্যায়ে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ;
- পরিকল্পিত, নিরাপদ ও টেকসই নগর অবকাঠামো উন্নয়ন;
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়ন;
- জলাবদ্ধতা দূরীকরণ;
- প্রতিবন্ধী সংবেদনশীল ফুটপাত নির্মাণ; এবং
- পাবলিক টয়লেটের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং মহানগরী ও পৌর এলাকায় ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীকে আধুনিক জনবান্ধব নগর সেবা প্রদান।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে অধিকতর শক্তিশালী করা;
- ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার;
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও ঢাকাসহ বড় বড় শহরে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইনসিনারেশন প্ল্যান) তৈরি;
- পল্লী ও শহর এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য রাস্তা, ব্রিজ-কালভার্ট, ড্রেন, ফুটপাত নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের পাশাপাশি গুনগত মান উন্নয়ন;
- উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়নে গুণগতমান, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও আর্থিক শৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণে মনিটরিং কার্যক্রম জোরদারকরণে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর পদ্ধতি প্রবর্তন; এবং
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়নের ক্ষেত্রে বর্জ্যের পৃথকীকরণ ও রিসাইক্লিং এর উদ্যোগ গ্রহণ করা।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

রূপকল্প

উন্নত জীবন এবং যত্নশীল সমাজ।

অভিলক্ষ্য

সামাজিক সুরক্ষা প্রদান, ক্ষমতায়ন এবং উন্নয়নের মাধ্যমে দরিদ্র, অসহায়, সুবিধাবঞ্চিত ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জীবনমানের উন্নতি সাধন।

কৌশলগত উদ্দেশ্য

- দরিদ্র/অসচ্ছল ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সামাজিক সুরক্ষা জোরদারকরণ;
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমন্বিত ও সমউন্নয়ন নিশ্চিতকরণ;
- সামাজিক ন্যায় বিচার ও পুনঃএকীকরণ (Reintegration);
- আর্থসামাজিক উন্নয়নে সামাজিক সাম্য (Equity) নিশ্চিতকরণ; এবং
- প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।

বিগত তিন বছরে এপিএ-তে অর্জিত নম্বর

অর্থবছর	অর্জিত নম্বর
২০১৮-২০১৯	৯০.৭৭
২০১৭-২০১৮	৯২.২৮
২০১৬-২০১৭	৮৭.১৬

এপিএ বাস্তবায়নের ফলে প্রধান অর্জন

- ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ২৭.২২ লক্ষ জন ভাতাভোগির স্থলে ২০১৯-২০ অর্থবছরে বয়স্কভাতাভোগীর সংখ্যা উন্নীত হয়েছে ৪৪.০০ লক্ষ জনে। বৃদ্ধির হার ৬১.৮৬%;
- ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিধবা, স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতাভোগীর সংখ্যা উন্নীত হয়েছে ১৭.০০ লক্ষ জনে;
- ২০১৯-২০ অর্থবছরে অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর সংখ্যা উন্নীত হয়েছে ১৫.৪৫ লক্ষ জনে;
- ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি গ্রহীতার সংখ্যা উন্নীত হয়েছে ১.০০ লক্ষ জনে;
- ২০১৯-২০ অর্থবছরে বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে ভাতাভোগীর সংখ্যা উন্নীত হয়েছে ৫০০০০ জনে;
- ২০১৯-২০ অর্থবছরে হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে ভাতাভোগীর সংখ্যা উন্নীত হয়েছে ২৬০০ জনে;
- ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগ ও থ্যালাসেমিইয়া রোগীদের সর্বমোট সহায়তা প্রদান করা হয়েছে ৬৬ হাজার ৯৮২ জনকে;
- চাইল্ড হেল্প লাইনের মাধ্যমে কল গ্রহণের সংখ্যা ৩৫৮৬৩৫টি;
- সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ (বিনিয়োগ ও পুনঃবিনিয়োগ) প্রদান ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আকারে যা ৫৭১ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা; বৃদ্ধির হার ৫৩.৩৮%;
- ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের আবাসন, ভরণপোষণ ও শিক্ষা ৯৫০০০ জনে উন্নীত করা হয়েছে;
- ২০১৯-২০ অর্থবছরে ফ্রেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত ২০০ (দুইশত)জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ১৪০ (একশত চল্লিশ) জনকে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে; এবং
- প্রত্যন্ত অঞ্চলের অটিজমসহ প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে ৩২টি মোবাইল থেরাপি ভ্যানের মাধ্যমে এ পর্যন্ত বিনামূল্যে নিবন্ধিত থেরাপিউটিক সেবা গ্রহিতার সংখ্যা ৩,০৭,৯৭৪ জন এবং প্রদত্ত সেবা সংখ্যা ৬,৮৩,১০৩টি।

উল্লেখযোগ্য ই-সার্ভিস, সেবা সহজিকরণ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন

ক) ই-সেবার বিবরণ:

- প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়সমূহের প্রতিষ্ঠা/স্বীকৃতি এবং এমপিও ভুক্তির অনলাইন আবেদন;
- অনলাইন রিকুইজিশন সিস্টেম;
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির তথ্য ভান্ডার (www.dis.gov.bd);
- ভাতা কার্যক্রমের তথ্যভান্ডার (www.bhata.gov.bd);
- ক্যান্সার, কিডনী ও লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগ এবং থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের আর্থিক সহায়তা অনলাইন আবেদন;
- দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষণ ই-লার্নিং সেন্টার; এবং
- চাইল্ড হেল্প লাইন ১০৯৮।

খ) ইনোভেশনের বিবরণ:

- বেসরকারি ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট ম্যানেজমেন্ট এবং কেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম;
- অ্যাপ : MyDSS (Contact Management System);
- স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ সহজিকরণে;
- ভাতা কার্যক্রমের ই-পেমেন্ট;
- পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রমের হিসাব সহজিকরণ "ম্যাজিক ব্যালেন্স";
- চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির ডাটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম;
- মাইক্রো ক্রেডিট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম;
- প্রবেশন অ্যাপ: সুরক্ষা; এবং
- শিশু পরিবারে অনলাইন ভর্তি কার্যক্রম।

গ) এস আই পি'র সংখ্যা ও বিবরণ:

- ডিজিটাল ডিসপ্লেবোর্ড KIOSK স্থাপন;
- ভবন নির্দেশিকা স্থাপন;
- ডিজিটাল হাজিরা চালু; এবং
- অফিস বিল্ডিং প্রতিবন্ধী বান্ধবকরণ।

ঘ) এস পি এস'র সংখ্যা ও বিবরণ :

- দেশের বিভিন্ন দুর্গম এলাকায় অবস্থিত প্রতিবন্ধী প্রতিষ্ঠান এর আবেদন সহজে মন্ত্রণালয়ে পৌছানো এবং শুদ্ধতা নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি শিথিল করে আবেদন দাখিল সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি সহজতর করা হয়েছে।

চ্যালেঞ্জ

এপিএ বাস্তবায়নে মূল চ্যালেঞ্জ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতার ঘাটতি।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- মন্ত্রণালয় ও অওতাধীন দপ্তর/সংস্থার এপিএ চুক্তি কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শাখা, কর্মসূচি ও কার্যক্রম ভিত্তিক ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী নির্ধারণ করতে হবে;
- এপিএ চুক্তি বাস্তবায়নে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবল গড়ে তুলতে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণের সংখ্যা ও মানবৃদ্ধির পরিকল্পনা হাতে নিতে হবে;
- এপিএ একটি মূল্যায়ন টুল-এই ধারণা সকলস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিশ্বাসে, বাধ্যবাধকতায় আনতে হবে;
- সকলকে সচেতন করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে, তবেই এপিএ চুক্তি কার্যকর ভাবে, মূল উদ্দেশ্য সাধনে বাস্তবায়ন করা যাবে; এবং
- প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের কার্যক্রম সম্প্রসারণ করতে হবে।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

রূপকল্প

"দক্ষ ও কার্যকর জনপ্রশাসন"।

অভিলক্ষ্য

"প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি দক্ষ, সেবামুখী, কল্যাণধর্মী ও দায়বদ্ধ জনপ্রশাসন গড়ে তোলা"।

কৌশলগত উদ্দেশ্য

- প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- সরকারি কর্মচারীদের কল্যাণমূলক কর্যক্রম জোরদারকরণ; এবং
- জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণ।

বিগত তিন বছরে এপিএ-তে অর্জিত নম্বর

অর্থবছর	অর্জিত নম্বর
২০১৮-২০১৯	৯০.৩৮
২০১৭-২০১৮	৯২.১৪
২০১৬-২০১৭	৯৫.৪৬

এপিএ বাস্তবায়নের ফলে প্রধান অর্জন

- প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জনপ্রশাসনে বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন ক্যাডারে ২০৬৯৮ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে;
- দক্ষতা উন্নয়নে ১৪০০ কর্মচারীকে বছরে ৬০ ঘন্টার বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য জনপ্রশাসনের বিভিন্ন ক্যাডারের পদধারী ১০২০ জনকে শিক্ষা অনুদান প্রদান করা হয়েছে;
- দেশের অভ্যন্তরে ৬২৫৭জন এবং বিদেশে ৪১৬২জন কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- সরকারি কর্মচারীদের কল্যাণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে চাকরিরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী ১০৬১৯ জন কর্মচারীর পরিবারকে এককালীন অনুদান প্রদান করা হয়েছে এবং ০৫ (পাঁচ) কর্মদিবসের মধ্যে চেক ইস্যু করা হচ্ছে;
- দাপ্তরিক কাজের গতিশীলতা ও সরকারি অর্থ সাশ্রয়ের লক্ষ্যে ৩৭৯৪ জন প্রাধিকারপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীকে গাড়ি ক্রয়ের জন্য অগ্রিম ঋণ প্রদান এবং প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের গাড়ি ক্রয় বাবদ গৃহীত ঋণের অবচয় সুবিধা নির্ধারণ করা হয়েছে;
- সকল ক্যাডারভুক্ত নবনিয়োগকৃত কর্মকর্তাদের একাধিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ আয়োজনের মাধ্যমে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ জট হ্রাস করা হয়েছে;
- ০৪ (চার) কর্মদিবসের মধ্যে পেনসনের আবেদন নিষ্পত্তি করা হচ্ছে;
- সরকারি কর্মচারী আইন ২০১৮ জারি করা হয়েছে;
- জনপ্রশাসনে সুশাসন ও উদ্ভাবন উৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে প্রতি বছর জনপ্রশাসন পদক প্রদান করা হচ্ছে;
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে কর্মচারীদের ACR সংক্রান্ত তথ্য আপলোড করা হয়েছে;
- Career Planning এর রূপরেখা চূড়ান্ত করা হয়েছে; এবং
- মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য ই-সার্ভিস, সেবা সহজিকরণ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন

- সরকারি কর্মচারিদের পদায়ন/বদলি/পদোন্নতি অফিস আদেশ মোবাইলে নোটিফিকেশন প্রেরণের মাধ্যমে কর্মকর্তাগণকে অবহিতকরণ;
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ডিসপ্লে বোর্ড (কিয়স্ক) স্থাপন; এবং
- অনুসন্ধানের মাধ্যমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট থেকে এবং এ্যাপের মাধ্যমে মোবাইল থেকে সরকারি বিধি-বিধান সংগ্রহ।

চ্যালেঞ্জ

- নিরাপত্তা বিভাগ, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বিভিন্ন বি.সি.এস.ক্যাডারে নিয়োগের চূড়ান্ত আদেশ জারিকরণ এবং অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে অডিট অধিদপ্তরের উপর নির্ভরশীলতা একটি প্রতিবন্ধকতা;
- নিয়োগের অব্যবহিত পরে সকল ক্যাডার কর্মচারীর জন্য বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা ও মনোনীত কর্মচারীকে প্রশিক্ষণের জন্য অবমুক্ত না করা লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা; এবং
- SDGs Roadmap অনুসারে Lead, Co-lead এবং Associate মন্ত্রণালয় হিসেবে সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনার জন্য পৃথক শাখা/অনুবিভাগ সৃজন এবং দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে কর্মচারীদের অবহিতকরণ একটি উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- নিয়োগের অব্যবহিত পরে বিসিএস ক্যাডারভুক্ত কর্মচারীকে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে প্রেরণ, বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ৬০ ঘন্টা বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণ ও কোর প্রশিক্ষণসমূহ অব্যাহত রাখা ও এসকল প্রশিক্ষণে ২৫% মহিলা কর্মচারী মনোনয়নের কার্যক্রম গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে;
- শূন্য পদে দ্রুত নিয়োগ প্রদান অব্যাহত রাখা হবে;
- Career Planning রূপরেখার খসড়া ও সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের খসড়া নিয়োগ নীতিমালা চূড়ান্তকরণ সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে;

- Sustainable Development Goals (SDGs) এবং ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অভীষ্ট ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রণীত Road Map অনুযায়ী প্রণীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে; এবং
- গাড়ি সেবা নগদায়ন, কল্যাণ অনুদান, জিপিএফ ঋণগ্রহণের জন্য আবেদন ইত্যাদি অনলাইনে চালু হবে।

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

রূপকল্প

সকলের জন্য সাশ্রয়ী ও মানসম্মত চিকিৎসা সেবা।

অভিলক্ষ্য

স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে সবার জন্য সুলভে মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করে একটি সুস্থ সবল ও কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা।

কৌশলগত উদ্দেশ্য

- সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ সম্প্রসারণ;
- স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়ন;
- সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা জোরদারকরণ;
- উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন; এবং
- ঔষধ খাতের মানোন্নয়ন এবং আমদানি ও রপ্তানিযোগ্য ঔষধের মান নিয়ন্ত্রণ।

বিগত তিন বছরে এপিএ-তে অর্জিত নম্বর

অর্থবছর	অর্জিত নম্বর
২০১৮-২০১৯	৯০.১৫
২০১৭-২০১৮	৯০.১০
২০১৬-২০১৭	৮৭.৯২

এপিএ বাস্তবায়নের ফলে প্রধান অর্জন

- নবজাতকের মৃত্যু হার হ্রাস পেয়ে ২০১৭ সালে প্রতি হাজারে ১৭ এ দাঁড়িয়েছে (এসভিআরএসএস-২০১৭), যা ২০১৪ সালে ছিল ২১;
- সকল প্রকার টিকা গ্রহণকারী ১২ মাসের কম-বয়সী শিশুর হার ২০১৭ সালে ৮২.৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে যা ২০১৪ সালে ছিল ৭৮.০০ শতাংশ;
- মাতৃমৃত্যু হ্রাস পেয়ে বর্তমানে প্রতি লক্ষ জীবিত জন্মে ১৭২ এ দাঁড়িয়েছে, যা ২০১৪ সালে ছিল ১৯৩ (এসভিআরএস-২০১৭);
- গ্রামীণ জনগণের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকল্পে ১৩,৭০৭টি কমিউনিটি ক্লিনিক যথাযথ জনবল ও পর্যাপ্ত ঔষধ দিয়ে কার্যকরভাবে চালু করা হয়েছে;
- বিগত বছরে ১৪,১৮১জন চিকিৎসক নিয়োগ দেয়া হয়েছে এবং ১৯,৭৭৫জন নার্স ও ১,১৫০জন মিডওইয়াইফ নিয়োগ দেয়া হয়েছে;
- স্বাস্থ্যসেবার আইনগত ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে মানবদেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন (সংশোধন) আইন-২০১৮, মানবদেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন (সংশোধন) বিধিমালা-২০১৮, বাংলাদেশ জাতীয় নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল আইন, ২০১৬, জাতীয় ঔষধ নীতি, ২০১৬ এবং মানসিক স্বাস্থ্য আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে;
- বিভিন্ন দগ্ধ রোগীদের চিকিৎসার জন্য ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট চালু হয়েছে;
- কমিউনিটি ক্লিনিক হতে DHIS২ তে প্রাপ্ত সম্পূর্ণ তথ্যসংগ্রহের জন্য ১৩ হাজারের অধিক কমিউনিটি ক্লিনিকে ১টি করে কম্পিউটার এবং প্রায় ২৪ হাজার স্বাস্থ্য কর্মীদের ট্যাবসহ ইন্টারনেট সংযোগ দেওয়া হয়েছে;
- স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এমআইএস শাখায় সমন্বয় কেন্দ্রসহ ৯৪টি হাসপাতালে উন্নতমানের টেলিমেডিসিন কার্যক্রম চালু করা হয়েছে;
- অটিজম ও নিউরোডেভেলপমেন্ট ডিজঅর্ডারে আক্রান্ত শিশুদের জন্য ২৫টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে; এবং
- ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে ৯৯% (৬-৫৯ মাস বয়সী) শিশুদেরকে ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়েছে। ৯৮% গর্ভবতী মহিলাদের মাঝে আয়রন ফলিক এসিড (আইএফএ) ট্যাবলেট বিতরণ করা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য ই-সার্ভিস, সেবা সহজিকরণ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন

সেবা সহজিকরণ (SPS)

- পদোন্নতি সহজিকরণ;
- টেলিমেডিসিন সেবা প্রদান ও গ্রহণ; এবং
- দুর্গম এলাকার স্বাস্থ্য সেবা সহজিকরণ।

উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ

- ডিজিটাল বালার মাধ্যমে গর্ভকালীন সেবা;
- Digital Patient Entry & Database Service;
- ই-রিপোর্টিং সিস্টেম; এবং
- রোগীর সেবায় নাইটিংগেল এপ্রোচ।

চ্যালেঞ্জ

- সীমিত সম্পদ ও দক্ষ মানবসম্পদের স্বল্পতা;
- অপ্রতুল সরঞ্জামাদি ও দুর্বল অবকাঠামো, বেসরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান/ব্যবস্থাপনার উপর সরকারের সীমিত নিয়ন্ত্রণ;
- ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার বিপরীতে চিকিৎসক ও চিকিৎসা সেবা প্রতিষ্ঠানের বৃদ্ধির অসমানুপাতিক হার; এবং
- ন্যাশনাল কন্ট্রোল ল্যাবরেটরিকে WHO এর Prequalification প্রাপ্তির পাশাপাশি PIC/s এর সদস্য ভুক্তি হওয়া।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- তৃণমূল পর্যায়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণে পর্যায়ক্রমে আরও ১০৩৯টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ;
- ৪৫টি ৩১শয্যা বিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ;
- বিভাগীয় শহরে কিডনী ডায়ালাইসিস ও ক্যান্সার চিকিৎসা সেবার সম্প্রসারণ এবং
- জনগণের পুষ্টিমান উন্নয়নে ভিটামিন-এ পরিপূরক গ্রহীতার হার ১০০ ভাগে উন্নীতকরণ;
- চিকিৎসা ব্যয় হ্রাসের লক্ষ্যে বেসরকারি ডায়াগনস্টিক সেন্টারের বিভিন্ন টেস্টে ও ফি পুনঃনির্ধারণ;
- টেলিমেডিসিন এবং ই-হেলথ সার্ভিস সম্প্রসারণ;
- কার্যকর রেফ্যারেল পদ্ধতি চালু করা এবং স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়নে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন;

- ন্যাশনাল কন্ট্রোল ল্যাবরেটরিকে WHO এর Prequalification প্রাপ্তির পাশাপাশি PIC/s এর সদস্য ভুক্তি করা;
- NRA এবং NCL-কে WHO কর্তৃক Functional হিসাবে স্বীকৃতি অর্জন করা; এবং
- প্রতিটি বিভাগীয় শহরে একটি করে বিশেষায়িত শিশু হাসপাতাল নির্মাণ করা।

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

রূপকল্প

বিশ্বমানের জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যবস্থা।

অভিলক্ষ্য

দেশের উন্নয়ন ও জনকল্যাণে আধুনিক পদ্ধতিতে পরিসংখ্যান প্রস্তুত এবং উন্নততর তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে তা বিশ্লেষণ, সংরক্ষণ ও প্রকাশ।

কৌশলগত উদ্দেশ্য

- মৌলিক সূচকসমূহের তথ্য/উপাত্ত সহজলভ্যকরণ;
- জরিপ/শুমারি পরিচালনা জোরদারকরণ; এবং
- পরিসংখ্যান ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ ও প্রতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি

বিগত তিন বছরে এপিএ-তে অর্জিত নম্বর

অর্থবছর	অর্জিত নম্বর
২০১৮-২০১৯	৯০.১৪
২০১৭-২০১৮	৯০.৫৭
২০১৬-২০১৭	৮৬.২০

এপিএ বাস্তবায়নের ফলে প্রধান অর্জন

- বস্তি শুমারি ও ভাসমান লোক গণনা -২০১৪ এর রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে;
- iCADE Software ব্যবহার ও ICR মেশিনে ২০১১ সালের আদমশুমারি ও গৃহগণনা তথ্য প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে; এর ভিত্তিতে ১৪ (চৌদ্দ) টি মনোগ্রাফ এবং ০১ (এক) টি পপুলেশন প্রজেকশন প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে;
- SDG indicator সমূহ পরিবীক্ষণের জন্য ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সমন্বয় করে "Setting Priorities for Data Support to 7th FYP and SDGs: An Overview" প্রকাশ করা হয়েছে;
- প্রবাস আয়ের বিনিয়োগ সম্পর্কিত জরিপ ২০১৬-এর রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে;
- Bangladesh Disaster-related Statistics ২০১৫-এর রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে;
- Household Income and Expenditure survey ২০১৬-এর রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে;
- Labor Force Survey ২০১৬-১৭-এর রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে;
- Survey on effective Coverage on Basic Social Services ২০১৭-এর রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে;
- ৬৪ জেলার Small Area Atlas প্রকাশ করা হয়েছে;
- Violence Against Women Survey-২০১৫-এর রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে;
- Citizen Household Survey ২০১৮ এবং Court User Survey ২০১৮-এর চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে;
- Agriculture and Rural Statistics Survey ২০১৮-এর রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে;
- কৃষি শুমারি ২০১৯ পরিচালনা করাসহ প্রাথমিক রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে;
- জনশুমারি ও গৃহ গণনা ২০২১ এর প্রাথমিক প্রস্তুতির অংশ হিসাবে প্রথম জোনাল অপারেশন করা হয়েছে;
- Multiple Indicator Cluster survey (MICS) ২০১৯-এর রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে; এবং
- সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের নেতৃত্বে ৫০ সদস্যবিশিষ্ট জাতীয় উপাত্ত সমন্বয় কমিটি (National Data Coordination Committee-NDCC) গঠন করা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য ই-সার্ভিস, সেবা সহজিকরণ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন

- উদ্ভাবন ক্যালেন্ডার;
- বাংলাদেশ পরিসংখ্যান;
- Overseas visit Tracker;
- হাউজহোল্ড লিষ্টিং সিস্টেম;
- এক দপ্তর থেকে অন্য দপ্তরে তথ্য প্রদানের জন্য Google Chrome/Google Doc-এর ব্যবহার; এবং
- Digital Content Management System.

চ্যালেঞ্জ

SDGs এর সূচকসমূহের সাথে বিবিএস এর প্রচলিত সূচকসমূহের সংজ্ঞা, ধারণা, মেটাডাটা, ইত্যাদি প্রমিতকরণ একটি বড় চ্যালেঞ্জ। তথ্য প্রদানে উত্তরদাতার অনীহা, এছাড়া বিভিন্ন দপ্তর/প্রতিষ্ঠান তথ্য Secondary Source সমূহের নিকট থেকে প্রয়োজনীয় Secondary Administrative Data সংগ্রহ করার ক্ষেত্রেও দীর্ঘসূত্রিতা ও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, যা কমিয়ে আনা হবে অন্যতম একটি চ্যালেঞ্জ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

জনবল নিয়োগ এবং দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণের জন্য আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার, প্রযুক্তিগত ও পেশাগত নেটওয়ার্ক শক্তিশালীকরণ, পরিসংখ্যান প্রস্তুতকরণে তথ্য-উপাত্ত সংক্রান্ত সংজ্ঞা, ধারণা ও পদ্ধতির প্রমিতকরণ ও সামঞ্জস্য বিধানে পরিসংখ্যান আইন ২০১৩ অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। জাতীয় উপাত্ত সমন্বয় কমিটি (NDCC) এবং এর আওতায় বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক কারিগরি কমিটির মাধ্যমে ডাটা প্রদানকারী সংস্থাসমূহের সাথে নিবিড় যোগাযোগ স্থাপন অব্যাহত থাকবে। এছাড়া সকল জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক রোড ম্যাপের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিসংখ্যান প্রণয়ন করা এ বিভাগের পরামর্শ/ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা রয়েছে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

রূপকল্প

শোভন (decent) কর্ম পরিবেশ এবং শ্রমিকদের উন্নত জীবনমান।

অভিলক্ষ্য

শিল্প-প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃজন, শান্তিপূর্ণ শিল্প সম্পর্ক নিশ্চিতকরণ, শিশুশ্রম নিরসন এবং দক্ষ শ্রমশক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি।

কৌশলগত উদ্দেশ্য

- শ্রম সম্পর্কিত কমপ্লায়েন্স উন্নয়ন;
- কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে কর্মপরিবেশ উন্নয়ন;
- শ্রমিকদের কল্যাণ জোরদারকরণ;
- কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি; এবং
- উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি।

বিগত তিন বছরে এপিএ-তে অর্জিত নম্বর

অর্থবছর	অর্জিত নম্বর
২০১৮-২০১৯	৮৯.৫৬
২০১৭-২০১৮	৯০.৪৯
২০১৬-২০১৭	৯০.৪২

এপিএ বাস্তবায়নের ফলে প্রধান অর্জন

- শ্রম সম্পর্কিত কমপ্লায়েন্স উন্নয়নের লক্ষ্যে মোট ১৬,৭১৬টি কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এতদউদ্দেশ্যে সর্বমোট ১,৭৩,৬৬৮টি কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন সম্পন্ন করা হয়েছে;
- কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের কর্মপরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিতকরণের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের আবেদন শতকরা ১০০ ভাগ নিশ্চিত করা হয়েছে;
- শ্রমিক কল্যাণ জোরদারকরণের উদ্দেশ্যে ১৪টি বেসরকারি শিল্প সেক্টরে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছে;
- শ্রমিকদের তাদের পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও মৃত্যুঝুঁকি জনিত বিষয়ে মোট ১৪,৬০৯জন শ্রমিককে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন এবং কেন্দ্রীয় তহবিল হতে অনুদান প্রদান করা হয়েছে; এবং
- মোট ১৩৬১৩জন শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হতে প্রত্যাহার করা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য ই-সার্ভিস, সেবা সহজিকরণ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন

ক) ই-সেবার বিবরণ:
সিটিজেন চার্টার ব্যত্যয় সংক্রান্ত অভিযোগ সিস্টেম

- শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সিটিজেন চার্টারভূক্ত সেবা ব্যত্যয় সংক্রান্ত অভিযোগসমূহ অনলাইনের মাধ্যমে গ্রহণ করে দ্রুত নিষ্পত্তি করা হচ্ছে।

খ) ইনোভেশনের বিবরণ:
১) Task Management System (TMS)

- এই উদ্ভাবনটি ব্যবহার করে একজন কর্মকর্তা তাঁর দৈনন্দিন ক্যালেন্ডার মেইন্টেইন করতে পারেন। এছাড়াও অন্য কর্মকর্তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব নির্ধারিত সময়ে সঠিকভাবে সম্পন্ন হচ্ছে কিনা তা পরিবীক্ষণ করতে পারেন।

২) রীট মামলা ডাটাবেজ ও মনিটরিং সিস্টেম

- মামলার তথ্য সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণের লক্ষ্যে উল্লিখিত সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে। এর ফলে মামলার তথ্য কম্পিউটার ডাটাবেজে সংরক্ষিত থাকে। তাই সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ ইন্টারনেটের মাধ্যমে যে কোন স্থান থেকে মামলার তথ্য দেখতে পারেন।

৩) Online Based Requisition and Inventory Management system.

- বিভিন্ন শাখা থেকে সেবা শাখায় অনলাইনে চাহিদাপত্র প্রেরণের ফলে চাহিদাপত্র বারবার হারিয়ে যাওয়ার সমস্যা থেকে উত্তরণ ঘটবে এবং সময় ও খরচ বাঁচবে এবং কর্মকর্তাদের ভোগান্তির অবসান হবে।

গ) এস আই পি'র বিবরণ:

- করিডোরে ও সভাকক্ষে ফুলের টব প্রতিস্থাপন;
- সৌন্দর্য বর্ধন স্টিকার, নির্দেশিকা বোর্ড ও নাম ফলক প্রতিস্থাপন; এবং
- ডিজিটাল হাজিরা, সিসিটিভি ক্যামেরা ও পানির ফিল্টার প্রতিস্থাপন।

চ্যালেঞ্জ

- গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক সূচকের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের ক্ষেত্রে উপাত্তের অভাব;
- জটিল প্রকৃতির কাজের বাস্তবায়ন পদ্ধতিতে অনিশ্চয়তার আশংকা;
- মাঠ পর্যায়ে অবকাঠামোগত দুর্বলতা এবং মাঠ পর্যায়ের অফিসের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে জটিলতা;
- এপিএ কার্যক্রম বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণের অভাব; এবং
- কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য অপর্যাপ্ত জনবল।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- জটিল প্রকৃতির কাজ এপিএতে অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে সূচকের মূল্যায়নের স্কেলে ভিন্নরূপ নমনীয় পদ্ধতি সংযোজন করা; এবং
- মাঠ পর্যায়ের অফিসের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন এবং অন্যান্য অবকাঠামোগত ও যন্ত্রপাতির সুবিধা উন্নত করা।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

রূপকল্প

বিজ্ঞানমনস্ক জাতি।

অভিলক্ষ্য

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণা, প্রযুক্তি উদ্ভাবন, উন্নয়ন, পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনসহ পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার, প্রচার, প্রসার এবং সফল প্রয়োগের মাধ্যমে দেশ ও জাতির সার্বিক আর্থ-সামাজিক সমৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা প্রদান।

কৌশলগত উদ্দেশ্য

- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণায় সহায়তা প্রদান;
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জনপ্রিয়করণ;
- পরমাণুশক্তির নিরাপদও শান্তিপূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
- আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য পরিবেশবান্ধব ও টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন; এবং
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রসারে অবকাঠামো উন্নয়ন।

বিগত তিন বছরে এপিএ-তে অর্জিত নম্বর

অর্থবছর	অর্জিত নম্বর
২০১৮-২০১৯	৮৯.৩০
২০১৭-২০১৮	৯৩.৪৮
২০১৬-২০১৭	৯৫.৪৪

এপিএ বাস্তবায়নের ফলে প্রধান অর্জন

- রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত আর্থিক এবং ভৌত অগ্রগতি ২৮.০৬%;
- কক্সবাজারে ১টি পরমাণু চিকিৎসা কেন্দ্র ও ১টি Sterile Insect Technique Unit স্থাপন;
- মংলা বন্দরে ১টি তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষণ ও পরিবীক্ষণ গবেষণাগার স্থাপন;
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে সাইক্লোট্রন সুবিধাসহ পেট-সিটি স্থাপন এবং ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে পেট-সিটি স্থাপন;
- খনিজসম্পদ বিষয়ে গবেষণার জন্য জয়পুরহাটে ৩টি অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরি বিশিষ্ট Institute of Mining, Mineralogy and Metallurgy স্থাপন;
- নিরাপদ ও মানসম্পন্ন খাদ্য তৈরিতে খাদ্য প্রক্রিয়াজাত-কারকদের সহযোগিতার লক্ষ্যে ১টি আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন গবেষণাগার স্থাপন;
- ইনস্টিটিউট অব ন্যাশনাল অ্যানালাইটিক্যাল রিসার্চ এন্ড সার্ভিস নামে ১টি আধুনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন;
- ইনস্টিটিউট ফর টেকনোলজি ট্রান্সফার এন্ড ইনোভেশন শীর্ষক ১টি উৎকর্ষ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা;
- বায়োগ্যাস ও উন্নত চুলা ও স্বল্পমূল্যের সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রযুক্তির উন্নয়ন;
- আগারগাঁও এ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কমপ্লেক্স স্থাপন;
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার, ঢাকার আধুনিকায়ন;
- বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা;
- বিসিএসআইআর কর্তৃক ৮৬৫ টি গবেষণা ও উন্নয়ন (আর এন্ড ডি) প্রকল্প গৃহীত ও বাস্তবায়িত এবং ৫২ টি প্যাটেন্ট অর্জন;
- ১২,৯৯১ জন ছাত্রছাত্রীকে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (NST) ফেলোশিপ প্রদান করা হয়েছে;
- দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ৮৫৭টি গবেষণা প্রকল্পে প্রযুক্তি উদ্ভাবন, গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) প্রকল্প অনুদান প্রদান করা হয়েছে;
- বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণার লক্ষ্যে গবেষকদের মধ্যে মোট ২,৬৮৮টি গবেষণা প্রকল্পের অনুকূলে ৮৪ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা বিশেষ গবেষণা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে;
- বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্ত ফেলোশিপ ট্রাস্টের মাধ্যমে ৫১৯ জন ছাত্র/ছাত্রীকে এমএস (বিদেশে), পিএইচডি (দেশে ও বিদেশে) ও পিএইচডি উত্তর (দেশে) ফেলোশিপ প্রদান ;

- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার প্লানেটেরিয়ামে ১৪টি সায়েন্টিফিক এবং ১৬টি ডিজিটাল এক্সিবিট স্থাপন এবং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ঐতিহাসিক জীবন সংগ্রাম ভিত্তিক ৩০ মিনিটব্যাপী ডিজিটাল ফিল্ম প্রদর্শন;
- ৪৯২টি উপজেলা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্লাব এবং ৯০টি ইউনিয়ন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্লাব গঠন; এবং
- ডিএনএ প্রোফাইলিং ও সিকোয়েন্সিং এর ব্যবস্থা তৈরি ও ৩৫৭টি ডিএনএ সিকোয়েন্সিং সেবা প্রদান।

উল্লেখযোগ্য ই-সার্ভিস, সেবা সহজিকরণ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন

- ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম;
- এডিপি প্রজেক্ট মনিটরিং সিস্টেম;
- পরমাণু শক্তি কমিশনের আওতাধীন নিনমাস, বিএসএমএমইউ ক্যাম্পাস, শাহবাগ, ঢাকা এর সেবা সহজিকরণে ই-টিকেটিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে;
- অনলাইন পেশেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম: পরমাণু চিকিৎসা কেন্দ্রসমূহে অনলাইন পেশেন্ট ম্যানেজমেন্ট ব্যবস্থা চালু হওয়ায় চিকিৎসা সংক্রান্ত সেবা সহজিকরণ হয়েছে; এবং
- Online secured channel: রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র সংক্রান্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং গোপনীয় তথ্য review & assessment এর জন্য বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের সাথে রাশিয়ার VO "Safety" এরমধ্যে একটি "online secured channel" স্থাপন করা হয়েছে।

চ্যালেঞ্জ

- মন্ত্রণালয়/বিভাগের দীর্ঘদিনের চর্চিত পদ্ধতি নির্ভর হতে ফলাফল নির্ভর কার্যক্রমে অভ্যস্ত না হওয়া;
- মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় দক্ষ ও নিবেদিত জনবলের অভাব ;
- মন্ত্রণালয়ের এপিএ বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট উইং না থাকা;
- গবেষণা অনুদানসহ বিভিন্ন শিক্ষা অনুদান সঠিকভাবে মাঠ পর্যায়ে পৌছে দেয়া; এবং
- গবেষণা অনুদান প্রদানের পর গবেষণা কার্যক্রম মনিটরিং করা এবং গবেষণার ফলাফল জনগণকে অবহিত করা।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- মাঠ পর্যায়ের সকল কার্যালয়কে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মূল্যায়ন কার্যক্রমে যুক্ত করা;
- ব্যক্তিভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ;
- মন্ত্রণালয়/বিভাগে সুনির্দিষ্ট উইং গঠন; এবং
- সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও মানসিকতা পরিবর্তনে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও প্রনোদণা চালু করা।

সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

রূপকল্প

সুরক্ষিত নাগরিক।

অভিলক্ষ্য

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, দুর্যোগ মোকাবেলা, মাদক নিয়ন্ত্রণ, সুষ্ঠু কারা ব্যবস্থাপনা এবং বিদেশ গমনাগমন আরো সহজ, টেকসই ও সময়োপযোগী করার মাধ্যমে নাগরিক সেবা ও নাগরিক মর্যাদা বৃদ্ধি করা।

কৌশলগত উদ্দেশ্য

- মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি বাস্তবায়ন;
- অগ্নি এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবেলার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;
- পাসপোর্ট ও ভিসা সেবা কার্যক্রম সহজিকরণ;
- কারাগারসমূহকে সংশোধনাগারে রুপান্তর;
- সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন।

বিগত তিন বছরে এপিএ-তে অর্জিত নম্বর

অর্থবছর	অর্জিত নম্বর
২০১৮-২০১৯	৮৮.৯৯
২০১৭-২০১৮	৯২.৭৬
২০১৬-২০১৭	৯৬.৪২

এপিএ বাস্তবায়নের ফলে প্রধান অর্জন

- মাদক সংক্রান্ত অপরাধ আরো কঠোর ও কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করে ২৭.১২.২০১৮ তারিখে তা কার্যকর করা হয়েছে;
- জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত সময়কালে নতুন ৭৯টি ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন করে এগুলোর কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে;
- উদ্ধার কাজে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৬০ এবং ৫৪ মিটার উচ্চতাসম্পন্ন ৪টি টার্নটেবল লেডার, ২০,০০০ লিটার ক্ষমতা বিশিষ্ট ৪টি বিশেষ পানিবাহী গাড়িসহ অন্যান্য সাজ-সরঞ্জামাদি ক্রয় করা হয়েছে;
- মোট ১,১০,৩৪২টি অগ্নি দুর্ঘটনায় সাড়া প্রদান করা হয়েছে;
- মোট ১৪,০০৩টি অগ্নি নির্বাপণী মৌলিক প্রশিক্ষণ ও ৭৬,৬৩১টি অগ্নি নির্বাপণী মহড়া আয়োজনসহ ২২,০৪২ জন কমিউনিটি ভলান্টিয়ারকে ফায়ার সেফটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- কারাগারসমূহকে সংশোধনাগারে রূপান্তরের অংশ হিসেবে কারাবন্দিগণ কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের লভ্যাংশের ৫০% তাদেরকে প্রদান, কারাবন্দিদেরকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নসহ বিদ্যমান কারাগারসমূহের ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে;
- ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এবং সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার নতুনভাবে নির্মাণ করে নবনির্মিত কারাগারে বন্দি স্থানান্তর করা হয়েছে;
- দেশের ২৮টি কারাগারে মোট ৪৬,১৮১ জন কারাবন্দিকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- কারা হাসপাতালসমূহে ১১০ জন ডাক্তার পদায়ন করা হয়েছে;
- মহিলা কারারক্ষীদের আবাসন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ৩৯৯টি ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হয়েছে;
- মোট ১,৯০,২৯,৬৪৫ টি মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট ও ১৪,৪৬,৭২৯ টি মেশিন রিডেবল ভিসা ইস্যু করা হয়েছে;

- বিদেশে অবস্থিত ১৫টি বাংলাদেশ মিশনে পাসপোর্ট ও ভিসা উইং চালু করে অধিদপ্তরের ২৭জন কর্মচারী পদায়ন করা হয়েছে; এবং
- ৩৫টি জেলা ও আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের নিজস্ব ভবন নির্মাণ করা হয়েছে এবং এ সব অফিসে জনস্বার্থে হেল্পডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য ই-সার্ভিস, সেবা সহজিকরণ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন

- স্পেনে গমনেচ্ছু বাংলাদেশি নাগরিকগণের অনুকূলে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স অনলাইনে ইস্যুকরণ;
- বাংলাদেশি পাসপোর্ট বিদেশে প্রেরণের/বহনের ক্ষেত্রে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ ও অনুমতি প্রদান;
- অনলাইনে এসিড আমদানির লাইসেন্স নবায়ন প্রদান;
- ই-ফায়ার (e-Fire License) লাইসেন্স চালুকরণ;
- ট্রাকিংয়ের মাধ্যমে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের লাইভ অপারেশনস মনিটরিং;
- কারা অধিদপ্তরে ওয়েববেজড ডিজিটাল প্রিজন ভ্যান চালুকরণ;
- ICRC কর্তৃক কারাগার পরিদর্শনের নিমিত্ত ছাড়পত্র প্রদানের আবেদন অনলাইনে গ্রহণ এবং ছাড়পত্র অনলাইনে প্রদান;
- অনলাইনে প্রবাসী বাংলাদেশিগণের নাগরিকত্ব/প্রাক পরিচিতি যাচাই এর মাল্টি ইউজার সফটওয়্যার চালুকরণ;
- ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের জরুরি নম্বরসমূহ দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের অবহিতকরণ;
- ০২ থেকে ০৫ দিনের মধ্যে কুরিয়ার সার্ভিসের (FedEx) মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশিদের নিকট পাসপোর্ট প্রেরণ;
- কারাবন্দিদের সাথে তাদের পরিবারের সদস্যদের যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে এটুআই প্রকল্পের সহায়তায় প্রিজন লিংক কর্মসূচি চালুকরণ;
- মায়ের সাথে অবস্থানরত শিশুদের নিরাপদ প্রতিপালনের জন্য কারা অধিদপ্তর কর্তৃক দেশের ০৮টি কারাগারে ডে-কেয়ার সেন্টার চালুকরণ;
- চাকরি স্থায়ীকরণ সংক্রান্ত বিদ্যমান পদ্ধতির ০৯টি ধাপ কমিয়ে ০৪টি ধাপ নির্ধারণ; এবং
- ফায়ার লাইসেন্স প্রদানের সময়সীমা ৯০ দিন হতে কমিয়ে ২১ কর্ম দিবসে নির্ধারণ।

চ্যালেঞ্জ

সীমিত স্পেস, দক্ষ জনবলের স্বল্পতা এবং অপর্যাপ্ত সাজ-সরঞ্জাম এর মাধ্যমে মাদক নির্মূল, অগ্নিসহ অন্যান্য দুর্যোগ সফলভাবে মোকাবেলা, পাসপোর্ট ও ভিসা সেবা সহজিকরণ এবং কারাগারসমূহকে পর্যায়ক্রমে সংশোধনাগারে রূপান্তর করা এ বিভাগের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রকে ২৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ;
- মাদকাসক্ত সনাক্তকরণের জন্য ডোপটেস্ট নীতিমালা প্রণয়ন এবং মাদক সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ;
- প্রত্যেক উপজেলায় ১টি করে ফায়ার স্টেশন নির্মাণ;
- এয়ারপোর্টসমূহে ই-গেইট স্থাপন; এবং
- কারাগারে প্রিজন লিংক প্রকল্প বাস্তবায়ন, কারা প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ এবং কারাবন্দিদের ডাটাবেজ প্রস্তুতকরণ।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

রূপকল্প

ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন অসাম্প্রদায়িক সমাজ।

অভিলক্ষ্য

ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতা বিকাশের মাধ্যমে উদার ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সার্বজনীন সমাজ প্রতিষ্ঠা।

কৌশলগত উদ্দেশ্য

- ধর্মীয় ও নৈতিকতাবোধ সম্পন্ন সমাজ বিনির্মাণ;
- হজ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;
- ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার প্রতিষ্ঠানিক উন্নয়ন; এবং
- ধর্মীয় উৎসব উদ্‌যাপন ও দু:স্থ ব্যক্তিদের চিকিৎসা সেবা, অনুদান প্রদান এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।

বিগত তিন বছরে এপিএ-তে অর্জিত নম্বর

অর্থবছর	অর্জিত নম্বর
২০১৮-২০১৯	৮৮.৯৯
২০১৭-২০১৮	৮০.৫২
২০১৬-২০১৭	৯৩.৩৮

এপিএ বাস্তবায়নের ফলে প্রধান অর্জন

- ৩৪,৫২২টি মসজিদ সংস্কারের জন্য ৭৪৫,৫৯৯,০০০ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে;
- ৪,৩৫১টি ঈদগাহ/কবরস্থান সংস্কারের জন্য ৯৮,২৮৫,০০০ টাকা অনুদান বিতরণ করা হয়েছে;
- ৬,০২৫টি হিন্দু মন্দির সংস্কারে ১০২,২১১,০০০ টাকা অনুদান বিতরণ করা হয়েছে;
- ৪০৩টি হিন্দু শ্মশান সংস্কারের জন্য ১২,২৭৫,০০০ টাকা অনুদান বিতরণ করা হয়েছে;
- ৬৪৬টি বৌদ্ধ ধর্মীয় প্যাগোডা সংস্কারের জন্য ২১,৩৫৯,০০০ টাকা অনুদান বিতরণ করা হয়েছে;
- ১৪৯টি বৌদ্ধ ধর্মীয় শ্মশান সংস্কারের জন্য ৩,৮৬৬,০০০ টাকা অনুদান বিতরণ করা হয়েছে;
- ৬৮টি খ্রিস্টান ধর্মীয় গীর্জা সংস্কারের জন্য ৩৪,২০,০০০ টাকা অনুদান বিতরণ করা হয়েছে;
- ১৪টি খ্রিষ্টান ধর্মীয় সেমিট্রি মেরামতের জন্য ৫,৪৩,০০০ টাকা অনুদান বিতরণ করা হয়েছে;
- ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমির মাধ্যমে ২৫,০৩৫ জন ইমাম/মুয়াজ্জিনকে মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- ইসলামিক মিশন কেন্দ্রের মাধ্যমে ৫৬লক্ষ ২৩হাজার জনকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে;
- ইসলামিক সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রচার-প্রসারে ৪৪৩টি টাইটেলের ১৬ লক্ষ ৪৬ হাজার ধর্মীয় ও গবেষণাধর্মী বই ও পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে;
- ইসলামি সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিস্তারের জন্য ৫৬০টি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নির্মাণাধীন মডেল মসজিদসমূহের মধ্যে ১৪৩টি মসজিদের ১ তলা পর্যন্ত নির্মাণ কাজ দৃশ্যমান হয়েছে;
- ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের মোট ১৬৬৮টি ওয়াক্‌ফ এস্টেট তালিকাভুক্ত করা হয়েছে;

- ওয়াক্ফ (সম্পত্তি হস্তান্তর ও উন্নয়ন) বিশেষ বিধান আইন-২০১৩ এর আওতায় বর্ণিত সময়ে ১৫টি ওয়াক্ফ এস্টেটের উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে;
- অনলাইনে হজযাত্রীদের প্রাক-নিবন্ধন; অনলাইনে হজযাত্রীদের পাসপোর্ট ম্যানেজমেন্ট; ওসিআর মেশিনের মাধ্যমে ভিসা লজমেন্ট করা হয়েছে।
- রুট টু মক্কা হজযাত্রীর ইমিগ্রেশন বাংলাদেশে সম্পন্ন করা হয়েছে; এবং
- 'খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন-২০১৮' গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য ই-সার্ভিস, সেবা সহজিকরণ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন

ক) ই-সেবা:

- ই-হজ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম; এবং
- এজেন্সিসমূহ ই-মনিটরিং সিস্টেম।

খ) ইনোভেশনের বিবরণ:

- হজযাত্রীদের প্রি-এরাইভাল ইমিগ্রেশন;
- ইলেক্ট্রোনিক হেলথ প্রোফাইল ও ই-হেলথ সনদ;
- কিউ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ;
- অঙ্গুলীতে বাংলা বর্ণমালা শিক্ষা আনন্দপাঠ; এবং
- Meeting ১৫ Minute: এটি একটি উদ্ভাবনী ধারণা যেখানে নিজের দপ্তরের কাজ সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রতিদিন সর্বোচ্চ ১৫ মিনিটের একটি ছোট কিন্তু কার্যকর সভা করা হয়।

গ) এস আই পি'র বিবরণ:

- মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তরসমূহের অফিসে বিভিন্ন দিক নির্দেশনামূলক স্টিকার, লিফলেট লাগানো; এবং
- মন্ত্রণালয় এর হালনাগাদ কার্যক্রম মন্ত্রণালয়ে অবস্থিত ডিসপ্লে বোর্ড এর মাধ্যমে প্রদর্শন; এবং
- মন্ত্রণালয়ে ডিজিটাল হাজিরা চালুকরণ।

ঘ) এস পি এস'র সংখ্যা ও বিবরণ:

- হজযাত্রীদের ইমিগ্রেশন ও লাগেজ ব্যবস্থাপনা সহজিকরণ; এবং
- হজযাত্রীদের ইলেকট্রনিক হেলথ প্রোফাইল ও ই-হেলথ সনদ।

চ্যালেঞ্জ

জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতির আলোকে হজ ও ওমরাহ এজেন্সিসমূহের যথাযথ মনিটরিং, ওয়াক্ফ সম্পত্তি উদ্ধারের ক্ষেত্রে মামলা নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রিতা, যাকাত বোর্ডকে কার্যকর ও গতিশীলকরণ এবং প্রকল্পসমূহ যথাসময়ে বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ অন্যতম চ্যালঞ্জে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- ই-হজ ব্যবস্থাপনার পরিবর্তিত পরিস্থিতির নিরবিচ্ছিন্ন সমন্বয় ও আধুনিকায়ন;
- স্বচ্ছতা ও দ্রুততার সাথে মানসম্মত সেবা প্রদান;
- প্রতিটি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মডেল মসজিদ নির্মাণ, দারুল আরকাম মাদ্রাসা চালুকরণ;
- সাম্প্রদায়িক সম্প্রীত জোরদারকরণ; এবং
- সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গীবাদ প্রতিরোধের নিমিত্ত উদ্বুদ্ধকরণ।

শিল্প মন্ত্রণালয়

রূপকল্প

মধ্যম আয়ের দেশ বিনির্মাণে পরিবেশবান্ধব শিল্পায়ন।

অভিলক্ষ্য

রপ্তানিযোগ্য ও আমদানি বিকল্প শিল্পের প্রসার, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে সার উৎপাদন ও সরবরাহ, কর্মসংস্থান ও দক্ষ জনবল সৃষ্টির মাধ্যমে মধ্যম আয়ের দেশ বিনির্মাণে পরিবেশবান্ধব শিল্পায়ন।

কৌশলগত উদ্দেশ্য

- অন্তর্ভুক্তিমূলক, পরিবেশবান্ধব, টেকসই ও জলবায়ু-সংবেদনশীল শিল্পের দ্রুত বিকাশ এবং উন্নয়ন;
- প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসন ব্যবস্থা চালুকরণ;
- মানবসম্পদ উন্নয়ন ও শিল্পোদ্যোক্তা তৈরি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
- রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প কারখানার লোকসান হ্রাসকরণ ও ক্রমান্বয়ে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর; এবং
- স্বাস্থ্যসম্মত ও পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহ নিশ্চিতকরণ।

বিগত তিন বছরে এপিএ-তে অর্জিত নম্বর

অর্থবছর	অর্জিত নম্বর
২০১৮-২০১৯	৮৮.৭২
২০১৭-২০১৮	৮০.২৫
২০১৬-২০১৭	৮৬.৪৪

এপিএ বাস্তবায়নের ফলে প্রধান অর্জন

- ১০টি আইন, ৮টি নীতিমালা ও ২টি বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে;
- মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) শিল্পখাতে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে অর্জিত ৩০.৪২% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৩৫.১৪% তে উন্নীত হয়েছে;
- জাতীয় শিল্প মেলা ২০১৯সহ ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর হতে এ পর্যন্ত সর্বমোট ২৩০টি শিল্প মেলার আয়োজন করা হয়েছে;
- শিল্প মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তারদের জন্য সর্বপ্রথম কর্মচারীর ১ (এক) বছরের সম্পাদিতব্য কর্মকান্ডের সময়াবদ্ধ ব্যক্তিকেন্দ্রিক কর্মপরিকল্পনা (IAP) ব্যক্তিকেন্দ্রিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে;
- এ পর্যন্ত ৩৮টি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে "রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার", ২৭৪ জনকে সিআইপি (শিল্প) এবং বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে মোট ৬৪ টি প্রতিষ্ঠানকে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অ্যান্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে;
- সাভারস্থ চামড়া শিল্প নগরীর ২০০ একর জমিতে ২০৫ টি প্লট ১৫৫ টি শিল্প ইউনিটের অনুকূলে বরাদ্ধ দেয়া হয়েছে;
- মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় ঔষধ শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদনের জন্য এপিআই শিল্পপার্ক প্রকল্পের সকল ভৌত কাজ সম্পন্ন হয়েছে;
- রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগীয় সদরসহ ৩টি জেলায় (ফরিদপুর, কুমিল্লা, কক্সবাজার) বিএসটিআই অফিস-কাম-ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে;
- ২৫ বছর বন্ধথাকার পর ঢাকা ষ্টীল ওয়ার্কস লিমিটেড গত ০৫-০৭-২০১৮ তারিখ চালু করা হয়েছে;
- প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয় হতে ২৭১৭টি বয়লারের অনুকূলে রেজিষ্ট্রেশন প্রদান করা হয়েছে;
- ৪.১৫ লক্ষ মে. টন চিনি ও গত ২০১৮-২০১৯ লবণ মৌসুমে ১৮.২৪ লক্ষ মে. টন লবণ উৎপাদিত হয়েছে; এবং
- বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) মোট শিল্প প্লটের ৯৫.৭৪% প্লট শিল্প উদ্যোক্তাদের মধ্যে বরাদ্দ দিয়েছে।

উল্লেখযোগ্য ই-সার্ভিস, সেবা সহজিকরণ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন

ক) ই-সেবার বিবরণ:

- পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণের উদ্দেশ্যে জাহাজ আমদানির জন্য অনাপত্তি সনদ (এনওসি) প্রদান;
- উক্ত সেবাটি ই-সেবা হিসেবে প্রস্তুত করে অনলাইনে eksheba.gov.bd সাইটে যুক্ত করা হয়েছে; এবং
- শিল্প মন্ত্রণালয় স্টেশনারি মালামালের ইনভেন্ট্রি সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে, ফলে অল্প সময়ে মালামালের সঠিক হিসাব বের করা সম্ভব হচ্ছে। পাশাপাশি অনলাইনে কর্মকর্তাগণ মালামালের রিকুইজিশন দিতে পারছেন।

খ) ইনোভেশনের বিবরণ: এমআইএস রিপোর্ট আর্কাইভ সিস্টেম

- শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার তৈরিকৃত এমআইএস রিপোর্টসমূহের জন্য আর্কাইভ সিস্টেম তৈরি করা হয়েছে।

গ) এস আই পি'র বিবরণ:

- মন্ত্রণালয়ের সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত একটি বুকলেট প্রকাশ করা হয়েছে। এ বুকলেটে মন্ত্রণালয়সহ আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থার সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতিসমূহ সংযোজন করা হয়েছে।

চ্যালেঞ্জ

- আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে একাধিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ/কমিটির অর্থাৎ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বাবাকো, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের 'আইনের খসড়া পরীক্ষাপূর্বক মতামত প্রদান সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি', লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিভাগ সংশ্লিষ্টতা থাকায় নির্ধারিত সময়সীমা রক্ষা করা; এবং
- নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রেও একাধিক মন্ত্রণালয়/বিভাগের সংশ্লিষ্টতা থাকায় লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী নীতিমালা প্রণয়ন।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- এপিএ প্রণয়নে Balanced Scorecard Method অনুসরণ করা;
- এপিএ'র সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের প্রতিফলন ঘটিয়ে প্রত্যেক কর্মকর্তার ব্যক্তিকেন্দ্রিক কর্মপরিল্পনা (IAP) প্রণয়ন করা;
- ACR এর পরিবর্তে কর্মকর্তাগণকে IAP বাস্তবায়নের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা;
- পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ কাঠামো জোরদারকরণ;
- এপিএ কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পুরস্কার/প্রণোদনা প্রদানের ব্যবস্থাকরণ; এবং
- এপিএ'র সাথে সংশ্লিষ্টদেরকে নিয়মিতভাবে বাস্তবভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

রূপকল্প

প্রবাসী বাংলাদেশিদের কল্যাণ ও নিরাপদ অভিবাসন।

অভিলক্ষ্য

বিশ্ব শ্রমবাজারের চাহিদার ভিত্তিতে যথাযথ কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান এবং দক্ষ অভিবাসন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বেকার জনগোষ্ঠীর বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি এবং অভিবাসী কর্মীদের অধিকতর কল্যাণ ও অধিকার নিশ্চিত করা।

কৌশলগত উদ্দেশ্য

- নিরাপদ অভিবাসন এবং প্রবাসী ও বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের কল্যাণ নিশ্চিতকরণ;
- বৈদেশিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধি;
- দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি; এবং
- বৈদেশিক মুদ্রার প্রবাহ বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান।

বিগত তিন বছরে এপিএ-তে অর্জিত নম্বর

অর্থবছর	অর্জিত নম্বর
২০১৮-২০১৯	৮৮.৩৫
২০১৭-২০১৮	৮৯.৭৪
২০১৬-২০১৭	৯৫.৪৪

এপিএ বাস্তবায়নের ফলে প্রধান অর্জন

- ২০১৫ ক্যালেন্ডার বর্ষে ৫,৫৫,৮৮১জন, ২০১৬ ক্যালেন্ডার বর্ষে ৭,৫৭,৭৩১জন, ২০১৭ ক্যালেন্ডার বর্ষে ১০,০৮,৫২৫জন, ২০১৮ ক্যালেন্ডার বর্ষে ৭,৩৪,১৮১জন, ২০১৯ ক্যালেন্ডার বর্ষে ৭,০০,১৫৯জন এবং ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ১,২৯,১২৭ জন কর্মী বিদেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে;
- ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে বিএমইটি'র অধীন টিটিসি ও আইএমটি'র সংখ্যা ছিল ৪৭টি, ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বিএমইটি'র অধীন টিটিসি ও আইএমটি'র সংখ্যা হয়েছে ৭০টি;
- ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৬,২১,০৬২ বিদেশগামী কর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে; তন্মধ্যে নারী কর্মীর সংখ্যা ছিল ৪৪,৮৯৭;
- ৪৩টি টিটিসি'তে বৈদেশিক ভাষা প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সকল টিটিসিতে এ ভাষা শিক্ষা কোর্স চালু করা হবে;
- বিএমইটি'র কেন্দ্রীয় সেবা (বিদেশগামী কর্মীদের ডাটা ব্যংকে রেজিষ্ট্রেশন ও ফিঙ্গার প্রিন্ট কার্যক্রম) ৪২টি জেলার ডিইএমও অফিসে এবং বিদেশগামী কর্মীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে ৭০টি টিটিসি/আইএমটিতে বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে;
- One Stop Service এর মাধ্যমে বহির্গমণ ছাড়পত্র প্রদান এবং সার্ভিসসমূহ ঢাকার বাহিরে ০৭টি জেলার ডিইএমও অফিসে বিকেন্দ্রীকরণের ফলে সেবার মান বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে;
- ই-মনিটরিং ব্যবস্থা চালু, ই-লার্নিং প্রশিক্ষণ চালু, প্রশিক্ষণ সনদ অনলাইনে যাচাই, অনলাইনে অভিযোগ দাখিল ও প্রতিকার চালু করা হয়েছে;
- যুক্তরাজ্য ভিত্তিক আন্তর্জাতিক সনদায়ন প্রতিষ্ঠান City & Guilds কর্তৃক ০৬টি টিটিসি এক্রেডিটেশন করা হয়েছে;
- LG Butterfly ও বিএমইটির মধ্যে স্বাক্ষরিত MoU অনুযায়ী বাংলাদেশ-কোরিয়া টিটিসি ঢাকা ও চট্টগ্রামে উন্নত যন্ত্রপাতি স্থাপনের মাধ্যমে ০১ টি আধুনিক রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং ওয়ার্কশপ স্থাপন করে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট ট্রেডের প্রশিক্ষকদের সিঙ্গাপুরে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিএমইটি'র অধীন আইএমটি/টিটিসিসমূহের ১৯১ জন প্রশিক্ষককে এবং ২০১৯-২০ অর্থ বছরের ফেব্রুয়ারি/২০২০ পর্যন্ত ২২১ জন প্রশিক্ষককে দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে; এবং
- সমাজের এতিম ও দুস্থ তরুণ তরুণীদের দক্ষতা উন্নয়নে ২০১৮ সনে বিভিন্ন টিটিসিতে ১৯৭৩ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে কর্মসংস্থান লাভে সহয়তা প্রদান করা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য ই-সার্ভিস, সেবা সহজিকরণ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন

ক) ই-সেবার বিবরণ:

- ইজিপি চালু;
- অনলাইনে অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি;
- অনলাইনে বিমানবন্দরের প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কে বিদেশগামী কর্মীদের স্মার্ট কার্ড/বহির্গমন ছাড়পত্রের সঠিকতা যাচাই; এবং
- সভা/সেমিনারের তথ্য এস.এম.এস এর মাধ্যমে অবগতকরণ।

খ) ইনোভেশনের বিবরণ:

- মন্ত্রণালয়ের লাইব্রেরিতে লাইব্রের ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (LMS) চালুকরণ।

গ) এস আই পি'র সংখ্যা ও বিবরণ:

- মন্ত্রণালয়ের সামনে ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন;
- সততা স্টোর স্থাপন;
- ডিজিটাল এটেনডেন্স মেশিন স্থাপন; এবং
- মিটিং ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন।

চ্যালেঞ্জ

- মন্ত্রণালয় ও দপ্তর সংস্থায় কাজের পরিধি বৃদ্ধি কিন্তু জনবল স্বল্পতা।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- এপিএ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে মন্ত্রণালয়ে আলাদা কর্মসম্পাদন শাখা সৃজন ও তাতে জনবল নিয়োগ;
- এপিএ টিমের জন্য নিয়মিত আপডেটেড প্রশিক্ষণ প্রদান;
- এপিএ টিমের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বাৎসরিক প্রণোদনা/বৈদেশিক সফর/বৈদেশিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ; এবং
- একই কর্মকর্তাকে বিভিন্ন বিষয়ে ফোকাল পয়েন্ট না করে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন কর্মকর্তাকে ফোকাল পয়েন্ট এর দায়িত্ব অর্পন।

খাদ্য মন্ত্রণালয়

রূপকল্প

সবার জন্য পর্যাপ্ত, নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য

অভিলক্ষ্য

সমন্বিত নীতি কৌশল এবং সরকারি খাদ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সবার জন্য নিরাপদ, পর্যাপ্ত ও পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা।

কৌশলগত উদ্দেশ্য

- খাদ্যনীতি, কৌশল ও ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;
- দরিদ্র ও হতদরিদ্র জনসাধারণের খাদ্যের প্রাপ্যতা সহজলভ্যকরণের মাধ্যমে চাল ও গমের মূল্য স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণ;
- কৃষকদের প্রণোদনা মূল্য নিশ্চিতকরণ এবং খাদ্যশস্যের নিরাপত্তা মজুত গড়ে তোলা;
- নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি ও পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নয়ন; এবং
- খাদ্য সংরক্ষণাগার আধুনিকায়ন ও ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।

বিগত তিন বছরে এপিএ-তে অর্জিত নম্বর

অর্থবছর	অর্জিত নম্বর
২০১৮-২০১৯	৮৮.৩৫
২০১৭-২০১৮	৬৮.৫৪
২০১৬-২০১৭	৭৬.৪৭

এপিএ বাস্তবায়নের ফলে প্রধান অর্জন

- দেশের জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বিগত ৩ বছরে ৭৪.৯৭ লাখ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য সংগ্রহ এবং ৬৩.০৭ লাখ মে:টন বিতরণ করা হয়েছে;
- পল্লী অঞ্চলে হতদরিদ্র জনসাধারণকে স্বল্পমূল্যে খাদ্য সহায়তা দেয়ার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্রান্ডিং খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির মাধ্যমে হতদরিদ্র ৫০ লাখ পরিবারকে বছরের ৫ মাস কর্মাভাব সময়ে প্রতি কেজি চাল মাত্র ১০ টাকা দরে মাসে ৩০ কেজি করে চাল সরবরাহ করা হচ্ছে ফলে প্রায় ২.৫০ কোটি জনসাধারণ উপকৃত হচ্ছে;
- প্রতিদিন প্রায় ২০০ মেট্রিক টন গম পেষণ ক্ষমতা বিশিষ্ট একটি আধুনিক ময়দা মিল স্থাপন করা হয়েছে;
- মোংলায় ৫০,০০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি গ্রেইন সাইলো, বগুড়ার সান্তাহারে ২৫,০০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি মাল্টিস্টোরিড ওয়্যারহাউজ নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া, দেশের দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় ৩,১৮,৯২৩টি পারিবারিক সাইলো বিতরণ করা হয়েছে;
- পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পুষ্টি সংবেদনশীল ২য় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা ২০১৬-২০২০ (CIP-২) প্রণয়ন করা হয়েছে। নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর অধীনে ২টি বিধিমালা, ৬টি প্রবিধানমালা প্রণয়ন করা হয়েছে;
- নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচারণাসহ বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের অধীনে ৩৬৫টি পদ সৃজন করা হয়েছে; এবং
- বিগত দুই বছর ধরে ২ ফেব্রুয়ারিকে জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস হিসেবে পালন করা হচ্ছে।

উল্লেখযোগ্য ই-সার্ভিস, সেবা সহজিকরণ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন

ক) ই-সেবার সংখ্যা ও বিবরণ:

- ACR Digitization: খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য অনলাইন ভিত্তিক এসিআর সেবা চালু করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ এর হটলাইন সেবা ৩৩৩ নম্বর চালুকরণ;

- ওএমএস (ওপেন মার্কেট সেল) মনিটরিং সিস্টেম http://103.48.18.142/oms/:

  খোলা বাজারে আটা/চাল বিক্রি কর্মসূচির আওতায় নির্ধারিত জায়গায় ও নির্ধরিত সময়ে ট্রাকসমূহ অবস্থান করে কিনা তা পর্যাবেক্ষণের জন্য অনলাইনভিত্তিক কার্যকরী ব্যবস্থা;

- Audit Management System:
  খাদ্য অধিদপ্তরের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের জন্য অন-লাইন অডিট ব্যবস্থাপনা সিস্টেম চালু করা হয়েছে; এবং

- Suit Information Management System:
  খাদ্য অধিদপ্তরের মামলা সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণের জন্য Suit Information Management System প্রস্তুত করা হয়েছে।
  url: http://suitinfo.dgfood.gov.bd/

খ) ইনোভেশনের বিবরণ:

- কৃষকের অ্যাপ:

বর্তমান সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার সরকারি সেবা জনগণের দোরগোড়া থেকে হাতের মুঠোয় নিয়ে যাওয়া।

এ অ্যাপটি বাস্তবায়নের ফলে একজন কৃষক খুব সহজেই:

- ঘরে বসে ধান সরাসরি বিক্রয় করতে পারবেন;
- সময়, খরচ ও হয়রানি কমবে;
- নিবন্ধন, বিক্রয়ের আবেদন, বরাদ্দের আদেশ এবং মূল্য পরিশোধের সনদ সম্পর্কিত তথ্য ঘরে বসেই এসএমএস এর মাধ্যমে পাওয়া যাবে;

- গ্রেড প্রাপ্ত হোটেল/রেস্তোরা এ্যাপস ভিত্তিক নজরদারি ব্যবস্থার প্রবর্তন; এবং
- এলএসডি/সিএসডি হতে খাদ্যশস্য বিতরণকালে বিতরণকৃত সিল প্রদান।

চ্যালেঞ্জ

অন্য মন্ত্রণালয়ের উপর নির্ভরশীলতা, বাজারমূল্যের উর্ধ্বগতি এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন কঠিন হয়ে পড়ে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

নিয়মিত প্রশিক্ষণ, সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে এপিএ কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট করে দায়দায়িত্ব নির্ধারণ ও বছরে ২টি কর্মশালা আয়োজন এপিএ বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করবে।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

রূপকল্প

সংস্কৃতিমনস্ক মেধাবী জাতি।

অভিলক্ষ্য

দেশজ সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, সমকালীন শিল্প ও সাহিত্য সংরক্ষণ এবং গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে জাতির মানসিক বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধন।

কৌশলগত উদ্দেশ্য

- দেশজ শিল্প-সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও প্রসার;
- জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চা ও গবেষণা জোরদারকরণ; এবং
- বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্য, ইতিহাস ও চেতনার লালন।

বিগত তিন বছরে এপিএ-তে অর্জিত নম্বর

অর্থবছর	অর্জিত নম্বর
২০১৮-২০১৯	৮৭.৫০
২০১৭-২০১৮	৯১.১৮
২০১৬-২০১৭	৯০.০২

এপিএ বাস্তবায়নের ফলে প্রধান অর্জন

- সমাজের বিভিন্নক্ষেত্রে গৌরবজনক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১১০জন সুধীবৃন্দ ও ০১টি প্রতিষ্ঠানকে একুশে পদক প্রদান করা হয়েছে;
- ৩৮১জন মনীষী ও গুণীজনের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়েছে;
- ১৪,২২৮জন সাংস্কৃতিক কর্মী ও ৫,৩৩১টি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে;
- ৩,৭১২টি বেসরকারি লাইব্রেরিকে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে;
- সৃজনশীল কাজের স্বত্ব সংরক্ষণের জন্য ৫,৮৫৬টি কপিরাইট সনদ প্রদান করা হয়েছে;
- ৪০,৫১১টি আইএসবিএন ইস্যু করা হয়েছে;
- সরকারি গণগ্রন্থাগারের জন্য ২,৬২,২১০টি বই সংগ্রহ করা হয়েছে;
- ২০৯টি সাংস্কৃতিক দলকে বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করা হয়েছে এবং ৩৯টি বিদেশি সাংস্কৃতিক দল এদেশে আগমন করেছে;
- দেশের বিভিন্ন স্থানে ৫৭টি বইমেলার আয়োজন করা হয়েছে;
- ২৮টি দেশি বিদেশি সৃজনশীল গ্রন্থের অনুবাদ করা হয়েছে;
- ৭২টি গবেষণামূলক বই প্রকাশ করা হয়েছে; এবং
- ৪,৫৬,৮৭৯টি ঐতিহাসিক দলিল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য ই-সার্ভিস, সেবা সহজিকরণ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন

ক) ই সেবার বিবরণ :

- e-copyright registration;
- ISBN;
- e-ticket; এবং
- e-library.

খ) ইনোভেশনে বিবরণ :

- অনলাইন পদ্ধতিতে মিলনায়তন বরাদ্দ (বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি);
- বাংলা একাডেমি মোবাইল অ্যাপস ; এবং
- কারুশিল্প তথ্যের মোবাইল অ্যাপস।

গ) এস আই পি'র বিবরণ :

- কম্পিউটারে কমন শেয়ার ড্রাইভ ব্যবস্থা প্রবর্তন ।

ঘ) এস পি এস'র বিবরণ :

- অসচ্ছল সংস্কৃতিকসেবীদের ভাতার আবেদন অনলাইনে গ্রহণ।

চ্যালেঞ্জ

- এপিএ বাস্তবায়নে প্রধান চ্যালেঞ্জ হচ্ছে পরিচালন বাজেট বরাদ্দে অপ্রতুলতা, প্রশিক্ষিত জনবল এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আন্তঃ দপ্তর/সংস্থার সমন্বয়ের ঘাটতি।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- তারিখ নির্দিষ্ট কার্যাদি ছাড়া অন্যান্য কার্যক্রমের ত্রৈমাসিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা ; এবং
- অগ্রগতির মূল্যায়ন বিষয়ে কোয়ার্টারভিত্তিক পর্যালোচনা ওয়ার্কশপ নির্দিষ্ট করা।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

রূপকল্প

প্রাকৃতিক, জলবায়ুজনিত ও মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগের ক্ষতিকর প্রভাব বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর সহনীয় পর্যায়ে কমিয়ে আনা।

অভিলক্ষ্য

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সার্বিক সক্ষমতা শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে জনগণ বিশেষ করে দরিদ্র ও দুর্দশাগ্রস্ত জনগোষ্ঠির ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা হ্রাস করে বড়মাত্রার দুর্যোগ মোকাবিলায় সক্ষম একটি দক্ষ জরুরী সাড়াপ্রদান পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা।

কৌশলগত উদ্দেশ্য

- বিপদাপন্ন ও দুর্দশাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর দুর্দশা লাঘব ও ঝুঁকিহ্রাসকরণ;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং পেশাদারিত্ব সৃষ্টি ও সক্ষমতা বৃদ্ধি; এবং
- দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের লক্ষ্যে অবকাঠামো সম্প্রসারণ ও মানোন্নয়ন।

বিগত তিন বছরে এপিএ-তে অর্জিত নম্বর

অর্থবছর	অর্জিত নম্বর
২০১৮-২০১৯	৮৭.৪৬
২০১৭-২০১৮	৮৭.৬৩
২০১৬-২০১৭	৮৬.৩

এপিএ বাস্তবায়নের ফলে প্রধান অর্জন

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় দেশের জনগণের দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং দুর্যোগ জনিত ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলা ও সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মকান্ড জোরদার করেছে;
- NEOC স্থাপনের স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে;
- বিগত ২ বছর ১১ লক্ষাধিক বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের খাদ্য ও আশ্রয়সহ অন্যান্য মানবিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে;
- প্রতিবন্ধিতা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ১ম ও ২য় আন্তর্জাতিক সম্মেলন যথাক্রমে ২০১৬ ও ২০১৮ সালে ঢাকায় আয়োজন করা হয়েছে;
- RCG এর চতুর্থ সম্মেলন ২০১৯ ঢাকায় সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে;
- বিগত অর্থবছরে বিভিন্ন দুর্যোগ সম্পর্কিত নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে;
- ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা প্রণীত হয়েছে;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী (এসওডি) জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে যাতে কেমিক্যাল হ্যাজার্ড বিষয় এবং এনইওসি বিষয়ে নতুন অধ্যায় সংযোজন করা হয়েছে;
- দুর্যোগ পরবর্তী মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা ২০১৬ প্রকাশ করা হয়েছে;
- National Plan for Disaster Management (২০২১-২০২৫) এর খসড়া প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে;
- মোবাইল ফোনে টোল ফ্রি ১০৯০ নম্বরে ডায়াল করে হালনাগাদ দুর্যোগের পূর্বাভাস ও আবহাওয়া বার্তা জানানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে; এবং
- অতি দরিদ্রদের কর্মসূচির আওতায় গত তিন বছরে প্রায় ২৭.১৩ লক্ষ হতদরিদ্র গ্রামীণ বেকার শ্রমিকের আশি দিনের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা হয়েছে,যার এক তৃতীয়াংশ মহিলা।

উল্লেখযোগ্য ই-সার্ভিস, সেবা সহজিকরণ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন

ক) ইনোভেশনের বিবরণ:

- Disaster BD Alert চালুকরণ;
- দুর্যোগের আগাম বার্তার জন্য হটলাইন ১০৯০ চালুকরণ; এবং
- সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য ডাটাবেজ তৈরি।

খ) এস আই পি'র বিবরণ:

- অগ্নিকান্ডের ক্ষেত্রে বহির্গমন পথ নির্দেশিকা চিহ্নিতকরণ; এবং
- মন্ত্রণালয়ের ফ্লোরসমূহে ভূমিকম্পের সময় নিরাপদ স্থান নির্দেশক চিহ্নিতকরণ।

চ্যালেঞ্জ

মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য আলাদা সেল/গঠন অত্যাবশ্যক যা এখন পর্যন্ত বাস্তবায়ন হয়নি। এপিএ বিষয়ে মন্ত্রণালয় হতে শুরু করে মাঠ পর্যায় পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী এখন পর্যন্ত পুরোপুরি প্রশিক্ষিত নন। তাছাড়া এপিএএমএস সফটওয়্যার সম্পর্কেও ব্যাপক প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভব হয়নি।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

প্রতিটি মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/সংস্থা এবং আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহে এপিএ বাস্তবায়নের জন্য আলাদা শাখা/সেল গঠন করা।

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

রূপকল্প

টেকসই উন্নয়নে প্রয়োজন প্রকল্পের সঠিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন।

অভিলক্ষ্য

প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ, সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন এবং সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা, দক্ষতা ও জবাবদিহির মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কার্যকর সহায়তা প্রদান।

কৌশলগত উদ্দেশ্য

- পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নের উন্নয়ন; এবং
- সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় সংস্কার কার্যক্রম সম্পাদন।

বিগত তিন বছরে এপিএ-তে অর্জিত নম্বর

অর্থবছর	অর্জিত নম্বর
২০১৮-২০১৯	৮৭.০৫
২০১৭-২০১৮	৯৮.০৬ (২য় স্থান)
২০১৬-২০১৭	৯৯.০০ (প্রথম স্থান)

এপিএ বাস্তবায়নের ফলে প্রধান অর্জন

- ৪৬১১টি চলমান প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণপূর্বক প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে;
- ১২৬৫টি সমাপ্ত প্রকল্পের প্রান্তিক প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন (PCR) তৈরি করা হয়েছে;
- ৮৬টি চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ করা হয়েছে;
- ৯৬টি সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন করা হয়েছে;
- ইজিপিতে ৩,৬৯,০৩৮জন দরপত্র দাতার রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে;
- ইজিপিতে ৬৫,৫৭২টি দরপত্র আহবান করা হয়েছে;
- সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ে ৪,৪৫৮জন কর্মকর্তাকে স্বল্পমেয়াদী এবং ৮,৫৫৮জন কর্মকর্তাকে দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে; এবং
- সরকারি ক্রয় সংক্রান্তে ৩২টি প্রমিত দরপত্র দলিল (STD) হালনাগাদ করা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য ই-সার্ভিস, সেবা সহজিকরণ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন

- ই-জিপি মোবাইল অ্যাপস; এবং
- Project Management Information System (PMIS)

এস আই পি

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এস আই পি'র বিবরণ:

- Model-PPM (Physical Progress Measurement);
- SMART DESK & Easy Documentation by LAN system;
- Effective In-depth Monitoring and Impact Evaluation;
- সমৃদ্ধির জন্য প্রকল্প মূল্যায়ন; এবং
- আপনার সিপিটিইউ (Help Desk)।

উল্লেখযোগ্য ই-সার্ভিস, সেবা সহজিকরণ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন

এস পি এস

- PPA-২০০৬ ও PPR-২০০৮ অনুযায়ী উন্মুক্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তির কপি সিপিটিইউ'র ওয়েবসাইটে প্রকাশের বাদ্ধবাধকতা রয়েছে। এ সেবাটি সহজ করার জন্য সিপিটিইউ কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট PE গণকে পৃথক ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড প্রদান করায় তাঁরা সরাসরি সিপিটিইউ'র ওয়েবসাইটে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে পারছেন। এতে সময় ও ভিজিট কমায় সেবাটি সহজ হয়েছে।

চ্যালেঞ্জ

প্রতিবছর এডিপির আকার বৃদ্ধি ও উন্নয়ন প্রকল্পের সংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় প্রয়োজনীয় জনবলের স্বল্পতা, কর্মকর্তা/কর্মচারীর অফিস কক্ষের স্বল্পতা, আইএমইডি'র মতামত/সুপারিশ প্রতিপালনে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহের বাধ্যবাধকতা না থাকা, সময়মত প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য এবং প্রকল্প পরিবীক্ষণকালীন প্রকল্প এলাকায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের না পাওয়া এবং সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন (PCR) যথাসময়ে না পাওয়া।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- অনলাইন মনিটরিং ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
- লজিস্টিক সুবিধাদি নিশ্চিত করা;
- মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা সমূহ থেকে ইলেকট্রনিক উপায়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত উপাত্ত ও তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে অনলাইন ডাটাবেইজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্রতিষ্ঠা করা;
- পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম অধিকতর কার্যকরভাবে চালুর লক্ষ্যে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের ওপর সেক্টরভিত্তিক ম্যানুয়াল তৈরি করা;
- পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য দেশ-বিদেশে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন করা; এবং
- তাছাড়া, দেশের সকল ক্রয় কার্যক্রমকে ই-জিপি'র আওতায় আনার লক্ষ্যে অধিকতর ক্ষমতাসম্পন্ন ডাটাসেন্টার স্থাপন এবং ১২টি প্রমিত দরপত্র দলিল প্রণয়ন ও চূড়ান্তকরণ; ১০০কোটি টাকা পর্যন্ত সরকারি ক্রয় কার্যক্রম ই-পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা; নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন এডিপিভূক্ত প্রকল্পসমূহ আইএমই বিভাগের নিয়মিত মনিটরিং ও মূল্যায়নের আওতায় নিয়ে আসা।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

রূপকল্প

সাশ্রয়ী, সার্বজনীন এবং নির্ভরযোগ্য টেলিযোগাযোগ ও ডাক সেবা নিশ্চিতকরণ।

অভিলক্ষ্য

প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও আধুনিক প্রযুক্তি অভিযোজনের মাধ্যমে সাশ্রয়ী, মানসম্পন্ন ও আন্তর্জাতিক মানের টেলিযোগাযোগ ও ডাকসেবা নিশ্চিতকরণ।

কৌশলগত উদ্দেশ্য

- আধুনিক টেলিযোগাযোগ সেবা নিশ্চিতকরণ;
- দেশে টেলিযোগাযোগ পণ্য ও সরঞ্জামাদি উৎপাদন/ সংযোজনে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ;
- আধুনিক ডাক সেবা নিশ্চিতকরণ; এবং
- প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও বিকাশ।

বিগত তিন বছরে এপিএ-তে অর্জিত নম্বর

অর্থবছর	অর্জিত নম্বর
২০১৮-২০১৯	৮৬.৫৯
২০১৭-২০১৮	৭৬.৩০
২০১৬-২০১৭	৮১.০০

এপিএ বাস্তবায়নের ফলে প্রধান অর্জন

- ২৮০০০কিঃমিঃ অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল নেটওয়ার্ক স্থাপন;
- ৩৪৫ Gbps ব্যাকহল সার্ভিস এর ব্যবহার বৃদ্ধি, ২৪০ Gbps ইন্টারনেট সার্ভিস এর ব্যবহার বৃদ্ধি, ৫২০৯টি GPON সার্ভিস এর ব্যবহার বৃদ্ধি;
- ৩১১৬৫ কিঃমিঃ অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল উৎপাদন, ২৩৭৩২৯ কন্ডাক্টর কিঃমিঃ কপার ক্যাবল উৎপাদন, ৪৬৯০কিঃমিঃ এইচডিপিই ডাক্ট উৎপাদন;
- ৪৫১১৬টি ল্যাপটপ কম্পিউটার উৎপাদন/সংযোজন;
- ৩৭৬২৭০টি ডিজিটাল বৈদ্যুতিক মিটার উৎপাদন/সংযোজন;
- ৩৫১২৭টি টেলিফোন সেট উৎপাদন/সংযোজন, ৭৮টি পিএবিএস উৎপাদন/সংযোজন;
- ৯৮০.৮৪ Gbps আন্তর্জাতিক ডাটা ও ইন্টারনেট সংযোগ এর ব্যবহার বৃদ্ধি, ২৫০০ Gbps আন্তর্জাতিক ডাটা ও ইন্টারনেট সংযোগ এর সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- মোবাইলের মাধ্যমে ৪০০ লক্ষটি ভর্তির আবেদন গ্রহণ, ১২০০ পাবলিক পরীক্ষার্থীর ফল প্রকাশ;
- মোবাইলের মাধ্যমে ১৮০০ লক্ষটি ইউটিলিটি বিল পরিশোধ;
- ২৬৮৪টি Node-B স্থাপন, ২২৩০টি e-Node-B স্থাপন;
- ৫৯৮টি ডাকঘর ভবন নির্মাণ;
- ৮৫০০টি পুরানো ডাকঘরকে ডিজিটাল ডাকঘরে রূপান্তর;
- ডাক পরিবহন বহরে ১১৮টি গাড়ি বৃদ্ধি;
- ডাক অধিদপ্তরের সদর দপ্তর ভবন নির্মাণ;
- ডাক কর্মচারীদের জন্য ২০তলা বিশিষ্ট ১টি আবাসিক ভবন নির্মাণ;
- ১৮২.৫৭ লক্ষটি জিইপি আদান-প্রদান, ৬৮১৯ লক্ষটি চিঠিপত্র এবং পার্সেল আদান-প্রদান;
- ৬.৮৬টি ম্যাগনেটিক স্ট্রিপ সম্বলিত পোস্টাল ক্যাশকার্ড বিক্রয়;
- ৭৬৫৪টি সাধারণ ডাকঘরকে ডিজিটাল-কমার্স সার্ভিস প্রদানকারী ডাকঘরে রূপান্তর; এবং
- বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ ব্যবহার করে ২৭টি টিভি চ্যানেল সম্প্রসারণ।

উল্লেখযোগ্য ই-সার্ভিস, সেবা সহজিকরণ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন

- ডিজিটাল মিটিং নোটিশ বোর্ড স্থাপন;
- Court Case Management চালুকরণ; এবং
- ডিজিটাল হাজিরা সংরক্ষণ।

চ্যালেঞ্জ

- প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের ফলে আইন, পলিসি ও গাইডলাইন যুগোপযোগীকরণ ও যথাসময়ে নতুন প্রযুক্তির অভিযোজন;
- যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে মোবাইল ও ইন্টারনেট ব্যবহৃত হওয়ায় ডাক অধিদপ্তরের সেবা বহুমুখীকরণের প্রচেষ্টা;
- প্রশিক্ষিত মানবসম্পদের স্বল্পতা;
- দেশব্যাপী নিরবিচ্ছিন্ন নেটওয়ার্ক লক্ষ্যে বিনিয়োগে ঘাটতি; এবং
- রাস্তা খননের ফলে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল নেটওয়ার্ক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় নিরবচ্ছিন্ন নেটওয়ার্ক সার্ভিস প্রদান।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল নেটওয়ার্ক নিরবিচ্ছিন্ন রাখা;
- ইন্টারনেট-ব্যান্ডউইথের মূল্য হ্রাসকরণ;
- ইন্টারনেটভিত্তিক সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থা চলুকরণ ;
- বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২ উৎক্ষেপণ;
- তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবল এ যুক্ত হওয়া;
- ৫জি সেবা চালুকরণ; এবং
- ডাক অধিদপ্তরের সেবা বহুমুখীকরণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

রূপকল্প

সবার জন্য মানসম্মত কর্মমুখী, কারিগরি ও নৈতিক শিক্ষা।

অভিলক্ষ্য

কারিগরি, বৃত্তিমূলক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের সমন্বয়ে প্রশিক্ষিত, দক্ষ ও ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন মানব সম্পদ সৃষ্টি।

কৌশলগত উদ্দেশ্য

- মানসম্মত কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ;
- শিক্ষাক্ষেত্রে ন্যায্যতা ও সমতা (equity & equality) নিশ্চিতকরণ;
- দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি; এবং
- শিক্ষা ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়ন।

বিগত তিন বছরে এপিএ-তে অর্জিত নম্বর

অর্থবছর	অর্জিত নম্বর
২০১৮-২০১৯	৮৬.৪৪
২০১৭-২০১৮	৮০.৬০
২০১৬-২০১৭	অবিভক্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে।

এপিএ বাস্তবায়নের ফলে প্রধান অর্জন

- কারিগরি শিক্ষায় এনরোলমেন্ট ১%এর কম থেকে বর্তমানে প্রায় ১৭.১৪% এ উন্নীত হয়েছে;
- কারিগরি শিক্ষার প্রসার ও সুযোগ অবারিত করার লক্ষ্যে ফরিদপুর, সিলেট, ময়মনসিংহ ও বরিশাল জেলায় ০১ (এক)টি করে মোট ০৪টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন করা হয়েছে;
- বেসরকারি পর্যায়ে ৪৫৭টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটসহ ৮,০০৪টি কারিগরি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে;
- দেশের সকল উপজেলায় টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপনের লক্ষ্যে ১ম পর্যায়ে ১০০টি উপজেলায় ১০০টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ ও ২য় পর্যায়ে আরো ৩২৯টি উপজেলায় ৩২৯টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপনের জন্য প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে;
- দেশের ২৩টি জেলায় ''২৩টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন'' শীর্ষক প্রকল্প কার্যক্রম শুরু হয়েছে;
- "বাংলাদেশ ভূমি জরিপ শিক্ষার উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম গ্রহণ;
- STEP (Skills and Training Enhancement Project) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ডিপ্লোমা পর্যায়ে ২,৮০,৯৫১ জন শিক্ষার্থীকে (সকল মহিলা শিক্ষার্থীসহ) মাসিক ৮০০ টাকা হারে এবং কর্মমূখী প্রশিক্ষণ বাবদ ৭৭,৬৬৪ জনকে মাসিক ৭০০ টাকা হারে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে;
- STEP (Skills and Training Enhancement Project) প্রকল্পের আওতায় ৬৪টি (৪৭টি সরকারি এবং ১৭টি বেসরকারি) সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৮৫,৮৮৬ জন শিক্ষার্থীকে বত্রিশটি ট্রেডে ৬ মাস/৩৬০ ঘন্টা ব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- ডিপ্লোমা পর্যায়ে ভর্তির ক্ষেত্রে নারীদের জন্য ২০% কোটা সংরক্ষণ করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড আইন-২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে;

- ৬৫৩টি মাদ্রাসায় মাল্টিমিডিয়য়া ক্লাসরুম স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৩২২টি মাদ্রাসায় ল্যাপটপ, স্পিকার ও স্মার্ট মাল্টিমিডিয়া ইন্টার-এ্যাকটিভ প্রজেক্টর সরবরাহ করা হয়েছে;
- মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে online MPO নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে 'মাদ্রাসা এডুকেশন ম্যানেজমেন্ট এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেম' (MEMIS) শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে;
- ৩৫টি মডেল মাদ্রাসা স্থাপন করা হয়েছে; এবং
- ৩১টি মাদ্রাসায় কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে;

উল্লেখযোগ্য ই-সার্ভিস, সেবা সহজিকরণ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন

- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিও আবেদন অনলাইনে গ্রহণ;
- ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট এর শিক্ষার্থীদের অনলাইনে ভর্তি;
- অনলাইনে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বদলি কার্যক্রম;
- অনলাইনে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের জনবল নিয়োগ;
- Online Learning Program;
- Industry Database তৈরির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সহজিকরণ; এবং
- পরিবহন পুল ভবনে লিফটের সামনে ও ৯ম তলায় কিয়স্ক স্থাপন।

চ্যালেঞ্জ

- শিশু প্রতিবন্ধি জেন্ডার সংবেদনশীল এবং নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও কার্যকর শিখন পরিবেশ সম্বলিত পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণ;
- অফিস স্পেসের স্বল্পতা;
- দপ্তর/সংস্থাসমূহের পেশাদারিত্বের ঘাটতি;
- এপিএ সংক্রান্ত যথাযথ প্রশিক্ষণের অভাব;
- আর্থিক ব্যয় ব্যবস্থাপনায় সীমাবদ্ধতা; এবং
- আন্তঃ অফিস সমন্বয়হীনতা ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- শিক্ষা আইন-২০১৮ ও পরিপূরক বিধিমালা প্রণয়ন;
- কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাহিদা মাফিক অফিস স্পেসের ব্যবস্থা;
- এপিএ সংক্রান্ত যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- শাখা ও অনুবিভাগসমূহের মধ্যে আন্তঃ সমন্বয় বৃদ্ধি করা; এবং
- দপ্তর/সংস্থাসমূহের কার্যক্রম অটোমেশন করা।

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

রূপকল্প

টেকসই মহাসড়ক নেটওয়ার্ক ও নিরাপদ সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা।

অভিলক্ষ্য

উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে টেকসই মহাসড়ক অবকাঠামো গড়ে তোলা এবং পরিবহন সেবা ও ব্যবস্থাপনার মান উন্নয়নের মাধ্যমে সমন্বিত নগর গণপরিবহনসহ নিরাপদ সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা।

কৌশলগত উদ্দেশ্য

- মহাসড়ক নেটওয়ার্কের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিতকরণ;
- সড়ক নিরাপত্তা জোরদারকরণ;
- দ্রুত গতিসম্পন্ন আধুনিক গণপরিবহন ব্যবস্থা প্রবর্তণ ও সম্প্রসারণ;
- মোটরযান ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন;
- সরকারি পরিবহন সেবা সম্প্রসারণ ও এ বিভাগের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি; এবং
- উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি।

বিগত তিন বছরে এপিএ-তে অর্জিত নম্বর

অর্থবছর	অর্জিত নম্বর
২০১৮-২০১৯	৮৫.০৩
২০১৭-২০১৮	৮৮.৩৮
২০১৬-২০১৭	৯৫.০৩

এপিএ বাস্তবায়নের ফলে প্রধান অর্জন:

- ৩২৭ কিঃমিঃ জাতীয় মহাসড়ক ৪+ লেনে উন্নীত করা হয়েছে;
- ৭০৯ কিঃমিঃ মহাসড়ক পুনঃনির্মাণ করা হয়েছে;
- ২৪৮৭ কিঃমিঃ মহাসড়ক মজবুতিকরণ করা হয়েছে;
- ১৩০২৬ কিঃমিঃ মহাসড়ক সার্ফেসিং করা হয়েছে;
- ২৮৮৭ কিঃমিঃ মহাসড়ক প্রশস্ত করা হয়েছে;
- ২৪৬৭৪ মিটার সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে;
- ৮০৩৯ মিটার সেতু ও কালভার্ট পুনঃনির্মাণ করা হয়েছে;
- ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে কাঁচপুর, মেঘনা ও গোমতী সেতু (২৭৩৬ মিটার) ৪ লেনে উন্নীতকরণ সম্পন্ন হয়েছে; এবং
- ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে ভূলতা ফ্লাইওভার (১৮৫০মিটার) নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য ই-সার্ভিস, সেবা সহজিকরণ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন

- দেশব্যাপী এ বিভাগের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার মূল্যবান ভূসম্পত্তির সঠিক পরিমাপ এবং সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অনলাইন ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে;
- এ বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার বিদ্যমান অডিট আপত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, সংখ্যা, নিষ্পত্তির জন্য গৃহীত ব্যবস্থা ও বর্তমান অবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্যাদি 'অনলাইন অডিট ব্যবস্থাপনা' সফটওয়্যারে সংরক্ষণ করা হচ্ছে;
- 'অনলাইন দরপত্র ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার' এর মাধ্যমে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ই-জিপির মাধ্যমে প্রক্রিয়াকৃত দরপত্রসমূহের প্রক্রিয়াকরণ, দরপত্র অনুমোদন, পুনঃমূল্যায়ন এবং পুনঃপ্রক্রিয়াকরণের কার্যক্রম সহজে মনিটরিং করা যাচ্ছে;

উল্লেখযোগ্য ই-সার্ভিস, সেবা সহজিকরণ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন

- ‘প্রকল্প অগ্রগতি মনিটরিং সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে;
- ‘যানবাহন ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার’ এর মাধ্যমে বিআরটিসির প্রত্যেকটি বাসের অবস্থান ও বর্তমান অবস্থা হালনাগাদকরণ এবং বাসভিত্তিক দৈনিক আয়-ব্যয়ের হিসাব এন্ট্রি করার ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা আছে;
- ‘বিদেশ ভ্রমণ ডাটাবেজ’ সফটওয়্যারে এ বিভাগ এবং অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার সকল কর্মকর্তার বিদেশ ভ্রমণের তথ্য এন্ট্রি করা হয়;
- Road Index চালু করা হয়েছে; এবং
- অনলাইনে লার্নার ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যুর জন্য পোর্টাল ডেভেলপমেন্ট করা হয়েছে (www.bsp.brta.gov.bd)।

চ্যালেঞ্জ

- পরিকল্পিত সময়সীমার মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন, গুণগতমান বজায় রাখা এবং সম্পাদিত সড়ক অবকাঠামোর প্রত্যাশিত স্থায়ীত্বকরণ;
- সড়ক নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রত্যাশিত মানের নির্মাণ প্রতিষ্ঠান গড়ে না উঠা;
- বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দীর্ঘস্থায়ী বৃষ্টিপাতের ফলে মহাসড়কসমূহের ক্ষতি;
- বিভিন্ন সংস্থার প্রত্যাশিত সহযোগিতার অভাবে ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার পরিবহন অবকাঠামোসমূহ নির্মাণের ক্ষেত্রে সমন্বয়হীনতা ;
- অপর্যাপ্ত ভিআইসি;
- গণসচেতনতা, পর্যাপ্ত অবকাঠামো ও প্রশিক্ষিত গাড়ী চালকের অভাব; এবং
- পরিবহন মালিক সমিতির অনাকাঙ্খিত হস্তক্ষেপ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- সকল শ্রেণীর মহাসড়ক আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে ৮৫ শতাংশ Fair to Good Condition-এ উন্নীতকরণ এবং জাতীয় মহাসড়কসমূহকে (স্লো-মুভিং ভেহিক্যালের জন্য আলাদা লেনসহ) পর্যায়ক্রমে ৪+লেনে উন্নীতকরণ ও গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়ক নেটওয়ার্কের কৌশলগত স্থানে এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে;
- ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসনে MRT Line-৬ প্রকল্পটি দ্রুত বাস্তবায়নের পাশাপাশি MRT Line-১ ও MRT Line-৫ এর DPP অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে;
- আগামী ১০ বছরের মধ্যে সড়ক দুর্ঘটনার হার ৩০% হ্রাস করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে; এবং
- বিআরটিসি’র ০৩টি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ১৭টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণসহ আরও ০৫টি ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন, ই-টিকেটিং ও ডিজিটাল ফ্লিট ম্যানেজমেন্ট চালু করা হবে।

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

রূপকল্প

আইনী ব্যবস্থায় জনগণের অভিগম্যতা (Access) এবং উন্নত মানবাধিকার পরিস্থিতি।

অভিলক্ষ্য

আইনী কাঠামোকে শক্তিশালী ও যুগোপযোগী করার মাধ্যমে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নয়নে সহায়তা করা।

কৌশলগত উদ্দেশ্য

- সরকারের মন্ত্রণালয়-বিভাগ-অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে আইনী বিষয়সমূহ সুসংহতকরণ ;
- রাষ্ট্রের আইনী কাঠামোর উন্নয়ন; এবং
- দেশে মানবাধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।

বিগত তিন বছরে এপিএ-তে অর্জিত নম্বর

অর্থবছর	অর্জিত নম্বর
২০১৮-২০১৯	৮৪.৪৯
২০১৭-২০১৮	৮৯.০০
২০১৬-২০১৭	৯০.২৫

উল্লেখযোগ্য ই-সার্ভিস, সেবা সহজিকরণ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন

- এ বিভাগের ওয়েবসাইটের এড্রেস www. legislativediv.gov.bd ওয়েবসাইটটি বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় ব্রাউজ করা যায় এবং নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়; এবং
- ওয়েবসাইট ব্যবহারকারীগণ এ বিভাগ সম্পর্কে এবং এ বিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়িত সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হচ্ছেন।

এপিএ বাস্তবায়নের ফলে প্রধান অর্জন

- আইন, অধ্যাদেশ, বিধিমালা, প্রবিধানমালা ও আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন অন্যান্য ইনস্ট্রুমেন্ট এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চুক্তি, কনভেনশন, ট্রিটি, ইত্যাদির খসড়া প্রণয়ন ও নিরীক্ষাসহ উহাদের হালনাগাদকরণ, সংকলন ও প্রকাশনার কাজ করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ কোড ৩০জুন, ২০১৮ পর্যন্ত হালনাগাদ সংশোধিত আকারে ৪২ খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে;
- ওয়েবসাইটে ''ল'জ অব বাংলাদেশ'' (http://bdlaws. minlaw. gov.bd)শিরোনামে একটি ওয়েবসাইটের লিংক রয়েছে যার মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রচলিত আইনসমূহ হালনাগাদ করা হচ্ছে;
- সাম্প্রতিক বছরসমূহের প্রণীত ১৪৫টি আইন;
- ০৭টি অধ্যাদেশ;
- ১১১৪টি এস,আর,ও হালনাগাদ করা হয়েছে; এবং
- ৫০টি আইন/ অধ্যাদেশ/ বিধিমালা/চুক্তি অনুদিত হয়েছে।

চ্যালেঞ্জ

রাষ্ট্রের আইনী কাঠামোর উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার নিমিত্তে সকল আইন, অধ্যাদেশ, বিধিমালা, প্রবিধানমালা ও আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন অন্যান্য ইনস্ট্রুমেন্ট এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চুক্তি, কনভেনশন, ট্রিটি, ইত্যাদির খসড়া প্রণয়ন ও নিরীক্ষাসহ উহাদের হালনাগাদকরণ, সংকলন, ভাষান্তর ও প্রকাশনার লক্ষ্যে গৃহীত কার্যাদি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিন্যস্ত করে দক্ষতার সাথে নিরবিচ্ছিন্নভাবে সম্পাদনের জন্য এ বিভাগের প্রশিক্ষিত জনবলের এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদির অপ্রতুলতা রয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

আইন, অধ্যাদেশ, বিধিমালা, প্রবিধানমালা ও আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন অন্যান্য ইনস্ট্রুমেন্ট এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চুক্তি, কনভেনশন, ট্রিটি, ইত্যাদির খসড়া প্রণয়ন ও নিরীক্ষা কার্যাদি সম্পাদনের লক্ষ্যে একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামো প্রণয়ন করে বিদ্যমান লেজিসলেটিভ ডেস্কবুক হালনাগাদকরণসহ উক্ত কার্য মানসম্পন্ন ও নিরবিচ্ছিন্নভাবে সম্পাদনের জন্য প্রশিক্ষিত জনবল এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদির বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ।

পরিকল্পনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

রূপকল্প

টেকসই, সময়াবদ্ধ ও কার্যকর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনা।

অভিলক্ষ্য

অংশগ্রহণমূলক জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা, নীতিমালা, কৌশল ও কার্যকর সম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন।

কৌশলগত উদ্দেশ্য

- কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণ;
- উন্নয়ন ও প্রশাসনিক কার্যক্রমে দক্ষতাবৃদ্ধি; এবং
- উন্নয়ন প্রকল্পের প্রক্রিয়াকরণ ত্বরান্বিতকরণ, ব্যয় খাত সংশোধন ও অর্থের পুন:উপযোজন।

বিগত ৩ (তিন) বছরে এপিএ'র বাস্তবায়নের ফলাফল

অর্থবছর	অর্জিত নম্বর
২০১৮-২০১৯	৮৪.২২
২০১৭-২০১৮	৮২.৫৫
২০১৬-২০১৭	৮৯.২৮

এপিএ বাস্তবায়নের ফলে প্রধান অর্জন

- Delta Plan ২১০০ প্রণয়ন ও প্রকাশিত হয়েছে;
- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের জন্য সপ্তম পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনাতে SDG- এর লক্ষ্যমাত্রা অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে;
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) আকার নির্ধারণ, খাতওয়ারী সম্পদ বন্টন এবং পরিকল্পনা কমিশনের বিভিন্ন সেক্টর/বিভাগ ও মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে সমন্বয় সাধন সহজ হয়েছে;
- জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি (এনএপিডি) বিগত ৩ বছরে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী ২০২টি কোর্সের মাধ্যমে ৬৪৭৮জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ১০টি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে;
- বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) বিগত তিন বছরে ৭২টি সমীক্ষা সম্পাদন, আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ১২টি ইংরেজি জার্নাল ও ২৩টি রিসার্চ মনোগ্রাফ প্রকাশ এবং ৬৯টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ সম্পন্ন করেছে;
- এপিএ কার্যক্রমের সাথে প্রমাণক প্রদানের শর্ত যুক্ত থাকায় প্রকল্প বাস্তবায়নে গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পেয়েছে;
- কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সুনির্দিষ্ট করায় কাজে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, গতিশীলতা ও সেবার মান বৃদ্ধি পেয়েছে;
- Stakeholder-দের সাথে মতবিনিময় ব্যবস্থা থাকায় মাঠ পর্যায়ের সমস্যা চিহ্নিত ও সমাধান করা সহজ হয়েছে; এবং
- পিপিআর মোতাবেক ই-টেন্ডার কার্যক্রম সহজিকরণ করা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য ই-সার্ভিস, সেবা সহজিকরণ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন

ক) ই- সেবার বিবরণ:

- PPS সফটওয়্যার এর মাধ্যমে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা হতে প্রকল্প প্রস্তাবনা (DPP/TAPP) অনলাইনে দাখিল, প্রক্রিয়াকরণ, পর্যালোচনা, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ণ করে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী বা একনেক কর্তৃক অনুমোদন কার্য সম্পাদন করা হয়; এবং
- তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগের আবেদন অনলাইনে গ্রহণ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

খ) ইনোভেশনের বিবরণ:

- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে পরিকল্পনা বিভাগের ‘স্বাস্থ্য কেন্দ্র’ এর সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- বৈদেশিক প্রশিক্ষণে সুযোগের সমতা বিধান এবং কর্মকর্তা মনোনয়ন সহজিকরণ; এবং
- এসএমএস এর মাধ্যমে পিআরএল গমণকারীকে অবহিতকরণ।

গ) এস আই পি’র বিবরণ:

- অনলাইনে গাড়ির রিকুইজিশন প্রদান ব্যবস্থা চালুকরণ।

ঘ) এস পি এস’র বিবরণ:

- পরিকল্পনা বিভাগ ও কমিশনের কর্মকর্তা কর্মচারীদের আবেদন প্রক্রিয়া/নিষ্পত্তি সহজিকরণ।

চ্যালেঞ্জ

- যথাসময়ে প্রমাণক সংগ্রহ করা;
- সার্বিক এপিএ কার্যক্রম সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সুস্পষ্ট ধারণার অভাব; এবং
- সমন্বয়কারী হিসেবে এপিএ শাখায় জনবল ও লজিস্টিক সাপোর্টের অভাব রয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- এপিএ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- এপিএ প্রয়োজনীয় জনবল, আসবাবপত্র, কম্পিউটার ও ফটোকপিয়ার সামগ্রী সরবরাহ করা;
- পরিকল্পনা বিভাগ ও কমিশনের সার্বিক কার্যক্রম ডিজিটাইজেশন করা;
- জাতীয় ও অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ অথচ দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে এমন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহকে প্রকল্প দলিল প্রণয়নে সহায়তা প্রদান; এবং
- কর্মকর্তাদের এপিএ বাস্তবায়ন উদ্যোগ বার্ষিক গোপণীয় প্রতিবেদনে (এসিআর) অন্তর্ভূক্তকরণ।

জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

রূপকল্প

নিরাপদ জীবন ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ।

অভিলক্ষ্য

অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নের মাধ্যমে ''নিরাপদ জীবন ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ'' গড়ে তোলা।

কৌশলগত উদ্দেশ্য

- আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও জনবান্ধব সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণ;
- সীমান্ত ও উপকূলীয় নিরাপত্তা জোরদারকরণ এবং দেশীয় সম্পদ রক্ষা;
- তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সেবার মান উন্নয়ন;
- বিভিন্ন দেশের সাথে আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত সম্পর্ক উন্নয়ন;
- মানবসম্পদ উন্নয়ন; এবং
- দুর্নীতি প্রতিরোধ ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ।

বিগত তিন বছরে এপিএ-তে অর্জিত নম্বর

অর্থবছর	অর্জিত নম্বর
২০১৮-২০১৯	৮৩.৫৬
২০১৭-২০১৮	৮৮.৫৯
২০১৬-২০১৭	৭৩.৩০

এপিএ বাস্তবায়নের ফলে প্রধান অর্জন

- জননিরাপত্তার সাথে সম্পর্কিত আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রশাসনিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে;
- অনলাইন পুলিশ ক্লিয়ারেন্স কার্যক্রম সম্প্রসারণ; ৯৯৯-ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি কল সেন্টার প্রতিষ্ঠা; ২টি মেট্রোপলিটন পুলিশ ইউনিট প্রতিষ্ঠা; এন্টি টেরোরিজম ইউনিট প্রতিষ্ঠা; সাইবার পুলিশ ইউনিট প্রতিষ্ঠা; Digital and Internet Forensic Lab এর উন্নয়ন ইত্যাদিসহ পুলিশ কর্তৃক প্রদেয় সেবার মান উন্নয়ন করা হয়েছে;
- বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর ৪টি নতুন ব্যাটালিয়ন সৃজন, ২টি হাসপাতাল, সীমান্ত ব্যাংক, দীপ্ত সীমান্ত স্কুল, ৯৭টি নতুন বিওপি, ১টি এয়ার উইং স্থাপন ও অত্যাধুনিক Border Surveillance and Response System ও নিজস্ব ডাটা সেন্টার স্থাপনের মাধ্যমে বাহিনীকে শক্তিশালী ও পুনর্গঠন করা হয়েছে;
- সারাদেশে ৯,২৪,৬৪৫ জন আনসার অঙ্গীভূত করে জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানে সহায়তা প্রদান; KPI, কূটনৈতিক জোন, চিকিৎসা কেন্দ্র, বিমান বন্দরসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় ও ৪২০৬টি সংস্থার নিরাপত্তায় ৪৮৭২২ জন আনসার অঙ্গীভূত করে নিরাপত্তা প্রদান করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর সদর দপ্তরসহ ঘাঁটিসমূহের কাঠামো উন্নয়নসহ এ বাহিনীতে ১টি ঘাঁটি, ২টি উন্নত হারবার পেট্রোল বোট, ১০টি আধুনিক হাই স্পিড বোট সংযোজিত হয়েছে;
- মুক্তিযুদ্ধের সময় সংঘটিত মানবতা বিরোধী অপরাধের বিচারের জন্য গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থা এ সংক্রান্ত বিচারে তদন্ত কার্য সম্পাদনের লক্ষ্যে ২৫নভেম্বর ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত ৬৪টি মামলায় ২৮৭ জনের বিরুদ্ধে তদন্ত কার্য সম্পন্ন করেছে, তন্মধ্যে ৩০টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে; এবং
- দেশের সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থার আইনসম্মত নজরদারি সুবিধা বাড়ানোর লক্ষে ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি)-তে Open Source Intelligence Technology (OSINT) সংযোজিত হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য ই-সার্ভিস, সেবা সহজিকরণ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন

- RFID এন্ট্রি পাস চালুকরণ;
- ইজি পাস চালুকরণ;
- অনলাইন ভিজিটরস পাস ইস্যু সিস্টেম চালুকরণ;
- ভেহিক্যাল স্কেনিং সিস্টেম স্থাপন; এবং
- অভ্যন্তরীণ কর্মপরিবেশ উন্নয়ন।

চ্যালেঞ্জ

- মাদকের বিস্তার রোধ;
- আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির যুগে নাগরিক নিরাপত্তা সেবা শত ভাগ নিশ্চিতকরণ; এবং
- প্রযুক্তি ব্যবহার করে সন্ত্রাস মোকাবেলা অন্যতম চ্যালেঞ্জ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- জনবান্ধব আইন শৃঙ্খলা বাহিনী গঠন;
- ডিজিটাল নিরাপত্তা মনিটরিং ব্যবস্থা গড়ে তোলা;
- সাইবার ক্রাইম প্রতিরোধ;
- সীমান্ত সড়ক নির্মাণ ও কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ;
- আনসার ও ভিডিপি বাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;
- আধুনিক সরঞ্জাম যেমন হেলিকপ্টার, বিভিন্ন ধরনের জলযান সংগ্রহ; এবং
- ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি কল সেন্টার (৯৯৯) এর রেসপন্স টাইম (response time) ০৫ মিনিটে নামিয়ে আনা।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

রূপকল্প

জেন্ডার সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষিত শিশু।

অভিলক্ষ্য

নারী ও শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং ক্ষমতায়নসহ উন্নয়নের মূলধারায় নারীদের সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে জেন্ডার সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা ও শিশুর সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ।

কৌশলগত উদ্দেশ্য

- নারীর ক্ষমতায়ন ও শিশু বিকাশ;
- নারী ও শিশুর সামাজিক নিরাপত্তা জোরদারকরণ;
- নারী ও শিশুর সুরক্ষা, নির্যাতন প্রতিরোধ ও অধিকার প্রতিষ্ঠা;
- পলিসি ও এ্যাডভোকেসী সক্ষমতা বৃদ্ধি; এবং
- প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি।

বিগত তিন বছরে এপিএ-তে অর্জিত নম্বর

অর্থবছর	অর্জিত নম্বর
২০১৮-২০১৯	৮৩.৫৪
২০১৭-২০১৮	৯৩.৫৬
২০১৬-২০১৭	৯৮.৫১

এপিএ বাস্তবায়নের ফলে প্রধান অর্জন

- বাল্যবিবাহ রোধে বাল্যবিবাহ আইন, ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়েছে;
- ৫৬.২ লক্ষ দুঃস্থ নারীকে খাদ্য সহায়তা (ভিজিডি) প্রদান করা হয়েছে;
- ৩১.২৪ লক্ষ দরিদ্র ও গর্ভবতী মা'কে মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান করা হয়েছে;
- শহরাঞ্চলে ১১.৫০৩ লক্ষ কর্মজীবী মহিলাকে ল্যাকটেটিং ভাতা প্রদান করা হয়েছে;
- ৯৯৭৮ জন নির্যাতিত দুঃস্থ মহিলা ও শিশুদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে;
- আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির উপর ১৩৬২০ জন নারী ও শিশুকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- নারী নির্যাতন প্রতিরোধে ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার ও সেলের মাধ্যমে ৭০৪৭১ জনকে সেবা প্রদান করা হয়েছে;
- ৪৪৬৫৮ জন নির্যাতিত নারী ও শিশুকে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং প্রদান করা হয়েছে;
- ২৮৭৯১ জন রোহিংগা নারী ও শিশুদের মনোসামাজিক কাউন্সেলিং প্রদান করা হয়েছে;
- নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ন্যাশনাল হেল্প লাইন সেন্টারের মাধ্যমে ২৪.৮৪ লক্ষ জনকে সেবা প্রদান করা হয়েছে;
- বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে ১০৩৩৫০টি উঠান বৈঠক, সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে;
- বাল্যবিবাহের হার ৬২.৮ ভাগ থেকে ৬২ ভাগে নামিয়ে আনা হয়েছে;
- মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ১৯৮৯৯ জন নারীকে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হয়েছে;
- নারী ক্ষমতায়নে অবদানের জন্য ১১০ জন নারীকে জয়িতা পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে;
- ১৩৭০৭টি কিশোর কিশোরী ক্লাব গঠনেরর মাধ্যমে কিশোরীদের প্রতি ইতিবাচত আচরণ পরিবর্তনে সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে;
- শিশু একাডেমির মাধ্যমে ৩৬১০টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র পরিচালনা করা হয়েছে;
- ১৭ই মার্চ জাতীয় শিশু দিবস এবং বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে ৫.৪৯২ লক্ষ শিশুকে পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে; এবং
- দেশে/বিদেশে নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যের ২৭৯৩টি প্রদর্শনী আয়োজন করা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য ই-সার্ভিস, সেবা সহজিকরণ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন

ক) ই-সেবার বিবরণ:
১) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়:

- Accelerating Protection for Children প্রকল্পের আওতায় কিশোর-কিশোরী ক্লাব ডাটাবেজ ও জিআইএস ম্যাপ এ ক্লাব এর অবস্থান; এবং
- নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে জয় মোবাইল অ্যাপস্ চালুকরণ।

২) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর:

- ভিজিডি কর্মসূচি'র উপকাভোগী নির্বাচনের জন্য অনলাইনে আবেদন গ্রহণ;
- কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল কর্মসূচির অনলাইনে আবেদন গ্রহণ এবং G2P তে ভাতা গ্রহণ; এবং
- দরিদ্র মার মাতৃত্বকাল ভাতা কর্মসূচির অনলাইনে আবেদন গ্রহণ এবং G2P তে ভাতা গ্রহণ।

৩) বাংলাদেশ শিশু একাডেমী:

- লাইব্রেরি অটোমেশন-শেখ রাসেল শিশু গ্রন্থাগারে ই-বুক সার্ভিস।

খ) ইনোভেশনের বিবরণ:

- জাতীয় মহিলা সংস্থার ৬৪টি জেলা এবং ৫০টি উপজেলার ট্রেড প্রশিক্ষণার্থীদের ভাতা প্রশিক্ষণার্থীদের নামে সরাসরি একাউন্টের/মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে প্রদান।

গ) এসআইপি'র বিবরণ:

- ডিজিটাল হাজিরা মেশিন।

ঘ) এসপিএস'র বিবরণ:

- নারী ও কিশোরীদের সাইবার ক্রাইম প্রতিকার বিষয়ে সচেতন করা;
- বাল্য বিবাহ নিরোধের বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সাপলুডু খেলনা তৈরিকরণ;
- ভ্রমনে শিশুদের বই পড়ায় উৎসাহিত করণের লক্ষ্যে কমলাপুর রেলস্টেশনে শিশু কর্নার স্থাপন; এবং
- পরিবেশবান্ধব চুলা ব্যবহারের সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ।

চ্যালেঞ্জ

- কর্মকর্তাদের যথাযথ প্রশিক্ষণের অভাব এবং মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তার অপ্রতুলতা;
- সময়মাফিক প্রতিবেদন প্রস্তুত ও পেশ করা; এবং
- মাঠ পর্যায়ে ইন্টারনেট সুবিধার অপ্রতুলতা।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল নিয়োগ এবং দক্ষতা বৃদ্ধি;
- এপিএ এবং অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান; এবং
- মাঠ পর্যায়ে ইন্টারনেট সুবিধা বৃদ্ধি করা।

রেলপথ মন্ত্রণালয়

রূপকল্প

নিরাপদ, সাশ্রয়ী, আধুনিক ও পরিবেশবান্ধব রেলওয়ে পরিবহন ব্যবস্থা।

অভিলক্ষ্য

রেলওয়ে পরিবহন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ এবং আধুনিকায়নের মাধ্যমে দেশব্যাপী নিরাপদ, সাশ্রয়ী, দক্ষ ও পরিবেশবান্ধব রেলওয়ে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা।

কৌশলগত উদ্দেশ্য

- রেলওয়ের অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ;
- দক্ষ, উন্নত, আরামদায়ক এবং নিরাপদ রেল সেবা প্রদান;
- রোলিং স্টক উন্নয়ন (সংগ্রহ, পুনর্বাসন ও রক্ষণাবেক্ষণ); এবং
- রাজস্ব আয় বৃদ্ধিকরণ।

বিগত তিন বছরে এপিএ-তে অর্জিত নম্বর

অর্থবছর	অর্জিত নম্বর
২০১৮-২০১৯	৮৩.৩৪
২০১৭-২০১৮	৮০.৫৭
২০১৬-২০১৭	৯০.৭৮

এপিএ বাস্তবায়নের ফলে প্রধান অর্জন

- ২৮২.৪৬ কিঃমিঃ নতুন রেল লাইন নির্মাণ;
- ৪১.৫০ কিঃমিঃ মিটারগেজ রেললাইন ডুয়েলগেজে রূপান্তর;
- ২১৯.৯ কিঃমিঃ রেল লাইন পুনর্বাসন/পুনঃনির্মাণ;
- ৩৮টি নতুন স্টেশন বিল্ডিং নির্মাণ;
- ৫৫টি স্টেশন বিল্ডিং পুনর্বাসন/পুনঃনির্মাণ;
- ৩১৩টি নতুন রেলসেতু নির্মাণ;
- ১৭৪টি রেলসেতু পুনর্বাসন/পুনঃনির্মাণ;
- ৪৫৬টি (২২০টি বিজি ও ২৩৬টি এমজি) যাত্রীবাহী ক্যারেজ সংগ্রহ;
- ৪০০টি যাত্রীবাহী ক্যারেজ পুনর্বাসন;
- ৮৩টি স্টেশন সিগন্যালিং ব্যবস্থার উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন;
- ৫০টি নতুন ট্রেন চালুকরণ;
- ১৪টি বিদ্যমান ট্রেন সার্ভিস/রুট বর্ধিতকরণ;
- ৪টি রিলিফ ক্রেন সংগ্রহ;
- ২টি ট্রেন ওয়াশিং প্ল্যান্ট সংগ্রহ;
- ২টি লোকোমোটিভ সিমুলেটর সংগ্রহ;;
- তারাকান্দি-বঙ্গাবন্ধু সেতু (পূর্ব): ৩৫ কিঃমিঃ,পাবনা-ঢালারচর ৭৮.৮০ কিঃমিঃ এবং আমনুরা বাইপাস ২ কিঃমিঃ নতুন রেলওয়ে সেকশন নির্মাণ;
- কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া (৭৫.৫০ কিঃমিঃ), পাঁচুরিয়া-ফরিদপুর (২৫ কিঃমিঃ), এবং বিরল-রাধিকাপুর (৮.৫০ কিঃমিঃ) বন্ধ রেলওয়ে সেকশন পুনঃচালুকরণ;
- অনলাইন ও মোবাইল ফোনে টিকেটিং ব্যবস্থা চালুকরণ;
- যাত্রীদের তথ্য প্রদানের জন্য কল সেন্টার ১৩১ চালুকরণ;
- ২৯টি রেল স্টেশন এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা সিসি ক্যামেরার আওতায় আনা হয়েছে;
- রেলওয়ের যাত্রী ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী আইনপাশ করা হয়েছে; এবং
- যাত্রীসাধারণকে টিকেটিং, ট্রেনের ভাড়া ও অন্যান্য তথ্য সংক্রান্ত সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে মোবাইল এ্যাপ "রেলসেবা" চালু করা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য ই-সার্ভিস, সেবা সহজিকরণ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন

- মোবাইল ফোনের (রবি) মাধ্যমে ১৩১ নম্বরে এসএমএস করে কাঙ্ক্ষিত ট্রেনের টিকেট প্রাপ্যতা সম্পর্কে জানার সার্ভিস চালু করা হয়েছে;
- মোবাইল এ্যাপ "রেল সেবা" চালু করা হয়েছে;
- ট্রেন ট্র্যাকিং ও মনিটরিং সিস্টেম (টিটিএমএস) সম্প্রসারণ করা হয়েছে;
- সেবা সহজিকরণের অংশ হিসাবে টিকেট প্রাপ্যতা সহজ করতে ৫ দিনের পরিবর্তে ১০দিন পূর্বে ট্রেনের টিকেট প্রদান এবং কালোবাজারি রোধকল্পে ৩ঘন্টার পরিবর্তে ৩দিন পূর্বে টিকেট রিফান্ড করার বিধান চালু করা হয়েছে;
- আন্তঃনগর ট্রেনে মোবাইল চার্জিং পয়েন্ট স্থাপন করা হয়েছে; এবং
- ট্রেনে দায়িত্ব পালনকারী গার্ডদের সহজে বহনযোগ্য চাকাযুক্ত টুল বক্স প্রদান করা হয়েছে।

চ্যালেঞ্জ

- যাত্রী ও মালামাল পরিবহনের সক্ষমতা বৃদ্ধি, ভ্রমণ সময় হ্রাসকরণ, রাজস্ব আয় বৃদ্ধিকরণ, প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন রেলপথ নির্মাণ এবং গুরুত্বপূর্ণ করিডোরগুলো ডাবল লাইনে উন্নীতকরণ; এবং
- তাছাড়া, চাহিদার তুলনায় কোচ ও লোকোমোটিভ এর স্বল্পতা এবং গেজ ইউনিফিকেশন না থাকায় দেশের দু'অঞ্চলের মধ্যে সরাসরি ট্রেন পরিচালনা করতে না পারা অন্যতম চ্যালেঞ্জ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- দেশের সকল জেলাকে রেলওয়ে নেটওয়ার্কের আওতায় আনার লক্ষ্যে ৮৫৬.২৫ কিঃমিঃ নতুন রেল লাইন নির্মাণ;
- গুরুত্বপূর্ণ রেলপথ করিডোরগুলো ডাবল লাইনে উন্নীত করার জন্য ১১১০.৫০ কিঃমিঃ ডুয়েলগেজ ডাবল লাইন নির্মাণ;
- দেশের সকল রেলপথকে গেজ ইউনিফিকেশন এর আওতায় আনয়ন করে আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রবর্তন করার পরিকল্পনা;
- বাংলাদেশ রেলওয়ের আয় বৃদ্ধির জন্য কন্টেইনার পরিবহণ বৃদ্ধির পদক্ষেপ;

- চাহিদা অনুযায়ী ট্রেন পরিচালনার জন্য ১০০টি নতুন লোকোমোটিভ, ১১২০টি যাত্রীবাহী কোচ, ১টি সিমুলেটর ও ৪টি রিলিফ ক্রেন সংগ্রহ;
- ৬২৪টি কোচ পুনর্বাসন এবং ৮১টি স্টেশনের সিগন্যালিং ব্যবস্থা আধুনিকায়ন; এবং
- রেলপথ এবং রোলিংস্টকসমূহ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পর্যায়ক্রমে যান্ত্রিক পদ্ধতির প্রয়োগ ও ইলেক্ট্রিক ট্রাকশন ব্যবস্থা প্রবর্তনসহ দ্রুতগতিসম্পন্ন ট্রেন চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

রূপকল্প

জাতীয় উন্নয়নে দক্ষ যুবশক্তি এবং সুস্বাস্থ্য ও বিনোদনের জন্য ক্রীড়া।

অভিলক্ষ্য

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ ও উৎপাদনশীল যুব সমাজ গঠন এবং ক্রীড়াক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উৎকর্ষ সাধন।

কৌশলগত উদ্দেশ্য

- দক্ষ, উৎপাদনক্ষম ও সচেতন যুব সমাজ গঠন;
- ক্রীড়ার মানোন্নয়ন ও বিকাশ।

বিগত তিন বছরে এপিএ-তে অর্জিত নম্বর

অর্থবছর	অর্জিত নম্বর
২০১৮-২০১৯	৮৩.০৮
২০১৭-২০১৮	৮৯.৪৯
২০১৬-২০১৭	৮৮.৯৯

এপিএ বাস্তবায়নের ফলে প্রধান অর্জন

- জেলা পর্যায়ে ১১টি আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে;
- এসডিজি ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাথে এলাইনমেন্ট করে কর্মপ্রত্যাশী যুবদের জন্য ০৮টি যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ কোর্স অন্তর্ভূক্তকরণ ও পরিচালনা করা হয়েছে;
- ৬ টি বিষয়ে ই-লার্নিং কনটেন্ট এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- যুবদের প্রশিক্ষণের জন্য ৬৪টি জেলায় ৭৭টি আধুনিক সুবিধা সম্বলিত কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে;
- ১৫ লক্ষ ১০ হাজার ৮৭৩ জন কর্মপ্রত্যাশী যুবককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষে ২ লক্ষ ৮২ হাজার ৬১০ জন আত্মকর্মী ও উদ্যোক্তা তৈরি করা হয়েছে;
- প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ১ লক্ষ ৯৬ হাজার ৯০২ জন যুবকের মাঝে ৫০০ কোটি ৯৮ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা যুবঋণ বিতরণ করা হয়েছে;
- ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির মাধ্যমে ২ লক্ষ ২৯ হাজার ৭৩৩ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান ও ২ লক্ষ ২৭ হাজার ৪০২ জনের অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হয়েছে;
- যুব সংগঠন (নিবন্ধন এবং পরিচালনা) আইন ২০১৫, যুব সংগঠন (নিবন্ধন ও পরিচালনা) বিধিমালা ২০১৭, জাতীয় যুবনীতি ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়েছে;
- যুবকর্মে অনন্য নজির স্থাপনের স্বীকৃতিস্বরূপ ১১১জনকে জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে;
- ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ করা হয়েছে ১৪৮২৬জন;
- ক্রীড়ার বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ৪৩৬৮৮জনকে;
- ব্যাচেলর অব ফিজিক্যাল এডুকেশন বিষয়ে শিক্ষা দান করা হয়েছে ২৮৬১ জনকে;
- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১০৫০ জনকে ১৫,০০০/-টাকা করে মোট ১,৫৭,৫০,০০০/-টাকা অসচ্ছল, আহত, অসমর্থ ও দুস্থ ক্রীড়াসেবী এবং তাদের পরিবারের সদস্যকে মাসিক ভাতা/এককালীন অনুদান প্রদান করা হয়েছে;
- এনএসসি কর্তৃক ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে ২৫৭৯টি প্রতিষ্ঠানকে। আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে ২৬০৮টি ক্রীড়া ক্লাব/প্রতিষ্ঠানকে; এবং
- আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে ২৯৭টি।

উল্লেখযোগ্য ই-সার্ভিস, সেবা সহজিকরণ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন

ক) ই-সেবার বিবরণ:

- অনলাইন ঋণ প্রক্রিয়াকরণ;
- অনলাইন প্রশিক্ষণ আবেদন;
- অনলাইন যুব সংগঠন নিবন্ধন;
- ই-জিপি।

খ) ইনোভেশনের বিবরণ:

- লার্নিং কনটেন্ট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার প্রস্তুত;
- ট্রেনিং এটেনডেন্স ট্র্যাকিং সিস্টেম;
- সিস্টেম জেনারেটেড অনলাইন ঋণ রিপোর্ট প্রক্রিয়াকরণ;
- মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ঋণের কিস্তি আদায়;
- অনলাইনের মাধ্যমে কলেজ ফিস আদায়;
- অনলাইনের মাধ্যমে ক্রীড়া সরঞ্জামের আবেদন গ্রহণ ও বরাদ্দ প্রদানের তথ্য প্রদান;
- অনলাইনের মাধ্যমে দুস্থ, আহত ও অসচ্ছল ক্রীড়াবিদদের জন্য কল্যাণ অনুদান প্রদান;
- অনলাইনের মাধ্যমে সফল যুব সংগঠক/যুব সংগঠনকে অনুদান প্রদান; এবং
- স্বাধীন বাংলা ফুটবল টিমের সদস্যদের মাসিক ভাতা ই-ব্যাংকিং মাধ্যমে প্রদান।

গ) এস পি এস'র বিবরণ:

- চলমান: ১৮ জেলার প্রশিক্ষণ সনদ প্রদান সহজিকরণ।

চ্যালেঞ্জ

- কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিলম্বে বাজেট বরাদ্দ প্রাপ্তি;
- এপিএ বিষয়ে অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ;
- তৃণমূল পর্যায়ে খেলোয়াড়দের ক্রীড়াক্ষেত্রে সকল সুবিধা প্রদান করা এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ছাত্র-ছাত্রীদের ধরে রাখা।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- এপিএ কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাজেট পরিকল্পনা ও বরাদ্দ প্রদান;
- অর্থবছরের শুরুতে বাজেট ছাড়করণ;
- জনবল সংকট দূর করা; এবং
- বিজ্ঞানভিত্তিক ক্রীড়া প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকমানের খেলোয়াড় তৈরি করা।

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবারকল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়

রূপকল্প

সকলের জন্য মান সম্মত স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং সাশ্রয়ী পরিবার পরিকল্পনা সেবা।

অভিলক্ষ্য

স্বাস্থ্য জনসংখ্যা ও পুষ্টিখাতের উন্নয়নের মাধ্যমে মান সম্মত স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং সবার জন্য সাশ্রয়ী ও গুণগত পরিবার পরিকল্পনা সেবা।

কৌশলগত উদ্দেশ্য

- মানসম্মত স্বাস্থ্য শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ;
- অবকাঠামো সম্প্রসারণ, মেরামত ও পরিদর্শন;
- পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের গতিশীলতা আনয়ন, সার্বজনীন পরিবার পরিকল্পনা সেবা এবং মা, শিশু ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবার সম্প্রসারণ ও প্রচার কার্যক্রম; এবং
- গবেষণা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ সম্প্রসারণ।

বিগত তিন বছরে এপিএ-তে অর্জিত নম্বর

অর্থবছর	অর্জিত নম্বর
২০১৮-২০১৯	৮২.৬১
২০১৭-২০১৮	৯৪.০৫
২০১৬-২০১৭	৯২.০৪

এপিএ বাস্তবায়নের ফলে প্রধান অর্জন

- জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়ে ১.৩৩% হয়েছে (SVRS-২০১৮);
- মোট প্রজনন হার বা নারী প্রতি গড় সন্তান জন্মদানের হার হ্রাস পেয়ে বর্তমানে ২.০৫ হয়েছে (SVRS-২০১৮);
- জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার বেড়ে ৬৩.১% হয়েছে (SVRS-২০১৮);
- মাতৃমৃত্যুর হার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে) হ্রাস পেয়ে ১.৬৯ হয়েছে (SVRS-২০১৮);
- নবজাতকের মৃত্যুহার প্রতি হাজারে হ্রাস পেয়ে ১৬ হয়েছে (SVRS-২০১৮) এবং ৫ বছরের কম বয়সী শিশুমৃত্যুর হার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে) হ্রাস পেয়ে ২৯ হয়েছে (SVRS-২০১৮);
- প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারি বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৫০% হয়েছে;
- EMIS ব্যবহারকারী ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের সংখ্যা ১৪৯টিতে উন্নীত হয়েছে;
- ২৮৫৪ টি ইউনিয়ন কেন্দ্র হতে ২৪/৭ (সার্বক্ষণিক) স্বাভাবিক প্রসব সেবা প্রদান করা হচ্ছে;
- ৫৮ টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার চালু করা হয়েছে;
- ঢাকার মিরপুরে লালকুঠি মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য ইন্সটিটিউট চালু করা হয়েছে;
- মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪টি তে এবং সরকারি মেডিকেল কলেজের সংখ্যা ৩৬টি তে উন্নীত করা হয়েছে;
- স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৫৯৬ টি বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৮০৯টি হয়েছে;
- স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর গঠন করা হয়েছে (গেজেট প্রকাশ: ২৪/১১/২০১৯);
- Bangladesh Health Facility Survey (BHFS) 2017 এবং Bangladesh Demographic and Health Survey (BDHS) ২০১৭-১৮ সম্পন্ন হয়েছে; এবং
- শূন্যপদের বিপরীতে ৮০% নিয়োগ প্রদান সম্পন্ন হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য ই-সার্ভিস, সেবা সহজিকরণ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন

ক) ই-সেবার বিবরণ:

- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ১০১টি ক্রয় কার্যক্রমের মধ্যে ৩৮টি ইজিপির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে;
- পরিবার পরিকল্পনা, জরুরি প্রসূতি সেবা, নবজাতক ও শিশু সেবা, কৈশোর ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য 'সুখি পরিবার' শীর্ষক ২৪/৭ কল সেন্টার (নম্বর ১৬৭৬৭) স্থাপন করা হয়েছে; এবং
- 'ভয়েস-কল'-এর মাধ্যমে গর্ভবতী মায়েদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান।

ক) ই-সেবার বিবরণ:

- মোবাইল এ্যাপস ভিত্তিক Digital Monitoring System (DMS) চালু করা হয়েছে;
- গর্ভবতী মা, সক্ষম দম্পতি, শিশু ও নবজাতকদের সেবা বার্তা প্রদানে সমন্বিত ই-টুল কিট তৈরি করা হয়েছে;
- স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পুষ্টি খাতে ব্যবহৃত সকল উপকরণ সমৃদ্ধ ডিজিটাল আর্কাইভ গড়ে তোলা হয়েছে;
- Supply Chain Management Portal (SCMP) চালু করা হয়েছে (www.scmpbd.org) ;
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকরি ও ব্যক্তিগত তথ্যের ডাটাবেজ চালু করা হয়েছে;
- জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট) এ ওয়েব-বেজড Asset Management System চালু করা হয়েছে;
- রিপোর্ট এ ওয়েব-বেজড Training Management System চালু করা হয়েছে; এবং
- নার্সিং ও মিডওয়াইফারী অধিদপ্তরে Personnel Management Information System (PMIS) চালু করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত অনলাইন ভর্তি কার্যক্রম

- মেডিকেল, ডেন্টাল ও নার্সিং কলেজসহ সকল সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভর্তি পরীক্ষা অনলাইন ব্যবস্থাপনায় কেন্দ্রীয়ভাবে সম্পাদন করা হচ্ছে।

খ) ইনোভেশনের বিবরণ:

- গাজীপুর জেলার কাপাসিয়াতে গর্ভবতী মায়েদের ডাটাবেজ তৈরি এবং সেবা মনিটরিং পাইলট প্রকল্প চালুকরণ;
- মোবাইল ম্যাসেজ এর মাধ্যমে গর্ভবতী মায়েদের প্রাতিষ্ঠানিক সেবা নিশ্চিত করা (এ উদ্যোগটি ২০১৭ সনে জনপ্রশাসন পদকপ্রাপ্ত); এবং
- নব বিবাহিত দম্পতিদের বিয়ের অনুষ্ঠানে গিফট বক্স প্রদান। গিফট বক্সে জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রী ও লিফলেট থাকে।

গ) এস আই পি'র বিবরণ:

- গাজীপুর জেলার কাপাসিয়াতে গর্ভবতী মায়েদের ডাটাবেজ তৈরি এবং সেবা মনিটরিং পাইলট প্রকল্প চালুকরণ; এবং
- সিলেট বিভাগে সান্ধ্যকালীন স্যাটেলাইট কার্যক্রম চালু।

চ্যালেঞ্জ

- মাঠ পর্যায়ের জনবলকে এপিএ বিষয়ে প্রশিক্ষিত করা এবং অবকাঠামো উন্নয়ন এপিএ বাস্তবায়নে এ বিভাগের প্রধান চ্যালেঞ্জ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- ০৫টি নতুন FWC স্থাপন করা;
- ১৫টি নতুন মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন করা;
- ২টি আইএইচটি স্থাপন করা;
- ২টি নার্সিং কলেজ স্থাপন করা;
- প্রতিটি জেলায় বাস্তবতার নিরিখে মেডিকেল কলেজ স্থাপন করা;
- প্রত্যেক বিভাগে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কর্ম পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে; এবং
- সারা দেশে প্রতিটি জেলায় ১টি করে ২৪/৭ সেবা কেন্দ্র চালু করার কর্ম পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

রূপকল্প

সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা।

অভিলক্ষ্য

সাধারণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের সমন্বয়ে সুশিক্ষিত, দক্ষ ও উন্নত নৈতিকতাসম্পন্ন মানব সম্পদ সৃষ্টি।

কৌশলগত উদ্দেশ্য

- সকল ছেলে ও মেয়ের জন্য বিনাখরচে/নিখরচায় (free) ন্যায়সঙ্গত ও মানসম্মত মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপন নিশ্চিত করা;
- সকল নারী ও পুরুষের জন্য সাশ্রয়ী ও মানসম্মত উচ্চশিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা;
- শিক্ষাক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য দূর করা এবং প্রতিবন্ধী ও ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীসহ ঝুঁকিতে রয়েছে এমন জনগোষ্ঠীর জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা স্তরে সমান সুযোগ নিশ্চিত করা;
- কার্যকর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের সংখ্যা উল্লেখ্যযোগ্য হারে বৃদ্ধি করা; এবং
- শিশু, প্রতিবন্ধী ও জেন্ডার সংবেদনশীল এবং নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও কার্যকর শিখন-শেখানো পরিবেশ সম্বলিত শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন।

বিগত তিন বছরে এপিএ-তে অর্জিত নম্বর

অর্থবছর	অর্জিত নম্বর
২০১৮-২০১৯	৮১.৬৮
২০১৭-২০১৮	৮৯.৭৬
২০১৬-২০১৭	৯৭.৯১

এপিএ বাস্তবায়নের ফলে প্রধান অর্জন

- ১০,৫৫,৩০,২৩৩জন শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে ১৩৯,৫৭,৮৩,৮৮১ কপি পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়েছে;
- ০৯টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে এবং ৪৬টি বিশ্ববিদ্যালয়কে এপিএ চুক্তির আওতায় আনা হয়েছে;
- মাল্টিমিডিয়া ব্যবহারের মাধ্যমে ১,৩৪,৫১,০০০টি শ্রেণিকক্ষে পাঠদান প্রদান করা হয়েছে;
- মাধ্যমিক পর্যায়ে ২,৪৪,৫৩,০০০ জন ছাত্র-ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে;
- পাবলিক পরীক্ষায় ফলাফলের ভিত্তিতে ১২,১৭,০০০জন শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে;
- মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ১১,৩৭,০৯৫ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বচ্ছভাবে শিক্ষক নিয়োগ প্রদানের জন্য বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)-এর মাধ্যমে ৪৯,৯৬৫ জন শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে;
- পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক ১৬৫৫৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা হয়েছে;
- পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল ৬০ দিনের মধ্যে প্রকাশ করা হচ্ছে;
- স্নাতক পাস/ডিগ্রি স্তরের ১২,১৯,৩৫২ জন শিক্ষার্থী (৯,৭১,৩১৫জন ছাত্রী এবং ২,৪৮০৩৭ জন ছাত্র) কে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে;
- শিক্ষকদের আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তৃণমূলে ই-সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১২৫টি উপজেলায় আইসিটি ট্রেনিং এন্ড রিসোর্স সেন্টার ফর এডুকেশন (ইউআইটিআরসিই)স্থাপন করা হয়েছে;
- এ পর্যন্ত ১২৫টি আইসিটি ট্রেনিং এন্ড রিসোর্স সেন্টার ফর এডুকেশন (ইউআইটিআরসিই)-এ ১,৫০,০০০জন শিক্ষককে আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

- বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু কর্ণার চালু করা হয়েছে;
- সব সরকারি কলেজকে ই-ফাইলিংয়ের আওতায় আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে; এবং
- ২০১৯ সালে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মুক্তিযুদ্ধকে জানো' শীর্ষক একটি প্রজেক্ট অত্যন্ত সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। প্রজেক্টের অংশ হিসেবে শিক্ষার্থীরা দলবদ্ধভাবে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ শীর্ষক প্রায় ০১ (এক) লক্ষ রিপোর্ট ও ডকুমেন্টারি তৈরি করেছে।

উল্লেখযোগ্য ই-সার্ভিস, সেবা সহজিকরণ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন

- উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের অনলাইনের মাধ্যমে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন;
- বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডার কর্মকর্তাদের বদলীর আবেদন অনলাইনে গ্রহণ;
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভূক্তির সার্বিক কার্যাদি অনলাইনে সম্পন্ন;
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক, শিক্ষক-কর্মচারীর আর্থিক অনুদান-এর আবেদন অনলাইনে গ্রহণ এবং ডাক বিভাগের ডিজিটাল সেবা 'নগদ' এর মাধ্যমে টাকা প্রদান;
- বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডার কর্মকর্তাদের বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি অনুমোদন অনলাইনে সম্পন্ন;
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরিতে অনলাইন ভিত্তিক বই আদান-প্রদান;
- প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধ, নির্ভুল ও মানসম্মত প্রশ্নপত্র-প্রণয়ন, গাইড বই ও কোচিং-নির্ভরতা বন্ধ করতে/কমাতে অনলাইন প্রশ্নব্যাংক তৈরি;
- বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির অনুমোদন সহজিকরণ;
- মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের অনলাইনের মাধ্যমে ছাড়পত্র (টি.সি.) প্রদান; এবং
- মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের অনলাইনের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন।

চ্যালেঞ্জ

- সুনির্দিষ্ট ও যথাযথ কৌশলগত উদ্দেশ্য, কার্যক্রম ও কর্মসম্পাদন সূচক নির্ধারণে দুর্বলতা;
- সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা অনুসারে কাজে অনীহা;
- দুর্বল পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;
- ব্যক্তিগত কর্মকম্পাদনের সঙ্গে দুর্বল সংযোগ;
- যথাযথ প্রণোদনার অভাব;
- কার্যকর সমন্বয়ের অভাব;
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গতানুগতিক মনোভাব; এবং
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ইতিবাচক পরিবর্তনের প্রতি অনীহা।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- পর্যায়ক্রমে উপবৃত্তির আওতা সম্প্রসারণ;
- যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিত করা;
- শিক্ষা ব্যবস্থার মান উন্নয়নে শিক্ষা আইন প্রণয়ন; এবং
- শিক্ষকদের জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়

রূপকল্প

বিশ্বমানের বন্দর, মেরিটাইম ও নৌ-পরিবহন ব্যবস্থাপনা।

অভিলক্ষ্য

সমুদ্র, নৌ ও স্থল বন্দরসমূহের আধুনিকায়ন, নৌপথের নাব্যতা সংরক্ষণ, মেরিটাইম সেক্টরে দক্ষ জনবল সৃষ্টি, সাশ্রয়ী ও নিরাপদ যাত্রী ও পণ্য পরিবহন এবং বৈদেশিক বাণিজ্য সম্প্রসারণে সহায়তাকরণ।

কৌশলগত উদ্দেশ্য

- সমুদ্র বন্দর ও স্থলবন্দরসমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের মাধ্যমে দক্ষতা ও সেবার মান বৃদ্ধি;
- অভ্যন্তরীণ নৌপথের উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং নৌপরিবহন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ; এবং
- সমুদ্র পরিবহন ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ।

বিগত তিন বছরে এপিএ-তে অর্জিত নম্বর

অর্থবছর	অর্জিত নম্বর
২০১৮-২০১৯	৮১.২১
২০১৭-২০১৮	৯০.৬৮
২০১৬-২০১৭	৯১.২৪

এপিএ বাস্তবায়নের ফলে প্রধান অর্জন

- ৫৩টি নৌপথ খনন করে প্রায় ১৬০০ কিলোমিটার নৌপথ উদ্ধার করা হয়েছে;
- বুড়িগঙ্গা, তুরাগ ও শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে ব্যাংক প্রটেকশনসহ ২০ কিলোমিটার ওয়াকওয়ে নির্মাণ করা হয়েছে;
- মাদারীপুর-চরমুগরিয়া-টেকেরহাট-গোপালগঞ্জ এলাকার মৃত প্রায় মধুমতি, আপার কুমার, লোয়ার কুমার ও কুমার নদের প্রায় ১১০ কিলোমিটার নৌপথের নাব্যতা উন্নয়ন করা হয়েছে;
- ঢাকা শহরে চারদিকে ৭০ কিলোমিটার বৃত্তাকার নৌপথের নাব্যতা উন্নয়নসহ প্রায় ২,০০০ কিলোমিটার নাব্যতা উন্নয়ন করা হয়েছে;
- বিআইডব্লিউটিসির ফেরি সার্ভিসে মতলব-গজারিয়া নামে একটি নতুন রুট চালু করা হয়েছে;
- চীন থেকে ০৬টি নতুন জাহাজ ক্রয় করা হয়েছে;
- বুড়িমারী স্থলবন্দরে ইমিগ্রেশন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে;
- ভোমরা স্থলবন্দরে বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়নপূর্বক স্থলবন্দরে কার্যক্রম চালু করা হয়েছে;
- চট্টগ্রাম বন্দরে প্রায় ৪ লাখ বর্গমিটার ইয়ার্ড নির্মাণ করা হয়েছে;
- চট্টগ্রাম বন্দরে কার্গো হ্যান্ডলিং ক্ষমতা ১০ বছরে ৮.৫ কোটি মেট্রিক টন বৃদ্ধি পেয়েছে;
- মোংলা বন্দরের জন্য পাইলট বোট, টাগ বোট, ক্রেন বোট, ডেসপাচ বোট, ক্রু হাউজ বোট ক্রয় করা হয়েছে;
- মোংলা বন্দরে আমদানিকৃত গাড়ি রাখার জন্য সংযোগ সড়কসহ ২টি ইয়ার্ড নির্মাণ করা হয়েছে;
- পায়রা বন্দর থেকে পটুয়াখালী মহসড়কের রজপাড়া পর্যন্ত ৫.৬০ কিলোমিটার চার লেনের সংযোগ সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে;
- সিলেট, রংপুর, বরিশাল ও পাবনায় নতুন ৪টি মেরিন একাডেমি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে;
- চট্টগ্রামে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেরিন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য ই-সার্ভিস, সেবা সহজিকরণ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন

- অনলাইনে চাকুরির আবেদন গ্রহণ;
- বেনাপোল পোর্ট অটোমেশন;
- Online berthing;
- লাইব্রেরি অটোমেশন;
- অনলাইনে নৌযান সার্ভে, রেজিস্ট্রেশন ও নাবিকদের সনদ প্রদান;
- CTMS এর মাধ্যমে Container এর location বের করা ও ব্যবস্থাপনা;
- আমদানিকৃত পণ্য বন্দরে প্রবেশ করলে তাৎক্ষণিক আমদানিকারকের নিকট Auto SMS প্রেরণ;
- বন্দরে আইপি টেলিফোনিক সিস্টেম চালুকরণ;
- নৌপরিবহনের উপকারভোগীদের তথ্যসেবা প্রদান ও অভিযোগ গ্রহণের জন্য শর্ট কোড নম্বর ১৬১১৩ চালু;
- ১৭টি নদীবন্দর ও স্টেশনে ২৫টি CC Camera স্থাপন;
- পরিবেশ দূষণ রোধে অভ্যন্তরীণ নৌপথে চলাচলকারী সব লঞ্চে ডাস্টবিন স্থাপন;
- প্রতিবন্ধী সেবাগ্রহীতাদের অফিসে আসার জন্য বন্দর ভবনের প্রবেশপথের সিড়ির পাশে র‍্যাম্প নির্মাণ; এবং
- বেনাপোল ও ভোমরা স্থলবন্দরে পণ্যের ওজন স্কেল সহজিকরণ।

চ্যালেঞ্জ

- দেশের ক্রমবর্ধমান আমদানি রপ্তানিকে সামাল দেয়ার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম বন্দরের বর্ধিত কন্টেইনার হ্যান্ডলিং নিশ্চিত করার জন্য জেটি ও ইয়ার্ড নির্মাণ করা;
- মোংলা বন্দরে ১৪৫ কিঃমিঃ চ্যানেলের নাব্যতা বৃদ্ধি ও সংরক্ষণ করা;
- পায়রা বন্দরের প্রথম টার্মিনাল নির্মাণ করা;
- সকল নৌপথে পলি অপসারণের মাধ্যমে নৌচলাচল উপযোগী রাখা; এবং
- ঢাকার চারপাশের নদীসমূহের তীরভূমির অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করে সীমানা পিলার, ওয়াকওয়ে ও ইকোপার্ক নির্মাণ করা নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের অন্যতম চ্যালেঞ্জ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- চট্টগ্রাম বন্দরে অধিক ড্রাফট ও দৈর্ঘ্যের জাহাজ ভিড়ানোর জন্য হালিশহর এলাকায় বে-টার্মিনাল ও লালদিয়া মাল্টিপারপাস টার্মিনাল নির্মাণ করা;
- কর্ণফুলী কন্টেইনার টার্মিনাল, পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল এবং মাতারবাড়ি পোর্ট নির্মাণ করা;

- পায়রা বন্দর হতে খালাসকৃত মালামাল দেশের অন্যত্র পরিবহনের লক্ষ্যে রাবনাবাদ চ্যানেল সংলগ্ন এলাকায় সংযোগ সড়ক, আন্দারমানিক নদীর উপর সেতু ও ৬৫০ মিটার দৈর্ঘ্যের জেটিসহ একটি টার্মিনাল নির্মাণ করা;
- বিআইডব্লিউটিএ'র জন্য আনুষংগিক সুবিধাদিসহ ২টি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন উদ্ধারকারী জলযান, ৬টি রিভার ক্লিনিং ভেসেল সংগ্রহ করা;
- খানপুরে আইসিটি এন্ড বাল্ক টার্মিনাল নির্মাণ করা;
- বিআইডব্লিউটিসি'র বাণিজ্যিক কার্যক্রমে ২টি উন্নতমানের কে-টাইপ ফেরি ও ২টি উপকূলীয় যাত্রীবাহী জাহাজ নির্মাণ করা; এবং
- শেওলা, ভোমরা, রামগড় ও বেনাপোল স্থলবন্দরের উন্নয়ন করা।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়

রূপকল্প

দক্ষ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও শক্তিশালী আর্থিক বাজার ও সেবা।

অভিলক্ষ্য

নীতিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালী করার মাধ্যমে আর্থিক বাজার ও সেবা ব্যবস্থার মানোন্নয়ন।

কৌশলগত উদ্দেশ্য

- প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ;
- আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমুহের পেশাদারিত্ব এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি;
- পুঁজিবাজারের কার্যকারিতা বৃদ্ধিকরণ;
- বীমা খাতে অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি ও শৃঙ্খলা সুসংহতকরণ; এবং
- সুনিয়ন্ত্রিত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও পরিচালনায় সহায়তা জোরদার।

বিগত তিন বছরে এপিএ-তে অর্জিত নম্বর

অর্থবছর	অর্জিত নম্বর
২০১৮-২০১৯	৮১.২১
২০১৭-২০১৮	৭৪.৯৮
২০১৬-২০১৭	৮৯.৯০

এপিএ বাস্তবায়নের ফলে প্রধান অর্জন

- মোট জারিকৃত বিধিমালা/ প্রবিধানমালা: ১৩টি;
- ব্যাংকসমূহের মাধ্যমে মোট বিতরণকৃত কৃষিঋণ: ৯৫২১৯ কোটি টাকা;
- ব্যাংকসমূহের মাধ্যমে বিতরণকৃত মোট এসএমই ঋণ: ৬৯১৯৪১ কোটি টাকা;
- বিতরণকৃত মোট ক্ষুদ্রঋণ: ৫২১১৯৭ কোটি টাকা;
- পুঁজিবাজারে মোট নতুন বিনিয়োগের পরিমাণ: ১২২২৬ কোটি টাকা;
- পুঁজিবাজারে মোট বিনিয়োগকারীদের জন্য প্রশিক্ষণ: ৯০২৪ জন।
- বীমা বিষয়ে মোট প্রশিক্ষিত জনবল: ৪০১৪জন; এবং
- এমএফআই সুবিধাভোগীদের মোট সংখ্যা বৃদ্ধি: ১২২১ লক্ষ জন।

উল্লেখযোগ্য ই-সার্ভিস, সেবা সহজিকরণ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন

- ডিজিটাল কেইস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম; এবং
- ই-লাইব্রেরি ওয়েবপোর্টাল।

চ্যালেঞ্জ

- রাষ্ট্রমালিকানাধীন ব্যাংকসমূহে অধিক পরিমাণ শ্রেণিকৃত ঋণ;
- ব্যাংকিং সেবা বঞ্চিত বৃহৎ জনগোষ্ঠী; সরকারি ব্যাংকসমূহের গ্রাহকসেবার মানোন্নয়ন ও তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারে সীমাবদ্ধতা; এবং
- বীমা সম্পর্কে জনগণের আস্থাহীনতা এবং শেয়ারবাজারে ট্রেড পরবর্তী ক্লিয়ারিং সেটেলমেন্টে বিলম্ব এবং প্রশিক্ষিত বিনিয়োগকারীর অভাব।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- ভাল মানের ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির পাশাপাশি শ্রেণিকৃত ঋণের পরিমাণ কমানো; এবং
- প্রচলিত ব্যাংকিং সেবার পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর ডিজিটাল ব্যাংকিং সেবা যেমন: মোবাইল ব্যাংকিং, এজেন্ট ব্যাংকিং ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যাংকিং সেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া; বীমা বিষয়ে ব্যাপক প্রচার ও বীমাখাতে প্রশিক্ষিত দক্ষ জনবল সৃষ্টি এবং স্টক এক্সচেঞ্জসমূহের ট্রেড পরবর্তী ক্লিয়ারিং ও সেটেলমেন্ট কার্যক্রম সম্পন্নের জন্য পৃথক ক্লিয়ারিং কোম্পানি প্রতিষ্ঠা ও দেশব্যাপী আর্থিক শিক্ষা (Financial Literacy) কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

রূপকল্প

বিশ্ব বাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান সৃষ্টি।

অভিলক্ষ্য

ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি, বাণিজ্য পদ্ধতির সহজিকরণ, রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান, রপ্তানি পণ্য ও বাজার বহুমুখীকরণ, বৈদেশিক বাণিজ্যে সক্ষমতা বৃদ্ধি, নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখার মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নে ভূমিকা রাখা।

কৌশলগত উদ্দেশ্য

- বৈশ্বিক রপ্তানিতে স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশের রপ্তানি দ্বিগুণে উন্নীতকরণ এবং দেশে ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি;
- ব্যবসা-বাণিজ্য সহজিকরণের জন্য আইন ও বিধিবিধান যুগোপযোগীকরণ এবং মন্ত্রণালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়ন;
- বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার সিদ্ধান্তের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশের জন্য স্থায়ী ভিত্তিতে শুল্কমুক্ত, কোটামুক্ত বাজার সুবিধা আদায়ের মাধ্যমে দেশের স্বার্থ সংরক্ষণ;
- ভোক্তার স্বার্থ ও অধিকার নিশ্চিতকরণ; এবং
- নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখতে কার্যকর পরিবীক্ষণ নিশ্চিতকরণ।

বিগত তিন বছরে এপিএ-তে অর্জিত নম্বর

অর্থবছর	অর্জিত নম্বর
২০১৮-২০১৯	৮১.২০
২০১৭-২০১৮	৮৭.১৬
২০১৬-২০১৭	৯৩.১০

এপিএ বাস্তবায়নের ফলে প্রধান অর্জন

- রপ্তানি নীতি ২০১৮-২১ কার্যকর করা হয়েছে;
- চা আইন ২০১৬, স্বর্ণ নীতিমালা ২০১৮ এবং Registered Exporter System (REX) বাস্তবায়ন গাইডলাইন ২০১৯ প্রণীত হয়েছে;
- ১৬৭টি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ করা হয়েছে;
- চীনের কুনমিং, সৌদি আরবের জেদ্দা, দক্ষিণ কোরিয়ার সিউল এবং সিংগাপুরে নতুন বাণিজ্যিক উইং স্থাপিত হয়েছে;
- ১১৯টি প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রদান করা হয়েছে;
- ৩৫৬ জন গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়ীকে সিআইপি কার্ড প্রদান করা হয়েছে;
- ৩৭৭৭টি বাজার মনিটরিং অভিযান পরিচালিত হয়েছে;
- আমদানি-রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তরে Online Licensing Module (OLM) প্রবর্তন করা হয়েছে;
- যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর কর্তৃক অনলাইনে গ্রাহকের নিকট ইলেকট্রনিক স্বাক্ষরযুক্ত সার্টিফাইড কপি প্রেরণ করা হচ্ছে;
- ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ এর আওতায় অধিদপ্তর কর্তৃক বিগত তিন বছরে ১৪,৮৫৭টি বাজার তদারকি কার্যক্রম পরিচালনা করে আইনের বিভিন্ন ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে ৪৫,০৮৪টি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান থেকে মোট ৩৬,৭৪,২৫,৩৫০/- (ছত্রিশ কোটি চুয়াত্তর লক্ষ পঁচিশ হাজার তিনশত পঞ্চাশ) টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে;
- ভোক্তাদের অভিযোগ গ্রহণের লক্ষ্যে ভোক্তা-অভিযোগ কেন্দ্র স্থাপন করে বিগত তিন বছরে ২৪,৮৩৬টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে;
- সকল জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়নে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ কমিটি গঠন করা হয়েছে;

- টিসিবি'র কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সর্বশেষ ময়মনসিংহে আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া, কুমিল্লা, ঝিনাইদহ, মাদারীপুর ও বগুড়া জেলায় টিসিবি'র ক্যাম্প অফিস স্থাপন করা হয়েছে; এবং
- টিসিবি আঞ্চলিক কার্যালয় চট্টগ্রামে ৮,০০০ মে: টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন গুদাম নির্মাণ করা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য ই-সার্ভিস, সেবা সহজিকরণ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন

ক) ই-সেবার বিবরণ:

- স্টোর ব্যবস্থাপনা এবং ই-রিকুইজিশন;
- ভোক্তা-অধিকার বাংলাদেশ ইউটিউভ চ্যানেল;
- থমসন রয়টার্স এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য সরবরাহ;
- জিএসপি ট্রাকার ও পরিসংখ্যান ডেটাবেজ;
- মোবাইল অ্যাপস এর মাধ্যমে বাজার দর প্রদান;
- দুটি পাতা একটি কুঁড়ি (মোবাইল অ্যাপ);
- চা সেবা (মোবাইল অ্যাপ);
- অনলাইন টি লাইসেন্সিং সিস্টেম; এবং
- অনলাইন টি রিসোর্ট বুকিং সিস্টেম।

খ) ইনোভেশনের বিবরণ:

- কনফারেন্স রুম বুকিং সিস্টেম;
- বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি;
- কোম্পানি রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়করণ (Automation of Company Registration System);
- Online Learning Portal;
- ই-ক্ষতিপূরণ;
- অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য ও সরবরাহ পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত সফটওয়্যার; এবং
- সিসিআইএন্ডই সার্ভিসেস ইনফরমেশন অ্যাপ।

গ) এস আই পি'র বিবরণ:

- সেবা গ্রহীতার উপযুক্ত পরিবেশে বসার ব্যবস্থাকরণ;
- স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশের নিমিত্ত তথ্য সম্বলিত তথ্য বোর্ড অধিদপ্তরের মূল ফটকে স্থাপন;
- তথ্য সেবা নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত গুরুত্বপূর্ণ নথিসমূহ সংরক্ষণের জন্য আর্কাইভ স্থাপন; এবং
- বাজার দর প্রদর্শনের নিমিত্ত ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন।

ঘ) এস পি এস'র বিবরণ:

- নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার দর প্রতিদিন টিসিবি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশ;
- মোবাইল অ্যাপসের মাধ্যমে বাজার দর প্রদান;

চ্যালেঞ্জ

- মন্ত্রণালয় বা দপ্তর সংস্থাসমূহে এপিএ সংক্রান্ত কোন আলাদা শাখা না থাকায় নির্দিষ্ট কোন জনবল নেই। এপিএ কনসেপ্টটির সাথে অনেক কর্মচারী এখনও পরিচিত হতে পারেননি।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- মন্ত্রণালয়ে এপিএ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত আলাদা শাখা খোলা।

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

রূপকল্প

প্রতিযোগিতা সক্ষম শক্তিশালী বস্ত্র ও পাট খাত।

অভিলক্ষ্য

বস্ত্র ও পাট পণ্যের বহুমুখীকরণ, দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি, বিনিয়োগের সুযোগ সম্প্রসারণের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা, কর্মসংস্থান এবং রপ্তানি বৃদ্ধিকরণ।

কৌশলগত উদ্দেশ্য

- বস্ত্র ও পাট পণ্যের বহুমুখীকরণ ও বাজার সম্প্রসারণ;
- মানবসম্পদ উন্নয়ন;
- বস্ত্র ও পাট ব্যবসায় সহযোগিতা প্রদান;
- প্রযুক্তিগত ও উদ্ভাবনমূলক গবেষণা জোরদারকরণ;
- বস্ত্র ও পাট খাতে উন্নয়ন; এবং
- আইনি কাঠামো শক্তিশালীকরণ।

বিগত তিন বছরে এপিএ-তে অর্জিত নম্বর

অর্থবছর	অর্জিত নম্বর
২০১৮-২০১৯	৮০.৭১
২০১৭-২০১৮	৮৮.১৭
২০১৬-২০১৭	৯৭.৬৩

এপিএ বাস্তবায়নের ফলে প্রধান অর্জন

- পাট আইন ২০১৭, পাট নীতি ২০১৮, বস্ত্র নীতি ২০১৭, বস্ত্র আইন ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে;
- পিপিপি মাধ্যমে বিটিএমসি'র ২টি মিল চালুকরণের লক্ষ্যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে;
- পিপিপি আওতায় বিটিএমসি'র অপর ৪টি মিল চালুকরণের লক্ষ্যে কনসালটেন্ট প্রতিষ্ঠান ও আইনজীবী নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে;
- তাঁত বস্ত্রের মানোন্নয়নে ৪টি ফ্যাশন ডিজাইন ইনস্টিটিউট/উপকেন্দ্র চালু হয়েছে;
- তাঁত বস্ত্র উৎপাদনের সহায়তা হিসেবে প্রান্তিক পর্যায়ে ৪,৭০৭ জন তাঁত শিল্পীকে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করা হয়েছে;
- বস্ত্র খাতে ০৩টি (টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট, টেক্সটাইল ডিপ্লোমা ইন্সটিটিউট এবং টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ) ক্যাটাগরিতে ১৪,৫৬২ জন শিক্ষার্থী কারিগরি শিক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে শ্রম বাজারে প্রবেশ করেছে;
- বহুমুখী পাটপণ্যের বাজার সম্প্রসারণ ও উদ্যোক্তা উন্নয়নে ৪৯২ জন প্রশিক্ষণ লাভ করেছে;
- রেশম বস্ত্র উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন ১১টি তুঁতজাত উন্নয়ন/উদ্ভাবন করা হয়েছে;
- রেশম বস্ত্র উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন ১৪টি রেশমকীটের জাত উন্নয়ন করা হয়েছে;
- পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে ৪,৭০৬টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে। ১৯টি পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার নিশ্চিত করার ফলে প্রতিবছর ১৬০ কোটি পাটের বস্তার বাজার সৃষ্টি হয়েছে;
- পাট ব্যবসা প্রসারের লক্ষ্যে পাটচাষীদের মধ্যে ৬৪,৭০০টি লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে; এবং
- বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০১৭ সাল হতে ২০২০ সাল পর্যন্ত ৪ বার জাতীয় পাট দিবস উদযাপিত হয়েছে এবং প্রথমবারের মত ৪ ডিসেম্বর ২০১৯ জাতীয় বস্ত্র দিবস উদযাপন করা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য ই-সার্ভিস, সেবা সহজিকরণ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন

ক) ই-সেবার বিবরণ:

- অনলাইন আইসিটি সল্যুশন সিস্টেম তৈরি;
- অনলাইন সিটিজেন চার্টার অভিযোগ সিস্টেম চালু;
- অনলাইন বিদেশ প্রশিক্ষণ ডাটাবেজ প্রস্তুত; এবং
- অনলাইনে চাকরির আবেদন গ্রহণ ও প্রবেশপত্র প্রদান।

খ) ইনোভেশনের বিবরণঃ

- উৎপাদিত বস্ত্র ও পাট পণ্য পরিচিতির জন্য লোগো ব্রান্ডিং।

গ) এস আই পি'র বিবরণঃ

- বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের উভয় ফ্লোরে (৬ নং ভবনের ৮ম ও ১২ তম তলায়) বড় আকারের ডিজিটাল নোটিশ বোর্ড স্থাপন; এবং
- কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ সময় মত সভায়,সেমিনার এবং ওয়ার্কশপে উপস্থিত হতে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে মোবাইল মেসেজিং সিস্টেম চালু।

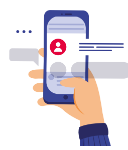

ঘ) এস পি এস'র বিবরণ:

- বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন-২ শাখায় ভান্ডার ব্যবস্থাপনায় যাবতীয়; এবং
- অনলাইন আইসিটি রিক্যুজিশন সিস্টেমের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের সকলেই প্রয়োজনানুযায়ী কম্পিউটার এবং কম্পিউটার সামগ্রীর রিকুইজিশনসমূহ অনলাইনে প্রদান করতে পারছে।

চ্যালেঞ্জ

- সংশ্লিষ্ট সকল পর্যায়ের এপিএ'র প্রতি সম্পৃক্ততার অভাব; এবং
- সুনির্দিষ্ট পর্যাপ্ত জনবলের অপ্রতুলতা ও কর্মপরিবেশের অপর্যাপ্ততা।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- দপ্তর/সংস্থা প্রধানদের এপিএ বাস্তবায়নের প্রতি অধিকতর মনোনিবেশ ও গুরুত্ব প্রদান; এবং
- মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদারকরণ।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

রূপকল্প

উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ পরবর্তী আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে সকল রাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক জোরদার ও বহির্বিশ্বে বাংলাদেশকে একটি আত্মবিশ্বাসী এবং দায়িত্বশীল রাষ্ট্র হিসেবে তুলে ধরা।

অভিলক্ষ্য

একটি দক্ষ ও আধুনিক কূটনৈতিক সার্ভিস গড়ে তোলা এবং কার্যকর কূটনৈতিক প্রয়াসের মাধ্যমে বিবর্তনশীল আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ এবং দেশের ভাবমূর্তি সমুন্নতকরণ ।

কৌশলগত উদ্দেশ্য

- দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক স্থাপন ও সুসংহতকরণ;
- বহুপাক্ষিক, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ফোরামে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্বকরণ, স্বার্থ সংরক্ষণ ও আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব বৃদ্ধিকরণ;
- কন্স্যুলার সেবা প্রদান সহজিকরণ;
- বৈশ্বিক রীতি অনুযায়ী রাষ্ট্রাচার সংক্রান্ত কার্যাবলীতে ক্রম উৎকর্ষতা অর্জনের মাধ্যমে কূটনৈতিক সৌহার্দ্য বৃদ্ধিকরণ;
- অর্থনৈতিক কূটনীতি জোরদারকরণ ও সুনীল অর্থনীতির উন্নয়ন; এবং
- বাংলাদেশের ভাবমূর্তি তুলে ধরতে শক্তিশালী বহিঃপ্রচার কার্যক্রম এবং সার্বিক জনকূটনীতি পরিচালন।

বিগত তিন বছরে এপিএ-তে অর্জিত নম্বর

অর্থবছর	অর্জিত নম্বর
২০১৮-২০১৯	৮০.০১
২০১৭-২০১৮	৮৩.৬৩
২০১৬-২০১৭	৯১. ৪৭

এপিএ বাস্তবায়নের ফলে প্রধান অর্জন

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গত পাঁচ বছরে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধসমৃদ্ধ বলিষ্ঠ পররাষ্ট্রনীতির অনুসরণপূর্বক দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রাজনৈতিক, কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক নিবিড়করণে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে;
- জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের অংশগ্রহণ বহির্বিশ্বে বহুপাক্ষিক কূটনৈতিক উপস্থিতি ও তৎপরতা অধিকতর দৃশ্যমান করেছে। বাংলাদেশের সফল কূটনৈতিক প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ ওআইসি-এর পক্ষ হতে গাম্বিয়ার করা মামলায় আইসিজে সর্বসম্মতিক্রমে গণহত্যা প্রতিরোধে মিয়ানমারের প্রতি চারটি Provisional Measures-এর নির্দেশনামূলক রায় প্রদান করে;
- ইউনেস্কো কর্তৃক বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের স্বীকৃতি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কূটনৈতিক সাফল্যের অনন্য নিদর্শন। এছাড়াও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও দূতাবাসসমূহের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় জার্মানীর হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু ফেলোশীপ, পোল্যান্ডে একটি বঙ্গবন্ধু সেন্টার এবং থাইল্যান্ডের এআইটিতে বঙ্গবন্ধু চেয়ার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জনকূটনীতির অংশ হিসাবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রচিত "অসমাপ্ত আত্মজীবনী" ১৩টি ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশ এবং "কারাগারের রোজনামচা" ২টি ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশ করেছে;
- ভারতের সাথে স্থল সীমানা চুক্তির বাস্তবায়ন এবং ভারত ও মায়ানমারের সাথে সমুদ্র সীমানা নির্ধারণের কাজ সুসম্পন্ন হয়েছে;

এপিএ বাস্তবায়নের ফলে প্রধান অর্জন

- জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট ক্ষতি মোকাবেলায় অভিযোজন কার্যক্রমে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার স্বীকৃতিস্বরূপ ঢাকায় গ্লোবাল এডাপটেশন কমিশনের আঞ্চলিক শাখা স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে;
- আন্তর্জাতিক অভিবাসন বিষয়ে বাংলাদেশের গঠনমূলক অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ অভিবাসন ও উন্নয়ন সম্পর্কিত বৈশ্বিক ফোরামের (জিএফএমডি) সভাপতি নির্বাচিত হয়েছে;
- জাতিসংঘে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ প্রণয়ন, ‘২০১৫-পরবর্তী দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমন কাঠামো’ প্রণয়ন এবং জাতিসংঘের পানি বিষয়ক প্যানেলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে;
- জাতিসংঘ ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় অটিজম সংক্রান্ত রেজুলেশন উত্থাপনসহ ভুটানের সাথে যৌথ উদ্যোগে অটিজম সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনফারেন্স আয়োজন করেছে;
- আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকায় বিমসটেক সচিবালয় ও সাউথ এশিয়ান রিজিওনাল স্ট্যান্ডার্ডস অর্গ্যানইজেশনের সদর দপ্তর স্থাপন;
- জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিল, ইউনেস্কো, ইউনিসেফ, ইকোসোক, ইউএন ওম্যান-এর নির্বাহী বোর্ড সদস্যসহ অন্যান্য নির্বাচনে বাংলাদেশের বিপুল ভোটে নির্বাচিত হওয়ার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে;
- সফল কূটনৈতিক প্রচেষ্টার ফলে বাংলাদেশ আগামী দুই বছরের জন্য ভারত মহাসাগরীয় বলয় সংস্থা (IORA)-এর সহ-সভাপতির পদ গ্রহণ করেছে; এবং
- কোভিড-১৯ পরবর্তী পরিস্থিতিতে বিদেশে কর্মরত বিশেষত মধ্যপ্রাচ্যের শ্রমিকদের প্রত্যাবাসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

উল্লেখযোগ্য ই-সার্ভিস, সেবা সহজিকরণ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন

- অভ্যন্তরীণ চাহিদাপত্র ডিজিটালি প্রদান;
- কনস্যুলারে ৩৪ ধরণের সেবা প্রাপ্তির আবেদন দূতাবাস অ্যাপস এর মাধ্যমে সম্পন্ন; এবং
- সেবা প্রার্থীদের জন্য সুপেয় পানির ব্যবস্থাকরণ।

চ্যালেঞ্জ

সদর দপ্তর ও বিদেশস্থ মিশনসমূহের সাংগঠনিক কাঠামোতে বিদ্যমান অপ্রতুল জনবল এবং লজিস্টিকস সংক্রান্ত নানাবিধ সীমাবদ্ধতা।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

বাংলাদেশের পণ্য ও শ্রমবাজারের জন্য বিশাল সম্ভাবনার সকল অঞ্চলে বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক মিশন স্থাপন।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

রূপকল্প

টেকসই পরিবেশ ও বন উন্নয়ন।

অভিলক্ষ্য

প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলা, বনজ সম্পদ উন্নয়ন ও সমুদ্র সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জনগোষ্ঠীর বাস উপযোগী টেকসই পরিবেশ নিশ্চিতকরণ ।

কৌশলগত উদ্দেশ্য

- বন সংরক্ষণ, সম্প্রসারণ ও ব্যবস্থাপনা এবং প্রতিবেশ ব্যবস্থার উন্নয়ন;
- পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ;
- বন ও বনজ সম্পদের সংরক্ষণ ও উৎপাদন বৃদ্ধি বিষয়ক গবেষণা;
- জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং এ বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি; এবং
- বন শিল্প সম্প্রসারণ, উৎপাদন এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা অর্জন।

বিগত তিন বছরে এপিএ-তে অর্জিত নম্বর

অর্থবছর	অর্জিত নম্বর
২০১৮-২০১৯	৭৯.৭৬
২০১৭-২০১৮	৮৭.৭৩
২০১৬-২০১৭	৯৪.৪৭

এপিএ বাস্তবায়নের ফলে প্রধান অর্জন

- পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা এবং বনজ সম্পদে স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে ১৮,৮৩০হেক্টর ব্লক বাগান, ১,৮৫৩হেক্টর এসিস্টেড রিজেনারেশন ফরেস্ট এবং ৮,০৭২কিলোমিটার স্ট্রিপ বাগান সৃজন করা হয়েছে;
- সামাজিক বনায়ন কর্মসূচির আওতায় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণে ৮৯৩৩ হেক্টর ব্লক বাগান এবং ২১২৩কিলোমিটার স্ট্রিপ বাগান পুনঃবনায়ন করা হয়েছে;
- ১৩৫০ হেক্টর বনভূমির ডিজিটাল ম্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে;
- বন অধিদপ্তরের অবৈধভাবে দখলকৃত/জবরদখলকৃত ৩১৮২ হেক্টর বনভূমি উদ্ধার করা হয়েছে;
- বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে এর আবাসস্থল উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার জন্য ২,২৫,২১৭ হেক্টর রক্ষিত এলাকা সম্প্রসারণ করা হয়েছে;
- উপকূলে সবুজ বেস্টনী সৃজনের অংশ হিসাবে ২১৯৭৪ হেক্টর ম্যানগ্রোভ বাগান সৃজন করা হয়েছে;
- নতুন ৬০টি ঔষধি উদ্ভিদের জার্মপ্লাজম সংগ্রহ করে জার্মপ্লাজম সেন্টারে সংরক্ষণ করা হয়েছে;
- উন্নতজাতের বৃক্ষ, বাঁশ এবং বেতের ৮০ প্রজাতির ৩.৩১ লক্ষ চারা এবং ৭৫০ কেজি বীজ বিতরণ করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফআইডিসি) নিয়ন্ত্রণাধীন রাবার বাগান হতে ২৯,৩৮৮মেট্রিক টন রাবার উৎপাদন করা হয়েছে;
- চট্টগ্রামে রাউজান-রাঙ্গুনিয়ায় ৫৫০ একর নতুন রাবার বাগান সৃজন করা হয়েছে;
- উপকূলীয় এলাকায় ১৪টি সাইক্লোন সেল্টার, ২৩১.৪০ কিলোমিটার বেড়িবাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে ;
- ৮৫২৯টি ঘূর্ণিঝড় সহিষ্ণু গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে;
- হার্বেরিয়ামের বিজ্ঞানীগণ ট্যাক্সোনমিক গবেষণার মাধ্যমে বিশ্বের জন্য নতুন ৮টি উদ্ভিদ প্রজাতি এবং বাংলাদেশের জন্য নতুন এমন ১৩২টি উদ্ভিদ প্রজাতি আবিষ্কার করেছেন;
- ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অংশ হিসেবে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে পাওয়া যায় এমন ২৯১৬টি উদ্ভিদের তথ্য ও ছবিসহ ই-ডাটাবেজ প্রস্তুতপূর্বক “Flora of Bangladesh” শীর্ষক ওয়েবসাইটে (http://bnh-flora.gov.bd) প্রকাশ করা হয়েছে; এবং
- তরল বর্জ্য নির্গমনকারী ১৯৪৫ টি শিল্প প্রতিষ্ঠানে ইটিপি স্থাপন করা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য ই-সার্ভিস, সেবা সহজিকরণ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন

ক) ই-সেবার বিবরণ:

- বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্কে ই-টিকেটিং চালুকরণ:
- পরিবেশগত ছাড়পত্র অটোমেশনের মাধ্যমে অনলাইনে ছাড়পত্রের আবেদন গ্রহণ; এবং
- কাঠ পরিমাপের জন্য মোবাইল অ্যাপ তৈরি

খ) ইনোভেশনের বিবরণ:

- ওয়েব ভিত্তিক বনভূমি কভারেজের তথ্যাদি জানা;
- নন-ক্যাডার কর্মকর্তাদের জন্য (PMIS) চালুকরণ; এবং
- পরিবেশ অধিদপ্তরে ই-ল্যাব স্থাপন।

গ) এস আই পি'র বিবরণ:

- বন ও বন্যপ্রাণী সম্পর্কিত ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন;
- জনসাধারণের সুবিধার্থে হেল্প ডেস্ক স্থাপন;
- সেবা প্রত্যাশী জনগণের অবগতির জন্য ইকো-পার্ক ও বিনোদন পার্কের তথ্য ও ছবি সম্বলিত সাইনবোর্ড স্থাপন;
- লস্ট এন্ড ফাউন্ড ডেস্ক স্থাপন; এবং
- অফিসে অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা স্থাপন।

ঘ) এস পি এস'র বিবরণ:

- জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ড হতে অর্থায়নের জন্য প্রকল্প দাখিল, প্রকল্পের অনুকূলে অর্থ ছাড় প্রক্রিয়া সহজিকরণ;
- ভোক্তা সাধারণের মাঝে বনজ বৃক্ষ, বাঁশ, বেত ও ঔষধি গাছের চারা বিতরণ প্রক্রিয়া সহজিকরণ; এবং
- সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত জনগণকে দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেবার জন্য অনলাইনে লভ্যাংশ বিতরণ।

চ্যালেঞ্জ

- এপিএ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বদলিজনিত কারণে নিরবিচ্ছিন্নভাবে দায়িত্ব পালন করতে না পারা;
- এপিএ সম্পর্কে অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ; এবং
- দপ্তরের সকল কর্মকর্তা এপিএ বাস্তবায়নে সমভাবে মোটিভেটেড না হওয়া।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- বিশুদ্ধ বায়ু আইন ও জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- শতভাগ শিল্প কারখানাকে পরিবেশ আইন প্রতিপালনের আওতায় আনা; এবং
- জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় সামর্থ্য বৃদ্ধি।

আইন ও বিচার বিভাগ
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

রূপকল্প

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় স্বল্পতম সময়ে ও ন্যূনতম ব্যয়ে সুবিচার প্রদান।

অভিলক্ষ্য

বিচার ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে ও স্বল্পতম ব্যয়ে সুবিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা।

কৌশলগত উদ্দেশ্য

- বিচার ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি;
- বিচার প্রাপ্তিতে অভিগম্যতা;
- ভূমি রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রমের দক্ষতা বৃদ্ধি; এবং
- সরকারের সম্পত্তি, অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণে সহায়তাকরণ।

বিগত তিন বছরে এপিএ-তে অর্জিত নম্বর

অর্থবছর	অর্জিত নম্বর
২০১৮-২০১৯	৭৯.১৭
২০১৭-২০১৮	৮৮.৩০
২০১৬-২০১৭	৯৫.২৫

এপিএ বাস্তবায়নের ফলে প্রধান অর্জন

- জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার তত্ত্বাবধানে জেলা লিগ্যাল এইড অফিস, সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস, উপজেলা পর্যায়ে লিগ্যাল এইড কমিটি, ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন লিগ্যাল এইড কমিটি এবং চৌকি আদালতে ও শ্রম আদালতে গঠিত বিশেষ কমিটির মাধ্যমে দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত ও বিচার পেতে অসমর্থ প্রান্তিক পর্যায়ের বিচারপ্রার্থী ও শ্রমজীবী জনগণকে সরকারি খরচে আইনগত সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে;
- ৬৪টি জেলা লিগ্যাল এইড অফিস কর্তৃক ৭১,৪৭৯ জনকে আইনি পরামর্শ প্রদান, ১,৯৬,৯৮৫ জনকে মামলায় সহায়তা প্রদান এবং ১০,৭৭৬ জনকে হটলাইনের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হয়েছে; ৩১,০৯৪টি বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি করা হয়েছে; ৩২,০৩,৭৫,০১২/-টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করা হয়েছে; এডিআর এর ফলে প্রত্যাহারকৃত মামলার সংখ্যা ৭৪৮টি;
- সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস কর্তৃক ১৭,৫০২ জনকে আইনি পরামর্শ প্রদান এবং ১,৫০৯ জনকে মামলায় সহায়তা প্রদান করা হয়েছে;
- সরকারি আইনি সহায়তায় জাতীয় হেল্পলাইন কলসেন্টার (টোলফ্রি-১৬৪৩০) হতে ৮৩,৯১৮ জনকে সেবা প্রদান করা হয়েছে; এবং
- ঢাকা ও চট্টগ্রাম শ্রমিক আইনগত সহায়তা সেল হতে ১১,৯২৩ জনকে আইনি পরামর্শ, ২,৬১১ জনকে মামলায় সহায়তা প্রদান করা হয়েছে; ১,৯২৬ টি বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে ৩,১৬,৯১,০১৮/-টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য ই-সার্ভিস, সেবা সহজিকরণ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন

- জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার প্রস্তুতকৃত এ্যাপ।

চ্যালেঞ্জ

- বিচারপ্রার্থী জনগণের সংখ্যা বিবেচনায় সীমিত ভৌত অবকাঠামো অনেক সময় আদালতের আইনজীবী ও বিচারপ্রার্থীদের বসার ব্যবস্থা করতে পারে না;
- মামলার সংখ্যার তুলনায় বিচারক আনুপাতিকভাবে কম থাকায় বিচার কার্য সম্পন্ন করতে বিলম্ব হয়; এবং
- এডিআর পদ্ধতিতে মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে আইনজীবীদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও অনাগ্রহের কারণে এ পদ্ধতিটির ইপ্সিত ফল লাভ হচ্ছেনা।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসে কর্মরত সকল বিচারক, আইন কর্মকর্তা ও আদালতের সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারী কে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিচার বিভাগের দক্ষতা বৃদ্ধি;
- ২৮ (আটাশ) টি চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ করে অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে বিচার বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- বিচারকদের বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত দেশে এবং বিদেশে উন্নতর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে মামলা জট নিরসনে বিচারক ও আইনজীবীগণকে উদ্বুদ্ধ করা এবং তাঁদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করে এ পদ্ধতিটির প্রয়োগে সাফল্য অর্জন;
- ই-জুডিসিয়ারি প্রকল্পের মাধ্যমে বিচার বিভাগে তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগে বিচারকার্যে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দ্রুততা নিশ্চিতকরণ; এবং
- ভূমি নিবন্ধন ব্যবস্থাপনা সহজিকরণের লক্ষ্যে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

রূপকল্প

বাংলাদেশকে অন্যতম প্রধান অ্যাভিয়েশন হাব এবং আকর্ষণীয় পর্যটন গন্তব্য হিসাবে উন্নীতকরণ।

অভিলক্ষ্য

বিশ্বমানের বেসামরিক বিমান পরিবহন অবকাঠামো তৈরির মাধ্যমে নিরাপদ, দক্ষ ও নির্ভরযোগ্য যাত্রী ও পণ্য পরিবহন সুবিধাদি প্রদান, দেশের পর্যটন আকর্ষণসমূহের বহুমাত্রিকীকরণ এবং উন্নত সেবা প্রদানের মাধ্যমে দেশি-বিদেশি পর্যটকদের আকৃষ্ট করা।

কৌশলগত উদ্দেশ্য

- বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- বিমান চলাচল, যাত্রী ও মালামাল পরিবহনে সক্ষমতা বৃদ্ধি/ সম্প্রসারণ;
- টেকসই পর্যটন উৎসাহিতকরণের মাধ্যমে পর্যটন শিল্পের বিকাশ এবং পর্যটন খাতে সেবার মান উন্নয়ন; এবং
- বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের প্রতিযোগিতা-সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বেসামরিক বিমান পরিবহন খাতে সেবার মান উন্নয়ন।

বিগত তিন বছরে এপিএ-তে অর্জিত নম্বর

অর্থবছর	অর্জিত নম্বর
২০১৮-২০১৯	৭৭.৩৭
২০১৭-২০১৮	৭৪.০০
২০১৬-২০১৭	৮৪.০৫

এপিএ বাস্তবায়নের ফলে প্রধান অর্জন

- ২০১৬-১৭ অর্থবছর হতে প্রতি অর্থবছরে বেবিচক কর্তৃক সরকারকে ডিভিডেন্ড/Non-Tax Revenue (NTR) প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে;
- বেসামরিক বিমান চলাচল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (সিএটিসি)-এ সিকিউরিটি স্ক্রিনার ট্রেনিং এবং কম্পিউটার বেইজড এক্স-রে ইমেজ এনালাইসিস ট্রেনিং ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে;
- বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরসমূহের নিরাপত্তা বৃদ্ধিকল্পে Explosive Trace Detection (ETD), Anti-Explosive Container, Access Control System, ডুয়েল ভিউ হোল্ড ব্যাগেজ স্ক্যানার, ফইয়ার ভেহিকল, এটিসি সিম্যুলেটর, ডিভিওআর ওডিএমই, প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি রাডার স্থাপন করা হয়েছে;
- শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের, চট্টগ্রাম-এ কার্গো এপ্রোন নির্মাণ করা হয়েছে;
- নির্মাতা প্রতিষ্ঠান Aviation Dhaka Consortium (ADC)-এর সাথে চুক্তি সম্পাদনপূর্বক গত ২৮ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্প্রসারণ প্রকল্পভুক্ত তৃতীয় টার্মিনাল ভবন নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন ও ফলক উন্মোচন করা হয়েছে;
- ২০১৯ সালে বিমানবহরে ৪টি নতুন বোয়িং ৭৮৭ (ড্রিমলাইনার) সংযুক্ত হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছর হতে এ পর্যন্ত বিমান বহরে সর্বমোট ১০ টি নিজস্ব উড়োজাহাজ যোগ হয়েছে;
- নতুন করে ঢাকা–মদিনা, ঢাকা–দিল্লী এবং ঢাকা–ম্যানচেস্টার আন্তর্জাতিক রুট চালু করা হয়েছে। নতুন করে ঢাকা–দুবাই–চট্টগ্রাম; ঢাকা–মাস্কট–সিলেট; ঢাকা–দুবাই–সিলেট W Pattern রুট চালু করা হয়েছে;
- বিমানের Cabin Factor (একটি উড়োজাহাজের মোট সিট সংখ্যা এবং মোট যাত্রী সংখ্যার অনুপাত) গড়ে ৪৫-৫০% হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৭৫-৭৮%-এ উন্নীত হয়েছে;
- বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের রাঙামাটি হলিডে কমপ্লেক্স-এ নতুন পর্যটন মোটেল নির্মাণ; চাঁপাইনবাবগঞ্জ সোনামসজিদ পর্যটন মোটেল নির্মাণ; চট্টগ্রামে 'হোটেল সৈকত' নির্মাণ করা হয়েছে;
- আগারগাঁওস্থ শেরেবাংলা নগরে পর্যটন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে;

- Visit Bangldesh-2016 এর প্রচারণামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ৩১ডিসেম্বর ২০১৫-০২জানুয়ারি ২০১৬ পর্যন্ত 'মেগাবীচ কার্ণিভাল-২০১৫ ডেস্টিনেশন কক্সবাজার' আয়োজন করা হয়;
- ৪০ জন যুবককে পরিবেশবান্ধব ইকো-ট্যুরগাইড হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়; এবং
- রুপসী বাংলা হোটেলটি আধুনিকায়নের জন্য সংস্কার কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর হোটেলটি ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা নামে ০১ ডিসেম্বর ২০১৮ হতে বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করে।

উল্লেখযোগ্য ই-সার্ভিস, সেবা সহজিকরণ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন

- অনলাইনে ৩-৫ তারকামান হোটেলের নিবন্ধন, নবায়ন ও অনাপত্তি প্রদান;
- ট্রাভেল এজেন্সি নিবন্ধন/নবায়ন প্রক্রিয়া সহজিকরণের লক্ষ্যে অনলাইন ট্রাভেল এজেন্সি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম/পোর্টাল চালুকরণ;
- ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালুকরণ;
- মন্ত্রণালয়ের দর্শনার্থী কক্ষে/লিফটের সম্মুখে Kiosk/LED Panel এর মাধ্যমে উন্নয়ন প্রকল্প বিষয়ক তথ্য প্রদর্শন;
- অনলাইন PDS তৈরি;
- সভার নোটিশ এসএমএস সিস্টেমের মাধ্যমে কর্মকর্তাদের অবহিতকরণ; এবং
- নৈতিকতামূলক বিভিন্ন শ্লোগান মন্ত্রণালয়/সংস্থার বিভিন্ন স্থানে সন্নিবেশকরণ।

চ্যালেঞ্জ

- বেসামরিক বিমান চলাচল সেক্টরের উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় জনবলের অপ্রতুলতা, পুরাতন ও জীর্ণ যোগাযোগ ও নাব্য যন্ত্রাদির মাধ্যমে অপারেশন কাজ পরিচালনা, আইনগত জটিলতা নিরসন করে সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ মন্ত্রণালয়ের প্রধান চ্যালেঞ্জ;
- আধুনিক বিমান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশের আকাশসীমায় চলাচলকারী বিমানসমূহের নিয়ন্ত্রণ করা, আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন এভিয়েশন নিরাপত্তা ও সুরক্ষা ব্যবস্থা বজায় রাখাও অন্যতম চ্যালেঞ্জ; এবং
- পর্যটন সংক্রান্ত স্থাপনাসমূহ আধুনিক, যুগোপযোগী ও প্রযুক্তি নির্ভর করে পর্যটকদের নিকট উপস্থাপন এবং অসম বাজার প্রতিযোগিতায় টিকে থাকাও এই মন্ত্রণালয়ের জন্য এপিএ বাস্তবায়নে অন্যতম চ্যালেঞ্জ হিসাবে বিবেচিত।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- সৈয়দপুর বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক/ রিজিওনাল বিমানবন্দরে উন্নীতকরণ;
- মদিনা, মালে, কলম্বো, গুয়াংঝু, ম্যানচেস্টার, বার্মিংহাম, রোম, টোকিও, টরন্টো, সিডনি ও নিউইয়র্ক ষ্টেশনে বিমানের ফ্লাইট চালুসহ বিমানের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ;
- পর্যটন ভবন নির্মাণ করা ও বিভিন্ন স্থানে পর্যটন সুবিধাদি প্রবর্তন/সম্প্রসারণ; এবং
- পর্যটন শিল্পের সার্বিক উন্নয়ন ও বিকাশে একটি স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন।

ভূমি মন্ত্রণালয়

রূপকল্প

দক্ষ, স্বচ্ছ এবং জনবান্ধব ভূমি ব্যবস্থাপনা।

অভিলক্ষ্য

ভূমি ব্যবস্থাপনায় আধুনিক ও টেকসই প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে জনবান্ধব ভূমি সেবা নিশ্চিতকরণ।

কৌশলগত উদ্দেশ্য

- সুষ্ঠু ভূমি ও ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থাপনা;
- ভূমিহীন, অতি দরিদ্র এবং নিম্নবিত্তদের পুনর্বাসন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন;
- দক্ষ ও কার্যকর ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থাপনা;
- ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণে আইন প্রণয়ন;
- অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক সীমানা সংক্রান্ত বিরোধ নিরসন এবং স্বত্বলিপি সংক্রান্ত নাগরিকসেবা সহজলভ্যকরণ;

বিগত তিন বছরে এপিএ-তে অর্জিত নম্বর

অর্থবছর	অর্জিত নম্বর
২০১৮-২০১৯	৭৬.৮৫
২০১৭-২০১৮	৫৬.১৫
২০১৬-২০১৭	৯০.৫৩

এপিএ বাস্তবায়নের ফলে প্রধান অর্জন

- ৮২% নামজারী ও জমা খারিজের আবেদন অনলাইনে নিষ্পন্ন করা হয়েছে (২০১৯-২০ অর্থবছর থেকে);
- ৩,৫৪১.৮০ কোটি টাকা ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করা হয়েছে এবং কর বর্হিভূত রাজস্ব আদায় করা হয়েছে ৪৯৩.৬০ কোটি টাকা;
- ভূমি মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রাধীন দপ্তর/সংস্থা/বোর্ডের মাধ্যমে ৩৫,১৫২জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে;
- ৮৩০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস এবং ১,০৩৫টি উপজেলা ভূমি অফিস নির্মাণ করা হয়েছে;
- ২,৭৬৮টি মৌজা জরিপ করা হয়েছে, ১৪.৫৫৭৭কোটি মুদ্রিত স্বত্বলিপির গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে এবং উল্লিখিত স্বত্বলিপি যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে;
- ১৪.৯৬৩৫ কোটি আরএস খতিয়ান কম্পিউটারাইজড করা হয়েছে;
- ১৬,৯৭৩টি গৃহহীন পরিবারের জন্য ঘর নির্মাণ করা হয়েছে; এবং
- ৬১,০২৫টি বন্দোবস্ত কেসের মাধ্যমে ৪৫,০২৮.৭৭ একর কৃষি খাস জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য ই-সার্ভিস, সেবা সহজিকরণ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন

- ভার্চুয়াল রেকর্ড রুম (অনলাইনে নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে সিটি জরিপ খতিয়ান ও মৌজা ম্যাপ অনলাইনে সার্টিফাইড কপি প্রাপ্ত);
- 'হাতের মুঠোয় ভূমি সেবা' মোবাইল অ্যাপ;
- ভূমি মন্ত্রণালয়ের ই-বুক;
- অনলাইন ভূমি রেকর্ড ও জরিপ ব্যবস্থাপনা;
- ভার্চুয়াল হাজিরা;
- 'ই-নামজারী' মোবাইল অ্যাপ;
- কর্মচারী ব্যবস্থাপনা সিস্টেম;
- অনলাইনে অডিট রিপোর্ট দাখিল; এবং
- Audit Information Monitoring System.

চ্যালেঞ্জ

- ডিজিটাল জরিপ কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও অনলাইন সেবা প্রদান কার্যক্রমে জরিপ বিভাগে প্রশিক্ষিত ও কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন জনবল ও সফটওয়্যার অভাব রয়েছে;
- মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ঢাকায় প্রশিক্ষণকালীন আবাসন/ডরমেটরি সংকট;
- আধুনিক ভূমি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণার্থে ভূমি সংস্কার বিধিমালা ২০০৫ হালনাগাদ না থাকায় সুষ্ঠু ভূমি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম ব্যাহত;
- মাঠ পর্যায়ে রাজস্ব সার্কেল বৃদ্ধি ও ইউনিয়ন ভিত্তিক ভূমি অফিস সৃজিত না হওয়া; এবং
- বর্তমান অনুমোদিত জনবলের মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীর অনেক পদ শূন্য থাকায় এবং প্রতিনিয়ত লোকবল অবসর গ্রহণ করায় ভূমি সংক্রান্ত স্বাভাবিক সেবা প্রদানে সমস্যা।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন যে সকল দপ্তর/বোর্ডের নিজস্ব কার্যালয় নেই সে সকল কার্যালয়সমূহের জন্য ঢাকায় একটি ভূমি ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণের কার্যক্রম চলমান;
- সকল বিভাগে ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ;
- ভারতের সাথে ৪টি সেক্টরে বিদ্যমান সীমানা পিলার পূণঃনির্মাণ/মেরামতের যৌথ কর্মসূচি প্রনয়ণ এবং তা বাস্তবায়নের উদ্যেগ গ্রহণ;
- জলাভূমি সংরক্ষণ আইন মেনে বিভিন্ন নগর/পৌরসভার জলাভূমি পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যেগ; এবং
- মোট ৩.৪৮ কোটি আরএস খতিয়ানের মধ্যে অনলাইন রিভিশনাল সেটেলমেন্ট খতিয়ান (RSK) তৈরি করে এ যাবত ১.৪৮ কোটি আরএস খতিয়ান জনগনের জন্য উন্মুক্তকরণ।

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

রূপকল্প

অভ্যন্তরীণ সম্পদে গড়বো উন্নত বাংলাদেশ।

অভিলক্ষ্য

আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত করনীতি ও জাতীয় সঞ্চয় নীতি অনুসরণে ন্যায়ভিত্তিক, আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর, অংশগ্রহণমূলক, জনবান্ধব রাজস্ব ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠাকরণের মাধ্যমে পর্যাপ্ত অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ।

কৌশলগত উদ্দেশ্য

- দক্ষ, ন্যায়ানুগ ও আধুনিক রাজস্ব প্রশাসন;
- রাজস্ব আহরণ শক্তিশালীকরণ;
- আইন প্রণয়ন/যুগোপযোগীকরণ ও দাপ্তরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি; এবং
- অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ।

বিগত তিন বছরে এপিএ-তে অর্জিত নম্বর

অর্থবছর	অর্জিত নম্বর
২০১৮-২০১৯	৭৩.৭৪
২০১৭-২০১৮	৫৪.৫৩
২০১৬-২০১৭	৯২.১৩

এপিএ বাস্তবায়নের ফলে প্রধান অর্জন

- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২,৫৬,০০০ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে;
- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে ৪৬,৫৩০ কোটি টাকা ঋণ আহরণ করা হয়েছে;
- দ্রুত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কাস্টম হাউস-সহ সকল শুল্ক স্টেশনে Automated Systems for Customs Data (ASYCUDA) সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে;
- অনলাইনে ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন ও রিটার্ন দাখিলের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে;
- ২০১৬ সাল হতে করদাতাগণ অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিল করতে পারছেন;
- সঞ্চয়পত্রের গ্রাহক সেবা ডিজিটালাইজ করা হয়েছে;
- আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমে গ্রাহক সেবা সহজিকরণের লক্ষ্যে ০৮টি কাস্টম হাউস/শুল্ক স্টেশনে ২০টি মোবাইল কন্টেইনার স্ক্যানার/Vehicle Mounted Mob X-ray Scanner/লাগেজ স্ক্যানার/হিউম্যান বডি স্ক্যানার স্থাপন করা হয়েছে;
- বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (সিআইপি) সেবা অনলাইন করা হয়েছে।
- বিসিএস (কর) ও বিসিএস (শুল্ক) ক্যাডারের কর্মকর্তাসহ এ বিভাগের আওতাধীন অন্যান্য কর্মকর্তাদের এসিআর সংক্রান্ত অনলাইন সেবা চালু করা হয়েছে;
- অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে; এবং
- নিয়মিতভাবে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হচ্ছে।

উল্লেখযোগ্য ই-সার্ভিস, সেবা সহজিকরণ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন

- অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও এর অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য অনলাইন এসিআর ব্যবস্থাপনা চালু;
- এ বিভাগের প্রদত্ত সেবার বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য অনলাইনে একটি মতামত বক্স চালু;
- অডিট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্রবর্তন;
- ডিমান্ড এন্ড কালেকশন টুল, ব্যাংক সার্চ টুল, এডভান্স ট্যাক্স রিমাইন্ডার টুল চালু;
- এক্সেল শিটের মাধ্যমে আয়কর রিটার্ন প্রসেসিং;
- কাস্টম ই-পেমেন্ট, ই-ইজিএম, ই-সেভিংস চালু; এবং
- অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগে একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা কর্নার স্থাপন।

চ্যালেঞ্জ

- কর আহরণের পরিসর বৃদ্ধিসহ কর আহরণের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য মাঠ পর্যায়ে অফিসের অপ্রতুলতা;
- বিসিএস (শুল্ক ও আবগারী) ও বিসিএস (কর) এর মত গুরুত্বপূর্ণ ২টি ক্যাডারের প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় হিসেবে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের জনবল, ভৌত অবকাঠামোসহ প্রয়োজনীয় সুবিধাদির অভাব; এবং
- দক্ষ জনবল গঠন, কর ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণ অটোমেশনের আওতায় আনয়ন অন্যতম চ্যালেঞ্জ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- আয়কর, ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্কের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংস্কার আনয়নের লক্ষ্যে রাজস্ব ব্যবস্থাপনা অটোমেশন এবং পর্যাপ্ত অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণ কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ;
- রাজস্ব আয় বাড়ানোসহ করের পরিধি সম্প্রাসারণের লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে আয়কর, ভ্যাট ও সঞ্চয় অফিস স্থাপন;
- জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে আয়কর, ভ্যাট এবং সঞ্চয় অফিসসমূহকে একই কমপ্লেক্সে আনয়ন ও আধুনিকায়ন; এবং
- আমদানি, রপ্তানি ও ট্রানজিটের ক্ষেত্রে One Stop Service প্রদানের জন্য সকল সরকারি, আধা-সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থাকে একটি Electronic Platform এ আনয়ন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

রূপকল্প

শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ পার্বত্য চট্টগ্রাম।

অভিলক্ষ্য

কল্যাণমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাসকারী জনগণের রাজনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করা।

কৌশলগত উদ্দেশ্য

- পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রত্যন্ত এলাকায় স্বাস্থ্য সেবা প্রদান, মৌলিক সামাজিক সেবার প্রাপ্যতা ও মানসম্মত ব্যবহার বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারকরণ;
- পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিভিন্ন নৃতাত্বিক গোষ্ঠীর ভাষা, সংস্কৃতির লালন ও সুরক্ষা এবং উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে বিভিন্ন স্মারক দিবস উদযাপন;
- কৃষি ও পরিবেশ উন্নয়ন;
- শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ; এবং
- ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন।

বিগত তিন বছরে এপিএ-তে অর্জিত নম্বর

অর্থবছর	অর্জিত নম্বর
২০১৮-২০১৯	৭৩.২৭
২০১৭-২০১৮	৮৬.৬৯
২০১৬-২০১৭	৯২.৫১

এপিএ বাস্তবায়নের ফলে প্রধান অর্জন

- তিন পার্বত্য জেলায় ৬৬০ কি.মি. গ্রামীণ সড়ক, ৭৩৫৬ মি. সেতু এবং ৩৪৫৩ মি. কালভার্টসহ অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে;
- তিন পার্বত্য জেলার প্রত্যন্ত এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য ১০৪৮৬ টি সোলার হোম সিস্টেম, ৬০০টি সোলার কমিউনিটি সিস্টেম বিতরণ করা হয়েছে। ফলে ৮৭৩৩ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উপকারভোগী এর সুফল ভোগ করছেন;
- শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৩৯৬টি স্কুল, ২২টি কলেজ ভবন নির্মাণ ও মেরামত এবং ১২৬৪১ বর্গ মি. আয়তনের ছাত্রাবাস নির্মাণ করা হয়েছে;
- ২২৮০ জন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিক্ষার্থীর জন্য আবাসিক বিদ্যালয়ের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম প্রদান করা হয়েছে; তিন পার্বত্য জেলার বিদ্যালয়ে ৪৫৮২টি আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে;
- তিন পার্বত্য জেলায় ৮৫৯৪৯ মি. সেচনালা নির্মাণ করা হয়েছে। ৮৯২৫৭ জন কৃষককে ফার্মার ফিল্ড স্কুলের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ৪৭১০টি পাড়াকেন্দ্র নির্মাণ ও মেরামত, ৪৬০০ জন পাড়াকর্মী ও কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- পাড়াকেন্দ্রের মাধ্যমে ২০৬০০০ পরিবারকে সামাজিক সেবা প্রদান, ৫৪০০০ জন শিক্ষার্থীকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ও শৈশব-প্রাক উন্নয়ন কার্যক্রম এবং ৬৮০০০ জন মা ও শিশুকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে;
- আত্নকর্মসংস্থান সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ৭১৭ জন পরিবার প্রধানকে কর্মমুখী প্রশিক্ষণ প্রদান, ৯০৬ জন দরিদ্র কৃষি পরিবারের উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণে লিংকেজ স্থাপন করা হয়েছে; ৪০৭ টি দরিদ্র পরিবারে পর্যটকদের সাময়িক অবস্থানের সুবিধা সৃজন (Home Stay) করা হয়েছে; এবং
- ধর্মীয় ও সামাজিক অবকাঠামোগত উন্নয়নে ৯৭৯৩৪ বর্গ মি. ভবন নির্মাণ করা হয়েছে , বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিজস্ব সংস্কৃতিকে রক্ষার জন্য ১২০টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য ই-সার্ভিস, সেবা সহজিকরণ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন

ক) ই-সেবার বিবরণ:

- তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের Phone Book এ্যাপস্ তৈরি।

খ) ইনোভেশনের বিবরণ:

- মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে চাহিদাপত্র তৈরি ও প্রেরণ।

করিডোর সুসজ্জিতকরণ

গ) এস আই পি'র বিবরণ:

ডিজিটাল হাজিরা

- মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য বিশুদ্ধ পানি পানের ব্যবস্থা;
- মন্ত্রণালয়ের করিডোর সুসজ্জিতকরণ;
- সেবাগ্রহীতাদের অভিযোগ ও মতামত বক্স স্থাপন; এবং
- ডিজিটাল হাজিরা স্থাপন।

চ্যালেঞ্জ

- পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত নয়। তাছাড়া পাহাড়ী এলাকায় বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে। ভৌত অবকাঠামোসহ অন্যান্য কার্যক্রমে সময়মত নির্মাণ সামগ্রী পৌছানো সম্ভব হয় না;
- প্রকল্প দাখিলের জন্য দপ্তর/সংস্থা সময়ক্ষেপণ করে;
- সংস্থাসমূহের প্রধানগণ সবাই জনপ্রতিনিধি। APA বাস্তবায়নে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য মন্ত্রণালয়ের শীর্ষপর্যায়ে বিভিন্ন সভা করা হয়েছে; এবং
- অর্থ ছাড়ে বিলম্ব হয়।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- APA দাখিল করার পূর্বে পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানগণের নিবিড় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

রূপকল্প

পরিকল্পিত নগর; নিরাপদ ও সাশ্রয়ী আবাসন।

অভিলক্ষ্য

সুষ্ঠু পরিকল্পনা, গবেষণা এবং জমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে সকল মানুষের জন্য টেকশই ও নিরাপদ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে সাশ্রয়ী আবাসন এবং পরিকল্পনা নগরায়ন।

কৌশলগত উদ্দেশ্য

- পরিকল্পিত নগরায়ন;
- সরকারি মালিকানাধীন সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ;
- সুষ্ঠ রক্ষণাবেক্ষনের মাধ্যমে সরকারি ভবন/অবকাঠামো সমূহের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি ও ব্যবস্থাপনা;
- স্বল্প ও মধ্যম আয়ের পরিবারের জন্য টেকসই, নিরাপদ ও সাশ্রয়ী আবাসনের সুযোগ সম্প্রসারণ; এবং
- টেকসই, পরিবেশ বান্ধব, দুর্যোগ ঝুঁকিমুক্ত আবাসনের সুযোগ সম্প্রসারণ।

বিগত তিন বছরে এপিএ-তে অর্জিত নম্বর

অর্থবছর	অর্জিত নম্বর
২০১৮-২০১৯	৭২.৮৯
২০১৭-২০১৮	৯০.২০
২০১৬-২০১৭	৯৫.০৮

এপিএ বাস্তবায়নের ফলে প্রধান অর্জন

- হাতিরঝিল সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্পে মোট ৩১১.৭৯ একর জমিতে ৮ কি:মি: লেক, ৮.৮০ কি:মি: এক্সপ্রেসওয়ে, ৮.৮০ কি:মি: সার্ভিস রোড, ৪টি ব্রিজ, ৪টি ওভারপাস, ৮.৮ কি:মি: ফুটপাত, ৯.৮০ কি:মি: ওয়াকওয়ে, ১৮.১০ কি:মি: সুয়ারেজ, একটি এম্পিথিয়েটার, ১০ তলা বিশিষ্ট একটি ম্যানেজমেন্ট বিল্ডিং ও দুইটি ইউলুপ সম্পন্ন করা হয়েছে;
- ঝিলমিল আবাসিক প্রকল্পে মোট ৩৮১.১৯ একর জমিতে ১৭৭৫টি আবাসিক প্লট, ২০টি বাণিজ্যিক প্লট ও ৩০ কি:মি: রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে;
- উত্তরা ১৮ নং সেক্টরে ৮৭.১৯ একর জমিতে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য ৭৯টি ১৬ তলা বিশিষ্ট আবাসিক ভবনে সর্বমোট ৬৬৩৬টি ফ্ল্যাট নির্মিত হয়েছে;
- হাতিরঝিল সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্পের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত আবাসিক ভবন মালিকদের পুনর্বাসনের জন্য ১৫ তলা বিশিষ্ট ০২টি ভবনে ১১২টি অ্যাপার্টমেন্ট নির্মাণ করা হয়েছে;
- সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণের জন্য কাকরাইলে বহুতল ভবন বিশিষ্ট ৩৫০০ বর্গফুট আয়তনের ৭৬টি ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হয়েছে। ভবনে সেন্ট্রাল এসটিপি ও কেন্দ্রীয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে;
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ সহনীয় প্রযুক্তির সাহায্যে সরকারি ভবনসমূহ নির্মাণ ও রেট্রোফিটিং কাজে সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্পের আওতায় ঢাকার তেজগাঁও ফায়ার ষ্টেশন ভূমিকম্প সহনীয় করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় ৬টি রেট্রোফিটিং ম্যানুয়াল প্রকাশিত হয়েছে; এবং
- বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য শেরেবাংলা নগরে বহুতল বিশিষ্ট ৪৪৮টি ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হয়েছে। ভবনে সেন্ট্রাল এসটিপি ও কেন্দ্রীয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য ই-সার্ভিস, সেবা সহজিকরণ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন

ক) ই-সেবার বিবরণ:

- সরকারি আবাসন পরিদপ্তরের বাসা বরাদ্দ কার্যক্রম অনলাইনের মাধ্যমে প্রদান শুরু হয়েছে। ফলে এ সেক্টরে স্বচ্ছতা অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

খ) ইনোভেশনের বিবরণ:

- বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও আবাসিক ভবনসমূহের দৈনন্দিন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত পি.ডব্লিউ.ডি অনলাইন কমপ্লেইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (CMS);
- অনলাইন প্রজেক্ট মনিটরিং সিস্টেম (PMS);
- পিডব্লিউডি অনলাইন Land Data Base সিস্টেম;
- পিডব্লিউডি অনলাইন বিল্ডিং ইনভেন্ট্রি এন্ড হিস্ট্রি ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার; এবং
- অনলাইন ভিত্তিক Human Resource Information System (HRIS) সিস্টেম।

গ) ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (SIP):

- গণপূর্ত অধিদপ্তরের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিতকরণে পূর্ত ভবনের নিচে ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে;
- গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সকল প্রকল্পের সাইটে প্রকল্প তথ্য সম্বলিত সাইনবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে;
- গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় পূর্ত ভবনে Rain Water Harvesting System স্থাপন করা হয়েছে; এবং
- পূর্ত ভবনে বিভিন্ন স্থানে এনার্জি সেভিং কল্পে Motion Detector Auto On-off Light Bulb সংযোজন করা হয়েছে।

চ্যালেঞ্জ

- সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে সকল দপ্তর ও অধিদপ্তরের মধ্যে সমন্বয়হীনতা;
- নির্মাণ সামগ্রীর মূল্যের উর্দ্ধগতি;
- অতি বৃষ্টি/বন্যা; এবং
- পর্যাপ্ত জনবলের অভাব।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন;
- চুক্তির কার্যক্রমসমূহের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা সুদৃঢ়করণ; এবং
- পুরস্কার/প্রণোদনা প্রদান।

মাঠ পর্যায়ে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

মাঠ পর্যায়ে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যায়ে ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর শুরু হলেও মাঠ পর্যায়ের অধস্তন অফিসসমূহে এ চুক্তি স্বাক্ষর শুরু হয় ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে। বর্তমানে মাঠ পর্যায়ের ১৬৫০০ এর অধিক অফিস তাদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এপিএ স্বাক্ষর করছে। মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত কৌশলগত উদ্দেশ্যের আওতায় এবং সরকারের বিভিন্ন রূপকল্প, নীতি, কৌশল ও নির্দেশনার আলোকে মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহ এপিএ-তে তাদের কার্যক্রম নির্ধারণ করে থাকে। মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং দপ্তর/সংস্থার অধিকাংশ কার্যক্রমই মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। তাই মাঠ পর্যায়ের এপিএ'র যথাযথ বাস্তবায়নের ওপর সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনার সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে। আশার কথা যে, মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহে এপিএ বাস্তবায়নে উৎসাহ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন অফিস বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় আসছে। মাঠ পর্যায়ের এপিএ'র বাস্তবায়ন সমন্বয় বিভাগীয়, জেলা এবং উপজেলা এপিএ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কমিটির মাধ্যমে হয়ে থাকে। মাঠ পর্যায়ের কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর ও অর্জনের কিছু খন্ডচিত্র নিয়ে উপস্থাপন করা হলো:

ঢাকা বিভাগ

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর(২০২০-২১), বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, ঢাকা

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, গোপালগঞ্জ

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কিশোরগঞ্জ

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ফরিদপুর
উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের সঙ্গে এপিএ স্বাক্ষর

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কিশোরগঞ্জ

জেলা প্রশাসক নরসিংদী এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের মধ্যে এপিএ স্বাক্ষর

বিভাগীয় কমিশনার ঢাকার সঙ্গে জেলা প্রশাসক নরসিংদীর এপিএ স্বাক্ষর

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মানিকগঞ্জ

সেরা কর্মচারীকে পুরস্কার প্রদান

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়,টাঙ্গাইল, উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের সঙ্গে এপিএ স্বাক্ষর

এসডিজি স্থানীয়করণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালা, টাঙ্গাইল

চট্টগ্রাম বিভাগ

এপিএ স্বাক্ষর, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, চট্টগ্রাম

জেলা প্রশাসক নোয়াখালীর সঙ্গে উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের এপিএ স্বাক্ষর

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সাক্ষর অনুষ্ঠান ২০১৯-২০ (জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চাঁদপুর)

গণশুনানী, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রাঙ্গামাটি

খুলনা বিভাগ

বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ের এপিএ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

এপিএ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নড়াইল

রাজশাহী বিভাগ

এপিএ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

ময়মনসিংহ বিভাগ

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ময়মনসিংহ

রংপুর বিভাগ

বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রংপুরে আয়োজিত এপিএ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর ২০১৯-২০, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, গাইবান্ধা

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, পঞ্চগড়

সিলেট বিভাগ

এপিএ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, হবিগঞ্জ

এপিএ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, হবিগঞ্জ

উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের সঙ্গে এপিএ স্বাক্ষর, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মৌলভীবাজার

বিভাগীয় কমিশনার সিলেটের সঙ্গে এপিএ স্বাক্ষর

বরিশাল বিভাগ

বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, বরিশালে আয়োজিত এপিএ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

এপিএ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ভোলা

এপিএ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, পটুয়াখালী

এপিএ চুক্তি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, পটুয়াখালী

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

মুজিববর্ষ এবং বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

APA

মুজিববর্ষ এবং বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ তাদের এপিএতে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যমাত্রা অন্তর্ভুক্ত করেছে। এই লক্ষ্যমাত্রাসমূহের বেশ কিছু ২০১৯-২০ অর্থবছরের এপিএ'র মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং অবশিষ্ট্যগুলি ২০২০-২১ অর্থবছরের এপিএ'র মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে।

বিদ্যুৎ বিভাগ

- মুজিববর্ষে শতভাগ বিদ্যুতায়ন; এবং
- নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে The System Average Interruption Duration Index ও The System Average Interruption Frequency Index এর পরিমাপের জন্য স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা চালু করা।

কৃষি মন্ত্রণালয়

- কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক ক্ষুদেবার্তা চালুকরণ;
- কৃষি অলিম্পিয়াড আয়োজন; এবং
- বঙ্গবন্ধু কৃষি উৎসব উদযাপন।

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

- অফশোরে মাল্টি-ক্লাইন্ট সার্ভের জন্য চুক্তি সম্পাদন; এবং
- অবৈধ গ্যাস সংযোগমুক্ত জ্বালানি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ।

পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়

- নদী পুনঃখনন করে গোপালগঞ্জ সদর থেকে টুঙ্গিপাড়া পর্যন্ত যোগাযোগ পুনরুদ্ধার।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

- 'মুজিব আমার পিতা' গ্রন্থের ইন্টারেক্টিভ মোবাইল অ্যাপ উন্নয়ন;
- বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী অবলম্বনে এনিমেটেড মুভি নির্মাণ;
- বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্র্যান্ট এর আওতায় সেরা উদ্ভাবনী উদ্যোক্তাকে অনুদান প্রদান; এবং
- নির্বাচিত স্টার্টআপদের বিনামূল্যে স্পেস বরাদ্দ।

তথ্য মন্ত্রণালয়

- চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক ৬৫ হাজার কপি পুস্তক ও ১০ লক্ষ পোস্টার মুদ্রণ পাশাপাশি ১টি প্রামাণ্যচিত্র, ১টি ডকুড্রামা, ১টি ফিলার এবং সংবাদচিত্র ও বিশেষ সংবাদচিত্র নির্মাণ করা হবে;
- বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট এর প্রশিক্ষণার্থী কর্তৃক ইনস্টিটিউটের ডিপ্লোমা চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' এবং 'কারাগারের রোজনামচা' হতে বিভিন্ন অংশের চিত্রায়ন;
- বাংলাদেশ বেতার হতে মোট ৩০০ ঘন্টার বার্ষিক অনুষ্ঠান/সংবাদ প্রচার;
- বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন কর্তৃক গাজীপুর জেলার কবিরপুরে চলচ্চিত্র নির্মাতাদের চাহিদা পূরণে চলচ্চিত্র নির্মাণ কেন্দ্র হিসেবে বঙ্গবন্ধু ফিল্ম সিটিকে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন করে গড়ে তোলা হবে;
- প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) কর্তৃক ৪০টি ফিচার ও ১টি ফিচার সংকলন, নিরীক্ষার ৩টি বিশেষ সংখ্যা এবং ১টি গ্রন্থ এবং বঙ্গবন্ধু ও সংবাদপত্র সংশ্লিষ্ট ২টি গবেষণাকর্ম;
- বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ কর্তৃক বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ১৫টি প্রামাণ্যচিত্র/চলচ্চিত্র প্রদর্শন;
- গণযোগাযোগ অধিদপ্তর কর্তৃক ভ্রাম্যমান সংগীতানুষ্ঠান আয়োজন, চলচ্চিত্র/ প্রামাণ্যচিত্র/ তথ্যচিত্র প্রদর্শন, আলোচনা সভা/সেমিনার আয়োজন, সড়ক প্রচার/মাইকিং করা এবং প্রচার সামগ্রী প্রদর্শন ও বিতরণ; এবং

- তথ্য অধিদপ্তর কর্তৃক মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে তথ্যবিবরণী, ফিচার, ক্রোড়পত্র, আলোকচিত্র, ইলাস্ট্রেশন গণমাধ্যমে প্রচার।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

- মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন একাডেমিসমূহের মাধ্যমে ফলজ ও বনজ বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন; এবং
- পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ মুজিববর্ষকে (২০২০-২০২১) সামনে রেখে পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে "পরিচ্ছন্ন গ্রাম-পরিচ্ছন্ন শহর"কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

- বিভিন্ন প্রশিক্ষণে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের ওপর বঙ্গবন্ধুর অবদান শীর্ষক মডিউল অন্তর্ভুক্তকরণ ও বাস্তবায়নে নিবিড় তদারকি; এবং
- চট্টগ্রামের হালদা নদীকে বঙ্গবন্ধু হেরিটেজ ঘোষণা।

অর্থ বিভাগ,অর্থ মন্ত্রণালয়

- ইএফটি- এর মাধ্যমে পেনশনের অর্থ প্রদান; এবং
- G2P এর মাধ্যমে ২০ লক্ষ সুবিধাভোগীদের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনির আওতায় নগদ অর্থ হস্তান্তর ।

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

- বাংলাদেশে নিয়োজিত বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত/ হাইকমিশনার, উন্নয়নসহযোগী প্রতিষ্ঠান প্রধান এবং উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাগণের অংশগ্রহণে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণের অগ্রযাত্রা বিষয়ক কর্মশালা আয়োজন;
- স্বল্পোন্নত দেশ হতে বাংলাদেশের উত্তরণের চূড়ান্ত ধাপ অতিক্রম উদ্‌যাপন; এবং
- বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে দক্ষ মানবসম্পদ পুল গঠন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

- ৩য় শ্রেণি ও ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বাংলা পঠন দক্ষতা অর্জন।

সেতু বিভাগ

- সেতু ভবনের লবিতে একটি "বঙ্গবন্ধু কর্ণার" স্থাপন।
- সেতু ভবনে একটি "ডিজিটাল ট্রেনিং ল্যাব ও সেন্টার অফ ইনোভেশন" স্থাপন।
- সেতু ভবনে শিশুদের জন্য একটি "ডে-কেয়ার সেন্টার" চালুকরণ।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

- মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর সংস্পর্শে থাকা লালমুক্তিবার্তা তালিকাভুক্ত জীবিত স্মরণীয়-বরণীয় ব্যক্তিদের স্মৃতিচারণমূলক বক্তব্য লিপিবদ্ধ/ধারণ করে পুস্তক আকারে প্রকাশ করা।

স্থানীয় সরকার বিভাগ

- নগর এলাকায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা;
- জেলা পরিষদে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল নির্মাণ; এবং
- জেলা পরিষদের অফিস ভবন/লাইব্রেরিতে বঙ্গবন্ধু কর্নার নির্মাণ।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

- মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে শতভাগ প্রতিবন্ধীকে প্রতিবন্ধী ভাতা এবং শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান করা;
- সকল প্রকার ভাতাভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি;
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর অসমাপ্ত আত্মজীবনী ও কারাগারের রোজনামচা অবলম্বনে নাটক নির্মাণ ও প্রদর্শনীর আয়োজন; এবং
- ব্রেইলে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর অসমাপ্ত আত্মজীবনী প্রকাশ করা।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর গৃহীত জনপ্রশাসন সংস্কার সংক্রান্ত পদক্ষেপের ওপর ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ৪টি সেমিনার আয়োজন; এবং
- মুজিব বর্ষকে (২০২০) সামনে রেখে পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'পরিচ্ছন্ন গ্রাম-পরিচ্ছন্ন শহর' কর্মসূচি বাস্তবায়নে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের APA-তে পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক কার্যক্রম অন্তর্ভুক্তি করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

- জনসংখ্যা বিবেচনায় না রেখে পার্বত্য জেলায় এবং অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর এলাকায় আরও ৬টি কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন ;
- হাওড়, চরাঞ্চল ও ছিটমহলসহ প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান; এবং
- সকল জেলায় অন্তত ১টি করে মডেল ফার্মেসি স্থাপন।

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

- স্বাধীনতা পূববর্তী সময় এবং স্বাধীনতার পর অর্থাৎ বর্তমান সময়ের আর্থসামাজিক অবস্থানের তুলনামূলক পরিসংখ্যান প্রস্তুত এবং বিবিএস এর ওয়েবসাইটে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন করার পদক্ষেপ গ্রহণ; এবং
- ১৭ মার্চ, ২০২০ তারিখ হতে বিবিএস কর্তৃক অনুষ্ঠিতব্য দেশের ৬ষ্ঠ জনশুমারি ও গৃহগণনার (২-৮ জানুয়ারি ২০২১) ক্ষণগণনা শুরু করা।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

- গ্রীন কারখানা ও প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করা;
- প্রতিবন্ধী শ্রমিকদের বিশেষ সেবা প্রদান করা; এবং
- শিশু শ্রম নিরসনে গণসচেতনতা তৈরির জন্য সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচি গ্রহণ।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

- স্কুলের ছাত্র/ছাত্রীদের সাভারস্থ এইআরই এর বিভিন্ন গবেষণাগার পরিদর্শনের ব্যবস্থা ও বঙ্গবন্ধু বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন ও বিসিএসআইআর কর্তৃক উদ্ভাবিত ফরমালিন কীট ৫০% ছাড়ে বিক্রয়।

সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

- কারাবন্দিদের পোষ্যদের অনুকূলে বৃত্তি প্রদান; এবং
- ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

- সকল ধর্মের অধিকার সুরক্ষায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান শীর্ষক আলোচনা সভা/সেমিনার;
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্ম, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় তাঁর অবদান শীর্ষক আলোচনা সভা; এবং
- মুসলিম উম্মাহর ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও সকল ধর্মের অধিকার সুরক্ষায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান শীর্ষক আলোচনা সভা/সেমিনার।

শিল্প মন্ত্রণালয়

- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার নীতিমালা ২০১৯ প্রণয়ন;
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার নীতিমালা, ২০১৯ এর আলোকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে সফল শিল্পোদ্যোক্তাগণকে পুরস্কার প্রদান; এবং
- শিল্প মন্ত্রণালয়ের লাইব্রেরিতে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন এবং সংশ্লিষ্ট বই, ছবি ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয় দ্বারা সমৃদ্ধকরণ।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

- বঙ্গবন্ধুর নামে বিদেশে ০২টি স্কুল প্রতিষ্ঠা;
- প্রবাসী কর্মীর মেধাবী সন্তানদের বঙ্গাবন্ধু ফেলোশীপ (এমফিল ও পিএইচডি) প্রদান;
- Sheikh Mujib-A Nation’s Father শীর্ষক গ্রন্থ প্রকাশ;
- প্রত্যাগত নারী কর্মীদের Re-integration & Re-habilitation কর্মসূচি গ্রহণ;
- কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য হাসপাতাল স্থাপন; এবং
- প্রত্যাগত নারী কর্মীদের জন্য বিমান বন্দরের নিকটে সেইফ হোম স্থাপন ও পরিচালনা।

খাদ্য মন্ত্রণালয়

- চা শ্রমিক ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীসহ অন্যান্যদের নিকট স্বল্পমূল্যে খাদ্যশস্য সরবরাহ;
- অনুপুষ্টি সমৃদ্ধ চাল সরবরাহ;
- আশুগঞ্জ, ময়মনসিংহ ও মধুপুরে আধুনিক স্টীল সাইলো নির্মাণ; এবং
- পারিবারিক সাইলো বিতরণ।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

- জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ৪৯২টি অনুষ্ঠান আয়োজন;
- জাতির পিতা সম্পর্কিত ২২টি বই প্রকাশ;
- ৪টি প্রদর্শনীর আয়োজন; এবং
- ১টি বইমেলার আয়োজন।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

- মানুষ ও গবাদি পশুর নিরাপত্তায় মুজিব কিল্লা নির্মাণ; এবং
- বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে ১টি করে দুঃস্থ পরিবারের জন্য ১টি দুর্যোগ সহনীয় বাড়ি নির্মাণ।

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

- বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ে অনুষ্ঠেয় উন্নয়ন সমন্বয় সভায় অংশগ্রহণপূর্বক চলমান প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা; এবং
- এডিপি পর্যালোচনা প্রতিবেদন NEC সভায় উপস্থাপন।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

- মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ১৭ মার্চ ২০২০ খ্রিঃ তারিখ ০৪ (চার) কোটি পরিবারকে পোস্টকার্ডের মাধ্যমে শুভেচ্ছা বার্তা প্রেরণ।

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ

- মুজিববর্ষ উপলক্ষে মেলা ও "বঙ্গবন্ধু কারিগরি শিক্ষা সপ্তাহ- ২০২০" আয়োজন।

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

- মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরের এপিএ-তে পদ্মালিংক মহাসড়ক উদ্বোধন এবং সাসেক-১ প্রকল্পের ৮০% কাজ বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ;
- গুরুত্বপূর্ণ তিনটি ইন্টারসেকশনে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য স্থাপন;
- পায়রা ব্রীজ উদ্বোধন;
- সাসেক -১ প্রকল্প উদ্বোধন; এবং
- জুলাই ২০২০ মাসে "স্বপ্নের বাস্তবায়ন: মেট্রোরেল ও "Dream Comes True: Metro Rail" শিরোনামে বাংলা ও ইংরেজিতে পুস্তিকা প্রকাশ।

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

- রাষ্ট্রের আইনী কাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম হিসাবে এ বিভাগ কর্তৃক বাংলাদেশ কোড হালনাগাদ করা এবং উহার প্রকাশনা, সকল বিধি ও প্রবিধি সংকলন, হালনাগাদ এবং প্রকাশের উদ্যেগ গ্রহণ;
- যে সকল আইনের ধারা দ্রুত মামলা নিষ্পত্তিতে অন্তরায় হিসেবে কাজ করে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে সংশোধন বা ক্ষেত্রমত নতুন আইন প্রণয়নের সুপারিশ করা; এবং
- ইংরেজিতে এবং বাংলায় প্রণীত আইনসমূহ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যথাক্রমে বাংলা ও ইংরেজিতে ভাষান্তর।

পরিকল্পনা বিভাগ

- "বঙ্গবন্ধু রিসার্স ও ডকুমেন্টেশন কার্যক্রম (প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ)"
- ২০২০-২১ অর্থবছরে জানুয়ারি ২০২১ পর্যন্ত ৪টি গবেষণা শেষ হবে এবং ১টি ডকুমেন্টরি প্রকাশিত হবে; এবং
- বঙ্গবন্ধু ও পরিকল্পনা কমিশন বিষয়ক ১টি পুস্তক প্রকাশিত হবে।

জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

- নারীদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত দুইটি অ্যাপস চালুকরণ;
- প্রতি থানায় নারী, বয়স্ক, শিশু ও প্রতিবন্ধী ডেস্ক স্থাপন; এবং
- থানা ডিজিটালাইজেশন, জাতীয় জরুরী সেবা ৯৯৯ এর উন্নয়ন ও থানার হাজতখানার উন্নয়ন।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

- ১৭ মার্চ জাতীয় শিশু দিবস ও জাতির পিতার জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠান আয়োজন।

রেলপথ মন্ত্রণালয়

- রেলওয়ের উন্নয়ন/অগ্রগতিতে বঙ্গবন্ধুর অবদান এর উপর ডকুমেন্টারি প্রস্তুত;
- বাংলাদেশ রেলওয়ের চিকিৎসকদের সহায়তায় স্টেশনে যাত্রীদের বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা প্রদান ও রক্তদান কর্মসূচি পালন;
- দেশের বড় বড় স্টেশনে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন; এবং
- বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীতে একটি বিশেষ রেলসেবা সপ্তাহ উদযাপন।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

- জাতীয় পর্যায়ে ক্রিকেট কার্নিভাল (অনূর্ধ্ব-১২ বালক ও বালিকা) আয়োজন;
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ গেমস আয়োজন (৩১টি ইভেন্ট);
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আন্তঃকলেজ গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট (ছেলে);
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় চ্যাম্পিয়নশীপ (পাবলিক ও প্রাইভেট); এবং
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু অনুর্ধ্ব-১৭ গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট (ছেলে ও মেয়ে)।

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবারকল্যাণ বিভাগ

- ৬৭টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার চালু করা;
- ৩২টি প্রশিক্ষণ কোর্সে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও জীবনীর উপর ১টি করে সেশন আয়োজন করা।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

- অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্ণার স্থাপন এবং সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংরক্ষণ।

নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়

- নদী ও নৌপথ এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত বঙ্গবন্ধুর গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সংকলন প্রকাশ;
- বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আজীবন ফেরিঘাট ও লঞ্চঘাটে টোল ফ্রি সুবিধা প্রদান;
- ‘‘বঙ্গবন্ধু ও নদীমাতৃক বাংলাদেশ’’ বিষয়ে সেমিনারের আয়োজন;
- বঙ্গবন্ধুর স্টিমার ভ্রমণের স্মৃতিকথা সম্বলিত সংকলন প্রকাশ; এবং
- ‘‘বঙ্গবন্ধু ও সুনীল অর্থনীতি’’ শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

- আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক ‘বঙ্গবন্ধু শিক্ষা বীমা’ চালুর উদ্যোগ গ্রহণ।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

- রপ্তানিতে গুরুত্ব ও উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে রপ্তানি ট্রফি প্রদান;
- বাংলাদেশে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মেলা আয়োজন ও সহায়তাকরণ; এবং
- বাংলাদেশের পণ্যের ব্রান্ডিং ও পরিচিতির লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ।

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

- উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০০ জন প্রান্তিক মহিলা তাঁতিকে ঋণ বিতরণ;
- পাট চাষ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২৫০০০ চাষীকে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- বঙ্গাবন্ধু রেশম মেলা আয়োজন; এবং
- দুস্থ ও অসহায় তাঁতিদের জন্য প্রধান কার্যালয়ে আলাদা সেল গঠন।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

- বিশেষ প্রকাশনা ও ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা;
- দেশে ও বিদেশে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন এবং
- বিদেশস্থ মিশনসমূহে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

- সারা দেশে একযোগে ১ (এক) কোটি গাছের চারা রোপন;
- সামাজিক বনায়নে উপকারভোগীদের মাঝে ৩০ কোটি টাকা লভ্যাংশের চেক বিতরণ;
- বন ও পরিবেশ উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা ও গৃহীত পদক্ষেপসমূহের উপর ভিত্তি করে স্মারক সংকলন প্রকাশ;
- জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ভ্রাম্যমান বাসের মাধ্যমে উপজেলা/জেলা/বিভাগীয় পর্যায়ে প্রচারণা চালানো; এবং
- ঢাকাস্থ বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র/ ছাত্রীদের বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়ামের কর্মকান্ড সম্পর্কে অবহিতকরণ কার্যক্রম গ্রহণ।

আইন ও বিচার বিভাগ

- পুরো মুজিববর্ষ জুড়ে ২৪টি সেমিনার আয়োজন।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

- পর্যটন মেলা আয়োজন;
- বেবিচক-এর অধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে সকল শ্রেণিতে বঙ্গাবন্ধুর নামে শিক্ষা বৃত্তি প্রদান;
- আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরসমূহের অভ্যন্তরে বঙ্গাবন্ধু কর্নার স্থাপন;
- সিভিল এভিয়েশন দিবসে মুজিববর্ষের উপর বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ; এবং
- উড়োজাহাজের অভ্যন্তরে ইন-ফ্লাইট এন্টারটেইনমেন্ট-এর প্রতিটি সিটের এলইডি মনিটরে মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর উপর ০২ মিনিটের ভিডিও, লোগো ও ছবি (বাধ্যতামূলকভাবে মনিটর অন করার পর) প্রদর্শন করা হবে।

ভূমি মন্ত্রণালয়

- The State Acquisition & Tenancy Act, ১৯৫০'' এর বাংলা অনুবাদ সম্পন্নকরণ; এবং
- গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পের আওতায় ১০০(একশত) টি গুচ্ছগ্রাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কর্তৃক উদ্বোধন।

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

- বঙ্গবন্ধু সঞ্চয় এ্যাপ চালুকরণ;
- অটোমেটেড রিস্ক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্রণয়ন;
- নন-ইন্ট্রুসিভ ইন্সপেকশন সিস্টেম প্রণয়ন;
- ই-পেমেন্ট ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ; এবং
- করদাতা বৃদ্ধিকরণ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

- বঙ্গবন্ধু পার্বত্য মেলা;
- ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক ও চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতা;
- ন্যাশনাল এ্যাডভেঞ্চার ফেস্টিভাল আয়োজন;
- স্মরণিকা প্রকাশ; এবং
- বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

- পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে বঙ্গবন্ধু স্কয়ার/চত্বর স্থাপন;
- জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর ছবি, বাণী, উক্তি এবং ভাষণ প্রচারের লক্ষ্যে ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড / KIOSK স্থাপন; এবং
- জাতির জনকের সমাধি কমপ্লেক্সে সমাধি স্তম্ভের পাশে বিকল্প একটি স্টিলের ফ্রেম (পরবর্তীতে খুলে রাখার যোগ্য) স্থাপন।

ছবিতে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

২০১৪-১৫

৯ মার্চ ২০১৫ সালে মন্ত্রিসভা বৈঠকে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়

২০১৫-১৬

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৫

২০১৬-১৭

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান, ৪ আগস্ট ২০১৬

২০১৭-১৮

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান, ৬ জুলাই ২০১৭

২০১৮-১৯

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান, ৪ জুলাই ২০১৮

২০১৯-২০

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান, ১৩ জুলাই ২০১৯

২০২০-২১

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২০

এপিএ-তে ভাল ফলাফল অর্জনের জন্য সম্মাননা ২০১৬-১৭

প্রথম স্থান বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

দ্বিতীয় স্থান মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

তৃতীয় স্থান কৃষি মন্ত্রণালয়

এপিএ-তে ভাল ফলাফল অর্জনের জন্য সম্মাননা ২০১৭-১৮

প্রথম স্থান বিদ্যুৎ বিভাগ

দ্বিতীয় স্থান বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

তৃতীয় স্থান জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

এপিএ-তে ভাল ফলাফল অর্জনের জন্য সম্মাননা ২০১৮-১৯

প্রথম স্থান বিদ্যুৎ বিভাগ

দ্বিতীয় স্থান কৃষি মন্ত্রণালয়

তৃতীয় স্থান জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

এপিএ সংক্রান্ত সভা, প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা

সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সভা, ৬ সেপ্টেম্বর ২০২০

এপিএ সংক্রান্ত কর্মশালা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

এপিএ সংক্রান্ত কর্মশালা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কারিগরি কমিটির সভা, ২৬ আগস্ট ২০২০

এপিএ সংক্রান্ত সভা, প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের টিম

সামনের সারিতে মাঝখানে **ড.শাহনাজ আরেফিন** এনডিসি, অতিরিক্ত সচিব, সংস্কার, বামে **মোঃমামুনুর রশীদ ভূঞা**, যুগ্মসচিব, কর্মসম্পাদন নীতি ও মূল্যায়ন, ডানে **ড.মোহাম্মদ আজিজুল হক**, উপসচিব, কর্মসম্পাদন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ, পেছনের সারিতে বাঁ থেকে **মোঃ ফাউজুল কবীর**, সিনিয়র সহকারী সচিব, কর্মসম্পাদন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ-২ শাখা, **মোঃ মিজানুর রহমান**, উপসচিব কর্মসম্পাদন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ-১ অধিশাখা, **রওশন আরা লাবনী**, সিনিয়র সহকারী সচিব, কর্মসম্পাদন, মূল্যায়ন শাখা, **মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম**, সিনিয়র সহকারী সচিব, কর্মসম্পাদন নীতি ও সমন্বয় শাখা।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার